তামাক না টেকসই উন্নয়ন

Tobacco or Sustainable Development

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল

Tobacco Industry Interference and Strategy in Bangladesh

Tobacco or Sustainable Development

Tobacco Industry Interference and Strategy in Bangladesh

তামাক না টেকসই উন্নয়ন

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল

Edited by
ABM Zubair

সম্পাদনা
এবিএম জুবায়ের

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA *Knowledge for Progress*

তামাক না টেকসই উন্নয়ন
বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০১৬

ছবি
প্রজ্ঞা

গবেষণা ও ভাষান্তর
এইচ.এম.আল ইমরান খান, মোহাম্মদ ওয়ালি নোমান,
মো: মেহেদি হাসান, মুশফিকা হায়দার এবং
মো: মাহবুবুর রশীদ

প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
আবুল কালাম আজাদ এবং মেহেরুন নেসা

অফিস সহায়তা
মো: শফিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
রাজিব রায়

অলংকরণ
কাজি নাজমুল হাসান রাসেল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।

প্রকাশক
প্রজ্ঞা
বাসা ৬ (৩য় তলা, পূর্ব পার্শ্বে),
মেইন রোড ৩, ব্লক এ,
সেকশন ১১, মিরপুর ঢাকা- ১২১৬।
ফোন ও ফ্যাক্স:+৮৮-০২-৯০০৫৫৫৩
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.progga.org

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) ও ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস এর সহায়তায় প্রকাশিত

পরিবেশক
পার্ল পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

TOBACCO OR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tobacco Industry Interference and Strategy in Bangladesh

First Published
June, 2016

Photograph
PROGGA

Research and Translation
H.M.Al Imran Khan, Mohammad Wali Noman,
Md. Mehedi Hasan, Musfica Haider and
Md. Mahbubur Rashid

Administration and Finance
Md.Abul Kalam Azad and Meherun Nessa

Office Support
Md.Shafiqul Islam

Cover
Razib Roy

Design
Kazi Nazmul Hasan Rasel

All Rights Reserved.

Publisher
PROGGA
House 6 (3rd Floor, East Side),
Main Road 3, Block A,
Section 11, Mirpur, Dhaka-1216.
Tel & Fax: +880-2-9005553
Email: progga.bd@gmail.com
Website: www.progga.org

Published with support from Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) and Bloomberg Philanthropies.

Distributor
Pearl Publications
38/2,Banglabazar,Dhaka-1100

We wish to extend our thanks to Vandana Shah and Sean Rudolph with Campaign For Tobacco-Free Kids and Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) for their support and advice.

ISBN: 978-984-34-1444-1

প্রসঙ্গ কথা

তামাক মৃত্যু ঘটায়। তামাক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এবং এসবের মূল হোতা তামাক কোম্পানি। রাষ্ট্রসমূহও এই দায়ভার এড়াতে পারেনা। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে উন্নয়নকে সুরক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মৌলিক কাজ। একারণেই বিশ্বের সরকার-সমূহ তামাকের ক্ষয়ক্ষতি থেকে জনগণকে সুরক্ষা দিতে এফসিটিসি প্রণয়ন করেছে এবং অতিসম্প্রতি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য উভয়কে সুরক্ষা দিতে স্বাক্ষর করেছে এসডিজি। এফসিটিসি এখন এসডিজির অংশ। তামাক নিয়ন্ত্রণ বা এফসিটিসি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা কঠিন এই উপলব্ধি থেকেই এফসিটিসিকে এসডিজির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে এসডিজি অর্জনে এফসিটিসি বাস্তবায়ন পূর্বশর্ত বললে অত্যুক্তি হবেনা। বাংলাদেশে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন মোটাদাগে দুটো কারণে অত্যন্ত জরুরি। এক: এফসিটিসি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা 'স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সব বয়সের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা' অর্জন সম্ভব নয়। দুই: এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও তামাক একটা বড় ধরনের বাধা, যা এফসিটিসি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অপসারণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এফসিটিসি'র আলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও আইন বাস্তবায়নে তেমন একটা অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। এ সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো নানা কূটকৌশলে আইন লঙ্ঘনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আইন থেকেও আইনের পুরো সুফল পাচ্ছেনা জনগণ। এছাড়া সার্বিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু নীতি (তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি, তামাক-কর নীতি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি) এখনো কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তামাক কোম্পানিগুলো এসব ঘাটতি কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন তামাক ব্যবসা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে এসব নীতি যেন পাশ না হয় সেজন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে এফসিটির সন্তোষজনক বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। তামাক কোম্পানি সর্বদা তৎপর থাকবে এফসিটিসি বাস্তবায়ন যেন কখনই সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় না আসে। তামাকের ক্ষতিকর মুনাফার ফাঁদে ফেলে সংশ্লিষ্ট সরকারিমহলকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে চাইবে তারা। এক্ষত্রে সরকারকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তামাক না টেকসই উন্নয়ন।

Foreword

Tobacco causes death and impedes development; and tobacco companies are the key culprits. Governments as well cannot avoid the responsibility. Core functions of a government include, among others, protecting public health and ensuring growth by removing the obstacles. Accordingly, different countries have joined the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to protect people from tobacco related damages, and have signed the Sustainable Development Goals (SDGs) for ensuring both growth and public health. Now, FCTC is a part of the SDGs. Realization about difficulty in achieving sustainable development without tobacco control or FCTC implementation has played a great role to include FCTC into SDGs. Implementation of FCTC is a precondition for a country like Bangladesh to reach the SDGs. The effective implementation of FCTC is mainly important for two reasons. First, the third goal of SDGs, 'Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,' seems impossible to be achieved without implementation of FCTC. And second, tobacco is an obstruction on reaching the other SDGs, which could be removed by FCTC implementation.

Though Bangladesh has achieved notable success on formulating tobacco control law based on FCTC, it is still lagging behind implementation of the same. Exploiting the opportunities, tobacco companies have been widely violating the law. Consequently, people are not getting the true benefits from the law. Besides, some other important policies, for instance, tobacco farming control policy, tobacco tax policy and national tobacco control policy, have not been implemented yet. Hence, tobacco companies are expanding business by taking advantages of the loopholes and are desperate to restrict launching of the policies and laws.

The government of Bangladesh is committed to achieve the SDGs by 2030. To achieve so, a satisfactory implementation of FCTC is a prerequisite. It is assumed that tobacco companies would desire that the implementation of FCTC never becomes a priority of the government; thus, it is expected that the companies would try to manipulate the government officials by showing the unrealistic profits from tobacco industry. Now, it is the government to decide either tobacco or sustainable development.

Table of Contents
সূচিপত্র

Chapter 1 Tobacco control for reaching Sustainable Development Goals 07
১ম অধ্যায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণ ০৭
Md. Hasan Shahriar and Md. Shahedul Alam

Chapter 2 Tobacco Company Interference 17
২য় অধ্যায় তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ১৭
Monowar Hossein and Imtiaj Rasul

Tobacco company interference on GHW implementation: Bangladesh perspective 22
সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ২২
Md. Shahedul Alam and Monowar Hossein

Chapter 3 Tobacco Company Ill tactics in Bangladesh
৩য় অধ্যায় বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল

Child labor in Bidi Industry: an investigation 27
বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রম: একটি নিবিড় অনুসন্ধান ২৭
Monowar Hossein and Md. Shahedul Alam

Tobacco company death marketing strategy and law violation 40
তামাক কোম্পানির মৃত্যুবিপণন কূটকৌশল ও আইন লঙ্ঘন ৪০
Md. Hasan Shahriar and Monowar Hossein

Tobacco company aggression and ill tactics in tobacco farming in Bangladesh 53
বাংলাদেশে তামাক চাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল ৫৩
Monowar Hossein and Imtiaj Rasul

Bangladeshi Mass Media to Unveil and Combat Tobacco Company Ill Tactics 78
তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম ৭৮
Md. Shahedul Alam and Md. Hasan Shahriar

References 81
তথ্যসূত্র ৮১

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞার যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযুগী এবং সর্বোপরি উদ্ভাবনী-মূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যমই হতে পারে জনস্বার্থ সুরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল মানুষকে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতিনির্ধারণী মহলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞার এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)- আত্মা নামে শুরু হয় এই নেটওয়ার্কের পথচলা। 'মিডিয়া ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরাই মূলত: এই নেটওয়ার্কের সদস্য। এছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন যে কোন ব্যাক্তি এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। ঢাকায় কেন্দ্রীয় আত্মা ছাড়াও রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুর এই ছয়টি আঞ্চলিক চ্যাপ্টার মিলিয়ে আত্মা'র চার শতাধিক সদস্য রয়েছে। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে।

PROGGA

PROGGA started journey with the idea of 'Knowledge for Progress'. To us 'Progga' is the blend of knowledge and experience. As a non-profit advocacy and research organization, PROGGA started journey in January 2008. Being a young organization in terms of experience, the innovative capacity and endless motivation for work of a group of young activists continues to enrich PROGGA. The core activities of PROGGA are advocacy, research, and different capacity building trainings. PROGGA believes that there is no alternative to advocacy for successful application of research-based knowledge and attracting attention of the policymakers. Of course, the advocacy has to be realistic, timely, and above all, innovative. PROGGA has always prioritized mass media of Bangladesh on the issue. We believe that mass media can be one of the best vehicles to protect public interest. 'Media for Tobacco Control' is such an initiative of PROGGA. The initiative, with support from the Campaign for Tobacco Free Kids, aims at strengthening the role of mass media in creating public awareness to protect Bangladeshi citizens from the damages of tobacco and inviting attention of the policy makers to do the needful. In 2010, PROGGA and the Press Institute of Bangladesh (PIB) jointly started tobacco control training workshops for journalists. Based on recommendations from workshop participants, Anti-Tobacco Media Alliance (ATMA) was formed as a media network. Basically, the participant journalists of 'Media for Tobacco Control in Bangladesh' are the members of the network. Besides, people involved in journalism or have significant contributions on the sector may get membership of the network. ATMA primarily aims at ensuring effective role of media in building a tobacco-free Bangladesh. There are around 400 ATMA members in different chapters like Rajshahi, Chittagong, Sylhet, Khulna, Barisal and Rangpur in line with the central ATMA in Dhaka. PROGGA has been working as the secretariat of ATMA.

১ম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণ

Chapter 1

Tobacco control for reaching Sustainable Development Goals

ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর অন্যতম। Global Adult Tobacco Survey (GATS) ২০০৯[১] অনুসারে, বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ অর্থাৎ ৪ কোটি ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সিগারেট, বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন। এদেশের ৫৮ শতাংশ পুরুষ এবং ২৯ শতাংশ নারী ধোঁয়াযুক্ত অথবা ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন। ধূমপানের হার নারীদের মধ্যে সীমিত হলেও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে হার পুরুষের তুলনায় বেশি। ২৮ শতাংশ নারী (১ কোটি ৩৪ লক্ষ) এবং ২৬ শতাংশ পুরুষ (১ কোটি ২৫ লক্ষ) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে ২৩ শতাংশ বা ২ কোটি ১৯ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধূমপানের মাধ্যমে তামাক ব্যবহার করেন। এরমধ্যে ২ কোটি ১২ লক্ষ পুরুষ এবং ৭ লক্ষ নারী । তবে পুরুষের ধূমপানের ফলে নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হবার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১ শতাংশ নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি নারী। Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ২০১৩[২] অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের ৬.৯ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে (ছেলে ৯.২%, মেয়ে ২.৮%) যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত ক্ষয়-ক্ষতির চিত্রও ভয়াবহ। প্রতি বছর, তামাক ব্যবহারজনিত অসুখে ৯৫,০০০ মানুষ মৃত্যু বরণ করেন।[৩] বাংলাদেশে হৃদরোগে আক্রান্ত মৃত্যুর ৩০%, ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ৩৮%, ফুসফুসে যক্ষার কারণে মৃত্যুর ৩৫%, এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে মৃত্যুর ২৪ শতাংশের জন্য দায়ী ধূমপান।[৪] তামাক এবং বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৪ হাজারের বেশী ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। যার মধ্যে ৪৩টি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম। এছাড়া তামাকের আর্থিক ক্ষতিও ব্যাপক। তামাকখাত থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পায়

Introduction

Bangladesh is one of the largest tobacco consuming countries. According to Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009[1], 43% of adults in Bangladesh (4.13 crores people) consume cigarettes, bidi and smokeless tobacco. Around 58% males and 29% females use tobacco products including smokeless tobacco. Though the smoking rate is low among women, the rate of using smokeless tobacco is more than that among men. Around 28% women (1.34 crores) and 26% men (1.25 crores) use smokeless tobacco. In Bangladesh, 23% or 2.19 crores adult people use tobacco by smoking and among them 2.12 crores are men and 700,000 of them are women. However, women become victims of passive smoking hugely due to men's smoking. In Bangladesh, 30% women are exposed to passive smoking at workplaces and 21% of them are exposed at public places. It refers that around 10 million women of Bangladesh become victim of passive smoking without having a puff on cigarette/ bidi. The Global Adult Tobacco Survey (GYTS) 2013[2] data reveals, 6.9 % of the school-going Bangladeshi children aged between 13-15 consume tobacco (boys 9.2% and girls 2.8%) which is really alarming. The extent of tobacco related damages in Bangladesh is also horrific. Annually 95,000 people die of tobacco-related diseases[3]. In Bangladesh, smoking is responsible for 30% of heart disease related death, 38% of cancer caused death , 35% of lung TB caused death and 24% of other respiratory

তামাক ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে তার দ্বিগুণ ব্যয় করতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৪ সালে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল জিডিপির ৩ শতাংশের বেশি।[৫]

তামাকপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে মূলত বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল ও সাদাপাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পণ্যের নামে এসব বিষ বিক্রি করে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা লুট করছে। একারণে একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে তেমনি দেশের অর্থনীতিও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আবর্তে আটকা পড়ছে। তামাক জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য এতবড় হুমকি হওয়া সত্ত্বেও তা নীতি-নির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে। এসুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত তামাক মহামারির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৬]

বাংলাদেশ এবং এফসিটিসি[৭] ও এসডিজি[৮]

বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)- এ স্বাক্ষর এবং এর আলোকে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা কার্যকর করা হয়। সংশোধিত আইনটি পূর্বের আইনের (২০০৫) তুলনায় উন্নত হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এফসিটিসি'র অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা আইনে প্রতিফলিত হয়নি। যেমন তামাকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কেবল দাম বহির্ভূত কিছু পদক্ষেপ (Non-price measure) আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কর পদক্ষেপের ন্যায় শক্তিশালী দাম সংক্রান্ত পদক্ষেপ (Price measure) আইনের আওতাভুক্ত হয়নি। একইভাবে তামাকের যোগান নিয়ন্ত্রণে (তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণ) বাস্তবায়নযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে

বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নেও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি চোখে পড়ছে না। সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাস্তবায়ন

diseases related death[4]. The smoke emitted from bidi and cigarette tobacco contains over 4000 toxic chemicals and among them, 43 can directly cause cancer. Besides, the financial cost for tobacco use is also wide. The government is to spend twice the amount it receives as revenue from tobacco for treatment of the tobacco-related patients. Studies have revealed that the financial damages caused for tobacco use was over 3% of the GDP[5] in 2004.

In Bangladesh, bidi, cigarette, zarda, gul, sada pata etc. are commonly used as tobacco products. The tobacco companies are earning profits worth thousands of crores by selling these toxics as products. It is threatening the public health and simultaneously the nation is getting entrapped by a long-term economic loss. Tobacco, despite being a great threat, is unable to attract attention of the policymakers. Consequently, the tobacco companies are easily expanding their business and just leading the country to a tobacco epidemic[6].

Bangladesh and FCTC[7] and SDGs[8]

The government of Bangladesh has signed on the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) in 2003, and consequently has formulated the Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act in 2005. Subsequently, the tobacco control law got amendment in 2013 and the Rules for implementing the law has also been enacted in 2015. Though the amended law is improved, it is not strong enough and many of the important FCTC directives have not been reflected in the law, such as some of the non-price measures have been included in the law to control tobacco demands. Strong price measure like taxation has not been included in the law, and by the same time, to control tobacco supply (discouraging tobacco farming) any implementable steps have not been taken yet. Moreover, the implementation status of the existing law is also poor. The most important achievement of the amended law is about the implementation of the pictorial health warning which has not been implementing properly and also there are no significant progresses over the execution of other parts of the TC law. As a result, legal incompleteness and the partial and ineffective implementation of the law have been lagging Bangladesh to achieve the FCTC objectives. It is now a questionable issue that why Bangladesh is lagging in FCTC implementation despites it has achieved significant successes in many other contemporary agendas like MDGs. In this case, it is important to evaluate the government viewpoints and promises over the issues. The government has always

করা সম্ভব হয়নি। আইনের অন্যান্য বিধানাবলী বাস্তবায়নেও কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই। ফলে আইনি অসম্পূর্ণতা এবং বিদ্যমান আইনের আংশিক ও অকার্যকর বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে এফসিটিসির লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে রেখেছে। প্রশ্ন আসতে পারে সমসাময়িক অন্যান্য অনেক বিষয় যেমন এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সন্তোষজনক সাফল্য পেলেও এফসিটিসির বাস্তবায়নে অগ্রগতি এত কম কেন। এক্ষেত্রে বিষয় দুটির প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিশ্রুতির তারতম্য মূল্যায়ন জরুরি। এফসিটিসিকে সরকার বরাবরই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি কাজ বা দলিল হিসেবে মূল্যায়ন করেছে, নিজস্ব উন্নয়ন ভাবনার সাথে বিষয়টিকে কখনই সম্পৃক্ত করতে চায়নি। জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য এতবড় একটা ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার প্রাসঙ্গিক সকল মন্ত্রককে অন্তর্ভুক্ত না করে কেবল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাস্তবতা হলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও এটাকে তাদের অগ্রাধিকার তালিকায় না রেখে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে এমডিজি অর্জনে সরকার গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে। তবে বিষয়টি যে শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা বলা যাবেনা। এফসিটিসিভুক্ত অনেক দেশই তামাক নিয়ন্ত্রণকে তাদের মূল উন্নয়ন ভাবনার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেনি। বৃহৎ পরিসরে দেখলে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন এবং দাতাসংস্থাগুলো বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য এযাবৎ যেসব খণ্ড খণ্ড উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রভাব বিশ্বনেতাদের নতুন উন্নয়ন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। এমডিজির সাফল্য এই ভাবনার ভিত বিনির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশ্বনেতারা এখন নতুন কোন উন্নয়ন পদক্ষেপকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে নারাজ, সামগ্রিক উন্নয়ন দর্শন তথা মূল উন্নয়ন স্রোতধারার নিরিখে বিশ্লেষণ করার পক্ষে তারা। তাদের যুক্তি, যেহেতু একটা বিশেষ ক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ অন্য একটা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত বা বাধাগ্রস্ত দুইই করতে পারে সেহেতু সকল উন্নয়ন ভাবনাকে একটা সামগ্রিক উন্নয়ন রূপরেখার আওতায় দেখা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সেদিক থেকে এযাবত বিশ্বব্যাপী গৃহীত সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক উন্নয়ন ভাবনা। কারণ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একইসাথে বিদ্যমান অন্যান্য উন্নয়ন ভাবনাকে একত্রে সন্নিবেশিত করেছে এবং সেগুলোকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

considered FCTC as the document of World Health Organization (WHO) and has never integrated the issue with its mainstream development agendas. To prevent the huge risk for public health and economy, the government has involved the Health Ministry alone whereas it was supposed to involve all the relevant ministries to work together. It is true that the Health Ministry has tried implementing the issue considering it as an additional responsibility instead of prioritization. Conversely, the government has used the entire state machinery to achieve the MDGs. However, the same results have been observed in other countries as well. In fact, many of the FCTC signatory countries have failed to consider tobacco control in line with their key development initiative. In a larger extent, the implementation process and advancement of various disjointed development initiatives taken so far by the UN, its wings and other donor agencies for global development has made the global leaders to think differently. The MDGs' success has built the base of SDGs and inspired them to adopt it for further development. The global leaders want to make all the development initiatives united and they are also on the view to analyze those initiatives based on the overall development philosophy and mainstream development process. They argued that since a specific development endeavor can hamper or benefit the other development initiatives, thus it is important that all the development plans should be brought under an overall development map. SDGs are the complete development roadmap considering the ground in the current global context because SDGs have accumulated all the other development plans and instructed to evaluate them on economic, social and environmental perspectives.

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বৈশ্বিক উন্নয়নের এক নতুন পথনির্দেশিকা। পৃথিবী ও পৃথিবীব্যাপী মানুষকে কার্যকর উন্নয়ন সুরক্ষা প্রদান করতে সদ্য সমাপ্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার (এমডিজি) পটভূমিকায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ সম্মেলনে বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে এফসিটিসি বাস্তবায়ন অন্যতম। তামাকবিরোধীদের জন্য এটা বিরাট সাফল্য। এফসিটিসি বাস্তবায়ন এখন আর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। উন্নয়নের মুল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত। এসডিজি অর্জন করতে চাইলে সরকারকে এফসিটিসি বাস্তবায়ন করতে হবে।

এসডিজি অর্জনে এফসিটিসি বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এফসিটিসি বাস্তবায়ন পূর্বশর্ত বললে অত্যুক্তি হবেনা। বাংলাদেশে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন মোটাদাগে দুটো কারণে অত্যন্ত জরুরি। এক: এফসিটিসি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা 'স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সব বয়সের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা' অর্জন সম্ভব নয়। দুই: এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও তামাক একটা বড় ধরনের বাধা, যা এফসিটিসি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অপসারণ করতে হবে। বাংলাদেশে তামাকজনিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ভয়াবহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে মারা যায় ৫৭ হাজার মানুষ, পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ।[৯] বর্তমানে নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তামাকজনিত এই মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা করতে না পারলে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। পৃথিবীর সবজায়গা থেকে সবধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ১ এ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি পরিবারের মাসিক খরচের ৫ ভাগ ব্যয় হয় তামাকে, যা অন্যান্য দারিদ্র্যদূরীকরণ কাজে ব্যয় করা যায়। একইসাথে তামাকজনিত অসুখে প্রতিটি পরিবারকে তাদের মাসিক খরচের ১০ভাগ ব্যয় করতে হয়, যা আয়দারিদ্র্য ও মানব দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করে।[১০] এছাড়া পরোক্ষভাবে অর্থাৎ তামাকজনিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ফলে বছরে আরো ৬৫২.৮৬ মিলিয়ন ডলার আয় ক্ষতি হয়।[১১] অর্থাৎ বাংলাদেশের দারিদ্র্যদূরীকরণে তামাক শক্তিশালী বাধা। ক্রমবর্ধমান তামাকচাষ বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তায় প্রতিনিয়ত ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। বর্তমানে তামাকচাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টর।[১২] তামাকচাষ মাটির স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া তামাকের জমিতে খাদ্যজাতীয় ফসলের উৎপাদনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ (লক্ষ্যমাত্রা ২- ক্ষুধামুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন, উন্নত পুষ্টি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা অর্জন)। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা না করা গেলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। অথচ বাংলাদেশের বিড়ি কারখানার শ্রমিকদের অর্ধেকই শিশুশ্রমিক, যারা শিক্ষাবঞ্চিত এবং চরম দারিদ্রের শিকার।[১৩] তামাকচাষ ও তামাকবিক্রির সাথেও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুশ্রমিক জড়িত রয়েছে, যারা শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত (লক্ষ্যমাত্রা ৪- জীবনব্যাপী সার্বজনীন ও গুণগত শিক্ষা)।[১৪] বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্যে রেখে টেকসই উন্নয়ন

Sustainable Development Goals (SDGs) are the new guidelines for global development. The SDGs have been formulated based on the recently ended Millennium Development Goals (MDGs) to protect the earth and the humans. Recently, at the 70th UN General Assembly, the global leaders have pledged to reach 17 goals with 169 promises by 2030 and the implementation of the FCTC is a notable one among the other goals. This is a great achievement indeed for the anti-tobacco platforms. The implementation of the FCTC is not a minor issue now, in fact, it is connected with the mainstream development as well. The government has to implement the FCTC if it wants to achieve the SDGs within the budgeted time.

Relevancies to implement FCTC to achieve SDGs

It should not sound exaggerated that implementation of the FCTC to reach the SDGs is a pre-condition for a developing country like Bangladesh. It is mostly important for two specific reasons. Firstly: without FCTC implementation reaching the third goal of SDG - 'Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages' is impossible. Secondly: tobacco is also a great hindrance to reach the other SDGs which should be removed by FCTC implementation. Bangladesh has a shocking number of tobacco-related deaths. According to World Health Organization (WHO), annually 57,000 people die in Bangladesh and 382,000 people turn cripple[9], and it is estimated unofficially that the number in the present days might have increased greatly. Unless the tobacco-related deaths are not prevented, the third goal of SDG would not be achieved. The number 1 of the SDG is about ending poverty in all its existing forms everywhere. Following the WHO statistics, 5% of the family income is spent for tobacco use which could be used for poverty reduction activities. By the same time, each of the families has to spend 10 percent of their monthly expense for tobacco related diseases which accelerates the income poverty and human poverty[10]. Besides, indirectly the damages caused due to tobacco related deaths and disabilities are worth 652.86 million dollars[11] which refers that tobacco is a strong obstacle for Bangladesh to eradicate poverty. Rapid expansion of tobacco farming is a continuous threat for the food security of Bangladesh. At this time tobacco is being grown on the enlisted land of around 108,000 hectares[12]. Tobacco farming is highly risky for the soil and the lands growing tobacco lose the productivity to produce food crops which is a threat for the food

কখনই সম্ভব নয়। GATS, ২০০৯ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১ কোটিরও বেশি নারী পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।[১৫] তামাক ব্যবহার না করেও তামাকের সকল স্বাস্থ্য ক্ষতির হুমকিতে রয়েছে এই নারীরা। এফসিটিসিতে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষায় সকল পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এধরনের বৈষম্য (লক্ষ্যমাত্রা ৫- লিঙ্গ সমতা) দূর করা সম্ভব। সুন্দর এবং সুস্থ কর্মপরিবেশ মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করে (লক্ষ্যমাত্রা ৮- টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুন্দর কর্মপরিবেশ)। বাংলাদেশে ৬৩ ভাগ কর্মজীবী মানুষ কর্মক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন।[১৬] এছাড়াও তামাক ব্যবহারের কারণে কর্মক্ষম মানুষের বিরাট অংশ অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হন যা দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। বৈশ্বিক এবং আভ্যন্তরীণ বৈষম্য হ্রাস (লক্ষ্যমাত্রা ১০) ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভবপর নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যুর পরিমাণ বছরে ৮০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে এবং এই মৃত্যু টোল-এর ৮০ ভাগই বহন করতে হবে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে।[১৭] অন্যদিকে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা শহরের তুলনায় বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ৬ শতাংশ বেশি।[১৮] এফসিটিসি'র বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব। অন্যদিকে বাংলাদেশে শহরে বসবাসরত প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৪৬.৬ শতাংশ পাবলিক প্লেসসমূহে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার এবং এই হার গ্রামের তুলনায় বেশি।[১৯] কারণ শহরের আবদ্ধ স্থানে বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান। সুতরাং সকল পাবলিক প্লেসসমূহ এফসিটিসি'র আলোকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার মাধ্যমে এর ক্ষতি থেকে মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। যা টেকসই শহর ও তার অধিবাসীদের নিরাপদ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে (লক্ষ্যমাত্রা ১১)। জলবায়ু পরিবর্তন সারা পৃথিবীর জন্য এক বিরাট হুমকি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ঝুঁকির মাত্রা আরও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বন উজাড়। তামাক চাষ সারা পৃথিবীর ২-৪ শতাংশ বনউজাড়ের জন্য দায়ী।[২০] বাংলাদেশে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে বছরে পোড়ানো হয় ২৯ লক্ষ ৩২ হাজার গাছ।[২১] সুতরাং তামাকচাষ এবং

security and sustainable agriculture (Goal 2- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture). Education is a basic need for all. Unless everyone gets a standard education, sustainable development is impossible. However, in Bangladesh half of the bidi factory workers are child and experiencing hardcore poverty[13]. A notable portion is also related with tobacco farming and tobacco selling who are deprived of their basic education (Goal 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all)[14]. Almost half of the population of Bangladesh is women. Sustainable development is not possible by discriminating with this huge population. Global Adult Tobacco Survey – GATS 2009 has found that over 10 million women become victimized by passive smoking[15]. They are receiving unwanted health damage without participation in tobacco use. The FCTC has suggested making all the public places and public transports smoke free and by implementing the directives such discriminations (Goal 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls) could be removed. A sound and healthy working environment helps to increase productivity and accelerates a stable economic growth simultaneously (Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all). Around 63 percent working people are affected with different level of passive smoking at their respective workplaces[16]. Besides, a large number of people die a premature death and turn cripple which hampers the sustainable economic progress of the country. Sustainable development is impossible until the global

এর ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলা (লক্ষ্যমাত্রা ১৩) সহজতর হবে। জলজ সম্পদ সংরক্ষণ না করা হলে পরিবেশের কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য রক্ষা প্রায় অসম্ভব। অথচ ২০১৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কোস্টাল ক্লিন-আপ বাংলাদেশসহ ৯২টি দেশের সাগর থেকে যে বর্জ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে ১ম স্থানে রয়েছে সিগারেট ফিল্টার।[২২] সিগারেট ফিল্টার পচে মিশে যেতে ১২ বছর পর্যন্ত সময় নেয়। ফলে তা দীর্ঘ সময় ধরে সাগরে দূষণ সৃষ্টি করে। যা টেকসই সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার (লক্ষ্যমাত্রা ১৪) অন্যতম অন্তরায়। অন্যদিকে স্থলভাগের সম্পদ তথা জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বন সংরক্ষণ এবং ভূমিক্ষয় রোধ (লক্ষ্যমাত্রা ১৫) ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। এখানেও রয়েছে তামাকের বিরূপ প্রভাব। তামাক চাষের ফলে মাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ধানের চেয়ে তামাক চাষে ৩ গুণ বেশি ইউরিয়া সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। তারপরও দেশে তামাকচাষে জমির পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে। ২০১১ সালের তুলনায় বর্তমানে তামাকচাষের জমি ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে তামাক পোড়ানোর ফলে বাংলাদেশে ৩০% বন উজাড় হয়ে থাকে।[২৩] সুতরাং তামাকপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে সেগুলোর সবই এসডিজি'র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ এফসিটিসি বাস্তবায়ন না করতে পারলে তামাক দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভিত দুর্বল করে ফেলবে এবং এর ফলে টেকসই উন্নয়ন অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে।

and domestic discriminations are reduced (Goal 10: Reduce inequality within and among countries). Following the WHO, tobacco related deaths will cross 80 lakh by 2030 and the third world countries like Bangladesh will bear about 80 percent of the entire death toll[17]. On the other side, in the rural areas, the rate of smokeless tobacco users is 6 percent more comparing to the cities[18]. By implementing the FCTC, the discrimination could be reduced. Further, 46.6 percent people living in the cities of Bangladesh are exposed to passive smoking at the public places (GATS, 2009) and the rate is more comparing to the rural areas as smoking is the key cause of air pollution in the covered areas of the cities[19]. Thereby, the losses could be reduced and lives could be saved only by making the smoking free public places following the FCTC guidelines which will help building a sustainable city and keep its citizens safe (Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable). Climate change is an important issue in the current days and the third world countries are under higher risks of it for several reasons. Deforestation is one of the key causes of climate change. Tobacco farming is responsible for 2-4 percent of the entire deforestation process in the world[20]. In Bangladesh, around 29 lakh 32 thousand trees are burnt to process tobacco leaves[21]. Therefore, by reducing tobacco farming and its use, it will be easier to battle the climate change and its impacts (Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts). Unless the marine resources are preserved, the environmental balance will be impossible. The International Coastal Clean UP 2013 has collected wastes from seas belonging to 92 countries where cigarette filters were on the first position in the list of waste materials[22]. Cigarette filters take about 12 years to rot and get mixed, and thus it keeps polluting sea water for a longer time which hampers the sustainable sea, ocean and marine resource (Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) protection. On the other side, sustainable development is impossible without protecting the land resources like wildlife, combating desertification and land prevention of the degradation (Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss). Tobacco farming has negative impacts here as well. Tobacco farming damages the soil and the farming requires more fertilizers (about three times more than the food crops) and other insecticides than paddy farming. But the amount of land for growing tobacco is increasing in Bangladesh. The tobacco

এফসিটিসি বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও অগ্রাধিকার

এফসিটিসি বাস্তবায়নে অর্থসংস্থান একটি অত্যন্ত সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ অর্থায়ন বরাবরই একটা চ্যালেঞ্জ। তবে এফসিটিসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টো, সরকার বরং এখান থেকে বড় আকারের রাজস্ব আহরণ করতে পারে। এফসিটিসির কর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অর্থাৎ তামাকপণ্যে কার্যকর ও বর্ধিতহারে করারোপের মাধ্যমে সরকার এই রাজস্ব আয় অর্জন করতে পারে। তামাক নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেও অর্থায়নের এই উৎসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে তামাকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বাংলাদেশ সরকার তামাক খাত থেকে বর্তমানে ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি কর বাবদ পায় এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বাবদ আরো পায় আরো প্রায় ২ শত কোটি টাকা।[২৪] কার্যকর তামাক কর আরোপের মাধ্যমে সরকার এই খাতের আয় আরো কয়েক-গুণ বাড়াতে পারে, যা একইসাথে তামাকের ব্যবহার হ্রাসে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা তামাকের খুচরা মূল্যের উপর করহার বৃদ্ধি করে ৩২% থেকে ৫২% এ উন্নীত করায় সেখানে সিগারেটের ব্যবহার অর্ধেকে নেমে আসে এবং একইসাথে এসময়ে তামাকরাজস্ব বৃদ্ধি পায় ৯ গুণ।[২৫] অন্যদিকে বাংলাদেশে তামাকপণ্যের করারোপ বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কার্যকর করারোপের অভাবে এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। উল্টো সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে তামাক পণ্যের দাম সস্তা থেকে আরও অধিক সস্তা হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে তামাক ব্যবহারকারীর হার ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ এই ৫ বছরের ব্যবধানে ৩৭% থেকে ৪৩% অর্থাৎ ৬ শতাংশ বেড়েছে।[২৬] বর্তমানে দেশে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটির বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে প্রকৃত মূল্য শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মাঝারি আয়ের লোকজনের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত।[২৭] এছাড়া বর্ধিত

farming lands have increased three times in the current days comparing to 2011. Further, about 30 percent deforestation occurs for baking tobacco leaves[23]. So, if we estimate the overall damages caused for tobacco production marketing and tobacco use, we will see that all of them are blocking the ways to reach every sustainable development goal. If we fail to implement FCTC effectively, tobacco will weaken the country's economy, social and environmental pillars and consequently the achievement of sustainable development goals will be hampered to its greatest extent.

Financing in FCTC implementation and Prioritization

Financing on the FCTC implementation is consistent and relevant question now. Financing to implement a development initiative is a great challenge for a developing economy especially for Bangladesh. But the scenario is just the opposite for implementing the FCTC as the government has the potential to earn a large sum of revenue. By implementing the FCTC provided taxation system, the government could gather the extra revenue. The issue is also important considering the tobacco control because if it is implemented, the use of tobacco will also be reduced to a great extent. Currently, the Bangladesh government receives over Tk 14 thousand crores as tobacco tax and also receives over Tk 200 crores as health development surcharge[24]. By implementing an effective tobacco taxation policy, the government could increase the amount several times more which will also be helpful in reducing tobacco use. In South Africa, between 1993 and 2009, total taxes on cigarettes were increased from 32 percent to 52 percent of the retail price. This contributed to having tobacco consumption from about four cigarettes per adult per day to two cigarettes per day over a decade, and generated a nine-fold increase in government tobacco tax revenue[25]. On the other side, analysis of tobacco taxation data in Bangladesh shows that the real price of tobacco products has not been increased due to the lack of effective tobacco taxation rather the prices of tobacco has been cheaper here comparing to the other neighboring countries. As a direct result the rate of tobacco users has increased from 37 percent to 43 percent (increased by 6 percent) by the difference of four years, from 2005 to 2009[26]. Currently the number of tobacco users is over 4 crores and studies have found that if the real price of tobacco increases by 10 percent, it helps to cut smoking by 8 percent among the lower and middle income people which is considered as an adorable public health indicator[27]. Besides, the higher

তামাকমূল্য নতুনদের তামাক শুরুর ভাবনাকে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করে। এ প্রসঙ্গে মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বলেন 'রাজস্ব আহরণের প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে আমার কাছে তামাক কর সবচেয়ে আকর্ষণীয় কারণ এতে একইসাথে তামাকের ব্যবহার কমে এবং উল্লেযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব আহরিত হয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি উভয় দিক থেকেই লাভজনক (win-win)।'[28] সম্প্রতি জাতিসংঘের 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক আদ্দিস আবাবা বৈঠকে বিশ্বের সরকারসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[29] কাজেই বাংলাদেশ সরকারও তামাকপণ্যে কার্যকর ও বর্ধিতহারে করারোপের মাধ্যমে রাজস্ব চাহিদা পূরণ ও এফসিটিসি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তথা এসডিজি অর্জনে সফলতা দেখাতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ জরুরি। তামাক কর থেকে অর্জিত রাজস্ব কি সবধরনের উন্নয়ন কাজে ব্যয় হবে না কেবল অসংক্রামক রোগ মোকাবেলায় ব্যবহার হবে, নাকি শুধুই এফসিটিসি বাস্তবায়ন বা তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই তামাক নিয়ন্ত্রণ বা এফসিটিসি বাস্তবায়নে আমাদের বর্তমান অবস্থান মূল্যায়ন করা দরকার। তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণ ও তামাক কর বিষয়ক নীতিমালা, ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী (পর্যায়ক্রমে প্লেইন প্যাকেজিং চালু) বাস্তবায়ন, খুচরা/শলাকা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ, ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান না রাখার বিধান, তামাকের অবৈধ বাণিজ্য ও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে নীতিমালাসহ এফসিটিসি'র অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আইনি রূপ দিতে পারেনি। যে কারণে বর্তমান আইন দ্বারা এফসিটিসি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আইন যত অসম্পূর্ণ হয় তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ তত তীব্র ও আগ্রাসী হয় এবং সেক্ষেত্রে আইনের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায়না। কাজেই এফসিটিসি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমেই এফসিটিসির আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করতে হবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে উচিত হবে তামাক থেকে অর্জিত রাজস্ব এফসিটিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যয় করা। এফসিটিসি বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হলে তামাক থেকে অর্জিত রাজস্ব আয় পর্যায়ক্রমে অসংক্রামক রোগ মোকাবেলা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

prices also discourage youths from staring to tobacco. Bill Gates, founder of Microsoft and philanthropist said, "Among the revenue proposal I have examined, tobacco taxations are especially attractive because they encourage smoker to quit and discourage people from starting to smoke, as well as generate significant revenue. It's a win-win for global health."[28] Recently, the UN's conference in Addis Ababa titled 'Financing for Development' has also endorsed tobacco taxation as an effective and potential revenue source for financing development activities[29]. Thereby, the Bangladesh Government could earn huge revenue and could show the successful implementation of FCTC directives or could show the success of SDGs by imposing effective and increased taxes on all tobacco products. But prioritizing of the issues is a must in this case. It should be set first whether the revenue from tobacco taxation should be used for implementing the FCTC/ tobacco control or battling the non-communicable diseases. In that case, we have to evaluate the existing status of our tobacco control or FCTC implementation. Bangladesh have failed to legalize many of the FCTC directives including tobacco farming control and taxation policies, pictorial health warning (gradually plain packaging) implementation, banning retail cigarette sale, discarding the smoking zones, formulating policies over controlling tobacco company interference and illicit tobacco trade etc. As a result, the implementation of the FCTC is not possible with the existing law. It is evident that tobacco companies' aggressions turn stronger when the law is weaker and in that case the law could not bring the desired outcome. So, if we want to implement the FCTC, a comprehensive law in line with the FCTC should be formulated. Therefore, initially the earned revenue from the tobacco taxation should be spent to formulate and implement an FCTC based tobacco control laws and regulations. When the implementation of FCTC is on a desired level, the revenue from the tobacco tax could be used for preventing non-communicable diseases and other development initiatives.

শেষ কথা

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার পর্যায়ক্রমে এসব লক্ষ্যসমূহ পূরণ করবে। মনে রাখতে হবে তামাক কোম্পানি সর্বদা তৎপর থাকবে এফসিটিসি যেন কখনই সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় না আসে। তামাকবিরোধীদের দায়িত্ব এফসিটিসি'র বাস্তবায়নকে জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় নিয়ে আসার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করা এবং সরকারেকে একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হবে ২০৩০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়ন ও আইনি ঘাটতি পূরণে (এফসিটিসির আলোকে) বছরভিত্তিক প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ ও পর্যায়ক্রমে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

Conclusion

The government is committed to reach the SDGs by 2030 and therefore the goals should be implemented based on national priority. It should be kept in mind that tobacco companies will always remain active so that the FCTC implementation should not be placed on Government's priority list. The anti-tobacco platforms should continuously work to bring the FCTC implementation issue on the national priority list and formulate a perspective national tobacco control programme which should aim at reducing the damages caused for tobacco use by 2030 to a desired level. Consequently, following the FCTC, to implement the existing law and filling up the loopholes of the law, annual targets should be set and their gradual implementation should be ensured.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate

২য় অধ্যায়
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

Chapter 2
Tobacco Company Interference

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ কি?

What is Tobacco company interference?

তামাক কোম্পানিগুলো একটি দেশের স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা দুর্বল করার কিংবা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সমুন্নত রাখে এমন সব নীতি বা অবস্থানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে বা কৌশলের আশ্রয় নেয় সেগুলোই তামাক কোম্পানির 'হস্তক্ষেপ' হিসেবে পরিচিত।[৩০] এই 'হস্তক্ষেপে'র অংশ হিসেবে তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগসমূহকে ব্যহত করতে তামাক কোম্পানি প্রতিনিয়ত অবস্থাভেদে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এসকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে।

এটি মনে রাখা জরুরি যে, তামাক কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং এজন্য শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করা। অন্যদিকে সরকারের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য রক্ষায় শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সুতরাং জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তামাক কোম্পানি এবং সরকারের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তামাক কোম্পানি কখনও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডার হতে পারে না।[৩১]

তামাকের বিষ মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে প্রমাণিত। তারপরও তামাকের ব্যবসা ও বিক্রি উভয়ই আইনগতভাবে বৈধ। পাশাপাশি বিশ্ব জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই পণ্যের ক্রেতা ও ভোক্তা হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দারুণ প্রভাবশালী। এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে মামলা-মকাদ্দমা, সরকার বা নীতি-নির্ধারকদের প্রভাবিত করা, আইনের বা তথ্যের অপব্যাখ্যা এবং বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোকর বা দুর্বলতা খুঁজে বের করে কাজে লাগানোর মধ্য

Tobacco company interference is the bunch of actions that the tobacco industry takes in order to obstruct the design and implementation of a health policy or promote policies or positions that uphold it commercial interests[30]. As part of the interference activities, the tobacco companies globally always try to drain the tobacco control initiatives both in covert and overt manner and spend required funds to implement the conspiracies.

It should be remembered that tobacco companies always aim at increasing profit by any means, and try to obstruct tobacco control policies in order to continue and expand their business smoothly. On the other side, the government is responsible to design and implement a stout tobacco control law that should protect the public health. Hence, the goals of the government and tobacco industry from public health point of view are conflicting; and thus the tobacco companies should never be considered as a stakeholder of any tobacco control policy, programme or initiative[31].

Tobacco is the only legal product that kills people. Tobacco companies across the globe are stronger in terms of economy and politics because a vast quarter of the world populations are tobacco consumers. Using the economic and political powers, the tobacco companies interfere and run their business internationally using various tactics including legal

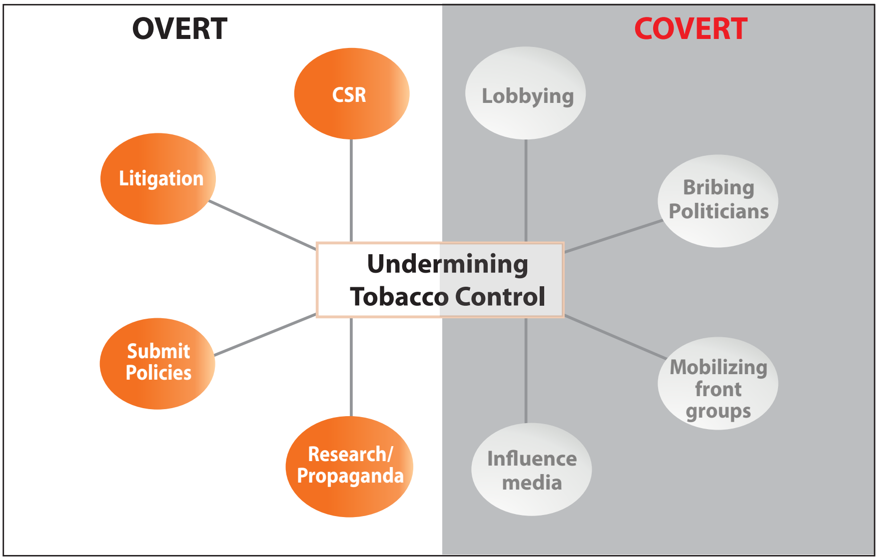

Tobacco industry's ploy to undermine tobacco control

দিয়ে সারাবিশ্বে একইসাথে তাদের হস্তক্ষেপ ও ব্যবসা সুচতুরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

তামাক কোম্পানিগুলো মৃত্যুর সওদাগর হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী তারা একটি ‘পজিটিভ কর্পোরেট ইমেজ’ এর সুবিধা উপভোগ করে থাকে। এই ইমেজ তৈরির অন্যতম একটি মাধ্যম তাদের ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা’ বা সিএসআর বিষয়ক কর্মকাণ্ড। ‘সামাজিক কর্মসূচির’ নামে তামাক কোম্পানিগুলো যে নানাভাবে তাদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে তার প্রমাণ মেলে তামাক কোম্পানিরই ভিতরকার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত-প্রতিবেদনে, যা ইতোমধ্যে জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে।[৩২] এই হস্তক্ষেপমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ নিরসনে পৃথিবীব্যাপী সরকারসমূহের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক সচেতনতার ইমেজ ভেঙ্গে দিতে কাজ করে যাওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়ে চলছে।

বহুজাতিক কোম্পানি হিসেবে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করতে একই ধরনের কৌশল অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে থাকে।[৩৩] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের উল্লেখযোগ্য কিছু কৌশল এখানে তুলে ধরা হলো (বিভিন্ন তথ্যসূত্র[৩৪,৩৫,৩৬] ও বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপস্থাপিত):

battle against the governments, influencing the lawmakers or high government officials, distorting information, finding loopholes of existing laws and using those and many more.

Although tobacco companies are the death merchants, they enjoy a 'positive corporate image' worldwide for their so called social responsibilities or CSR activities. Using the CSR label, tobacco companies continue their interference activities that is also proven by different internal documents of the tobacco companies that already have been made public[32]. Anti-tobacco bodies across the world are pressing the governments to eliminate tobacco company interference using the revealed documents. At the same time, they encourage the tobacco control advocates to expose the false images of social responsibilities of the tobacco companies.

As multinational companies, they repeat the same strategy internationally to impede planning and implementation of the tobacco control initiatives in order for upholding their business interest[33]. The following section represents the notable interference initiatives of the tobacco companies in different parts of the world (based on different information sources[34,35,36] and practical experiences from Bangladesh):

বুদ্ধিজীবী ও সুশীলসমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিকরণ

প্রতিপক্ষ এবং সমাজের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা-সেমিনার আয়োজন

ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণ

লবিং

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ

তামাক কোম্পানির ব্যবসা সহায়ক নীতির পক্ষে প্রচারণা

আইন সংশোধন বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রদান

অকার্যকর আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করা

রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ

নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অর্থায়ন

তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করার হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি ও অন্যান্য দলিলাদি ব্যবহার

সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থায়ন

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তে সরকারের সাথে স্বতপ্রণোদিত চুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া

গবেষণায় অর্থায়ন, বৈজ্ঞানিক পরামর্শক নিয়োগ

তামাকের পক্ষে তথ্য-উপাত্ত তৈরিতে অর্থায়ন (যেমন: গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে)

পক্ষপাতমূলক গবেষণা তথ্য ফলাও করে প্রচার

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব ও তামাক নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ক তথ্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন

তথ্য বিকৃত করা

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপসমূহকে চ্যালেঞ্জ করা

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়াকে নিরুৎসাহিত করতে নানারকম অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচারের পাশাপাশি জনসমক্ষে তামাক কোম্পানির পক্ষের যুক্তি তুলে ধরা

স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি ও ব্যবহার

বিভিন্ন খাতের লোকদের নিয়ে এলায়েন্স বা ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি যেমন: হোটেল-রেস্তোরাঁ শ্রমিক, খুচরা বিক্রেতা, প্রচারণা সংস্থা, ধূমপায়ীর অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক সংগঠন, তামাক চাষী

তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের (যেমন: আইন প্রণয়ন, তামাকপণ্যে করারোপ, ইত্যাদি) বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে এসব গ্রুপকে মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার

মামলা-মকদ্দমা

তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দুর্বলকরণে আইনি লড়াই চালানো

Gather civil society members and scholars

Arrange seminars and meetings with civil society members and scholars to observe the opposition and prevailing society trends

Plan future actions to fight challenges ahead

Lobbying

Interfere on policy making process

Promote pro-tobacco policies

Place law amendment proposals

Encourage formulation of ineffective law

Creat Political pressure

Fund electoral campaigns

Use international treaties and documents as tools to challenge tobacco control policies

Sponsor government activities to derive help from government officials

Prioritize voluntary agreement with government in place of effective tobacco control law

Fund research and hire scientific consultants

Fund creation of pro-tobacco facts (sponsor researchers, organizations or universities)

Publicize biased research findings

Twist data on detrimental effects of tobacco on health and economy

Distort information

Challenge the government steps on tobacco control

Discourage government's initiatives on tobacco control by filtered information and defending Tobacco industry in public

Create and utilize Front groups

Use people of different sectors including restaurant workers, retailers, advertising agencies, smokers' rights associations, tobacco farmers and other such groups as front groups

Utilize these groups as spokespersons to oppose tobacco control measures like tobacco control law formulation and taxation

Lawsuit

Lodging court cases in order to weaken tobacco control initiatives

হুমকি প্রদান

তামাক নিয়ন্ত্রণের নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক নীতি প্রণেতাদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ ও হুমকি দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা

জনসেবা ও কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি

গ্রহণযোগ্যতা বা আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্প-কলা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক কার্যক্রমে সহায়তা এবং এসব কার্যক্রমে নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করা

তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়িত্ববোধের' ইমেজ তুলে ধরার লক্ষ্যে তামাক উৎপাদনকারী এলাকাতে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন

মিডিয়াতে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার

জনসংযোগ, গণমাধ্যমকে ব্যবহার

জনসাধারণের মতামত অথবা আকাঙ্ক্ষা বিকৃতভাবে উপস্থাপন

কোম্পানির পক্ষে অবস্থান তৈরিতে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে ব্যবহার (যেমন: গেটকিপার, এডিটরদের প্রমোদ ভ্রমণ, উপহার, গণমাধ্যম পুরস্কার, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি)

স্বাস্থ্যনীতিকে হেয় করে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর ধারণা গণমাধ্যমে প্রচার করা (যেমন: 'পাবলিক প্লেস' না বলে 'প্রকাশ্যে' ধূমপান নিষিদ্ধ বলা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বেশিরভাগ ধারাই বাস্তবায়নযোগ্য নয় ইত্যাদি)

চোরাচালান

করনীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনাসমূহ অবমূল্যায়ন অথবা দুর্বলকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ

আইনের ধারা অমান্য বা ভঙ্গ করা, দুর্বলতা কাজে লাগানো

আইনের ফাঁক-ফোকর কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ

তামাকপণ্যের প্রচারণা অব্যাহত রাখতে আইনের বিভিন্ন ধারা বিকৃতভাবে উপস্থাপন ও ব্যবহার

Threatening

Assault and threat tobacco control community and policymaking leaders in person to undermine their activities and create false impression about their work

Social services and CSR

Assists in arts, culture and social services and involve policymakers in those activities only to be trustworthy

Provide funds on different welfare projects to create a 'socially responsible' image

Extensively promote CSR projects in mass media

Public relation and using mass media

Distort public opinion

Offering perks (such as pleasure trips for the gatekeepers, editors, media award etc.) to media people for creating pro-tobacco environment

Airing/ publishing misleading ideas to undermine health policies (such as altering the meaning of `public place' with 'open space', saying that most of the sections of tobacco control law are not implementable etc.)

Smuggling

Undertake programs to weaken policies on taxation policies

Law violation, exploiting loopholes

Undertake programs to utilize the loopholes of obacco control law for obstructing its implementation process

Falsify articles of tobacco control law for continuing tobacco promotion

Source: http://sdhammika.blogspot.com/2012/01/wolves-in-sheeps-clothing.html

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবেলায় এফসিটি ধারা ৫.৩

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনসহ অন্যান্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় এফসিটিসিতে ৫.৩ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ধারায় চুক্তিভুক্ত দেশসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ সংরক্ষণ করবে মর্মে উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারসমূহের উদাসিনতার কারণে তামাক কোম্পানির এসংক্রান্ত অপতৎপরতা মোকাবিলা সম্ভব হয়না। উল্লেখ্য, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবেলায় এফসিটিসি ৫.৩ ধারা প্রধানতম হাতিয়ার হলেও বাংলাদেশ সরকার এই বিধানের আলোকে এখন পর্যন্ত কোন নীতিমালা প্রনয়ণ করেনি, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

FCTC Article 5.3 to combat tobacco company interference

The article 5.3 was included in the FCTC to combat tobacco company interference on tobacco control law and other tobacco control initiatives. The section orders the signatory parties to protect the tobacco control policies and measures from the business and other interest of the tobacco companies but many of the governments become unable to prevent the ill tactics of tobacco companies for their negligence. Notably, the article 5.3 of FCTC is one of the greatest tools to battle tobacco company interference but the government of Bangladesh is yet to formulate any policy based on this guideline which is frustrating indeed.

BATB attempts manipulating High Court verdict on tax evasion by British High Commissioner in Bangladesh

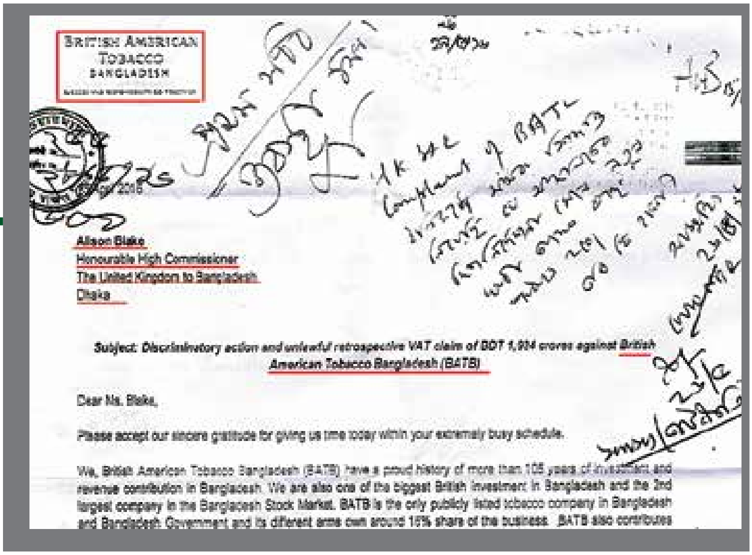

BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH

Alison Blake
Honourable High Commissioner
The United Kingdom to Bangladesh
Dhaka

Subject: Discriminatory action and unlawful retrospective VAT claim of BDT 1,924 crores against British American Tobacco Bangladesh (BATB)

Dear Ms. Blake,

Please accept our sincere gratitude for giving us time today within your extremely busy schedule.

We, British American Tobacco Bangladesh (BATB) have a proud history of more than 105 years of investment and revenue contribution in Bangladesh. We are also one of the biggest British investment in Bangladesh and the 2nd largest company in the Bangladesh Stock Market. BATB is the only publicly listed tobacco company in Bangladesh and Bangladesh Government and its different arms own around 15% share of the business. BATB also contributes

এফসিটিসির ধারা ৫.৩ এর কয়েকটি পরামর্শ

- সরকার এবং তামাক কোম্পানির মধ্যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব এবং বাধ্যবাধকতাহীন বা অবাস্তবায়নযোগ্য চুক্তি না করা
- সরকারের কোন কর্মকাণ্ডে তামাক কোম্পানির যেকোন ধরনের দান বা সহযোগিতা গ্রহণ না করা
- আইনগতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপের বিকল্প হিসেবে তামাক কোম্পানি দ্বারা প্রস্তাবিত কোন আইন বা নীতি অথবা কোম্পানি কর্তৃক স্বতপ্রণোদিত কোন আচরণবিধি গ্রহণ না করা
- তামাক কোম্পানিতে সরকার কিংবা সরকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিংবা জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কোন বিনিয়োগের সুযোগ না রাখা
- সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এফসিটিসি প্রতিনিধি দলে তামাক কোম্পানির কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকা

Some Recommendation of Article 5.3 of FCTC

- No partnerships, non-binding or non-enforceable agreements between tobacco industry and governments
- No contributions by tobacco industry to governments
- No tobacco industry-drafted legislation or policy, or voluntary codes as substitutes for legally enforceable measures
- No investments by governments or public officials in tobacco industry
- No tobacco industry representation on government tobacco control bodies or FCTC delegations

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
Tobacco company interference on GHW implementation: Bangladesh perspective

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও এর বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে বাংলাদেশে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরিভাগের ৫০ শতাংশ জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তামাক কোম্পানির দাবি অনুযায়ী তামাক পণ্যের প্যাকেটের নিচের অংশের ৫০ শতাংশ জায়গায় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী দেয়ার পক্ষে মত দেয় আইন মন্ত্রণালয়। ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি নথি স্বাক্ষর করে ব্যক্তিগত সফরে বিদেশ চলে যান আইনমন্ত্রী, বিষয়টি নিয়ে কোনো কথা না বলার জন্যই তার এই বিদেশ সফর।[৩৭] তবে আইনমন্ত্রীর অনুমোদনের আগেই অর্থাৎ, ১২ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ) ও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কর্তৃক মুদ্রিত মোড়কের নিচের ৫০ শতাংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সম্বলিত পোস্টার রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়,[৩৮] যা আইন মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। পাশাপাশি এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর পুরো সময় ধরে তামাক কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করে।

আইন মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর এর সাথে তামাক কোম্পানির সখ্য নতুন কিছু নয়। উল্লেখ্য, তামাক কোম্পানির পরামর্শ অনুযায়ী নানা যুক্তি, নানা অজুহাতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর বিধিমালা চূড়ান্ত করতে প্রায় দুই বছর সময় নেয় আইন মন্ত্রণালয়।[৩৯] ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর খসড়া বিধিমালা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়ার পর[৪০] বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ) এর প্রতিনিধিরা স্বাস্থ্যসচিবের সাথে বৈঠক করে এবং একই বছরের ১২ নভেম্বর একটি চিঠির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচিবকে বিধিমালা বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা ও এ সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাবনা পেশ করে সংগঠনটি।[৪১] প্রস্তাবনায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা পাসের পর ১৮ মাস সময় প্রদান এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্যাকেটের উপরিভাগের পরিবর্তে নিচে মুদ্রণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের দাবি জানানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তামাক কোম্পানির দাবি আংশিক মেনে নিয়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের সময় ৬ মাস থেকে বাড়িয়ে ৯ মাস করে খসড়া বিধিমালাটি ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে, ১২

The tobacco control law and its rules (2015) made it mandatory to print the GHW covering upper 50% space of all the tobacco packets from March 19, 2016. But ignoring the provision, the Ministry for Law has opined printing the GHW with health warning on lower 50% of the tobacco packets. The minister for law went in a foreign trip after signing the document over the issue on March 13, 2016 and the trip was planned to avoid consequences and commenting on GHW permission issue[37]. But before the approval from Law Minister, some posters were found across the country with the GHW and health warning on lower 50% space of the tobacco packets and the posters were printed by Bangladesh Cigarette Manufacturers' Association (BCMA) and British American Tobacco Bangladesh (BATB)[38] which questions all the activities of the Law Ministry. Besides, the National Board of Revenue (NBR) – the government body for revenue collection, also was biased to the tobacco companies during the entire period.

Intimacy among the Law Ministry, NBR and tobacco company is not surprising at all. It is important to mention that the Law Ministry took over two years to finalize the Rules for Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act 2005 (Amended 2013) by showing different excuses with the recommendations of tobacco companies[39]. After submission of the draft Rules on Health Ministry website on October 31, 2013[40], the BCMA delegates had a meeting with the health Secretary and also expressed concerns on some clauses of the rules and provided their proposal to the Health Secretary by issuing a letter on November 12 of the same year[41]. On the proposal, the BCMA demanded to allow 18 months to implement the GHW on tobacco packets

মার্চ ২০১৪ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ সচিব খসড়া বিধিমালার উপর আলোচনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এবং তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বৈঠক আয়োজন করে।[৪২] বৈঠকে তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে ১৮ মাস সময়ের পক্ষে আবারো নানা যুক্তি উপস্থাপন করে। এবং বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তামাক কোম্পানিগুলোকে এ বিষয়ে কারিগরি যুক্তিসমূহ লিখিত আকারে লেজিসলেটিভ সচিব বরাবর আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী বিসিএমএ ২৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে লেজিসলেটিভ সচিবকে একটি চিঠি প্রেরণ করে। আইন মন্ত্রণালয় তামাক কোম্পানির প্রস্তাব সমর্থন করে বিধিমালা ভেটিং না করে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কার্যকরের সময় ১৮ মাস নির্ধারণ করার সুপারিশসহ খসড়াটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠায়।[৪৩] স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে ৯ মাস সময় বহাল রেখে খসড়া বিধিমালা ভেটিংয়ের জন্য ২০১৪ সালের জুন মাসে পুনরায় আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। মূলত এরপর থেকেই শুরু হয় আইন মন্ত্রণালয়ের অযথা কালক্ষেপণ। বিধিমালা ভেটিং না করে নানা অজুহাতে সময় পার করতে থাকে আইন মন্ত্রণালয়। ২৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-বিএটিবি এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে।[৪৪] স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন প্রলম্বিত করাই ছিল ঐ সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য।[৪৫] পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিধিমালা চূড়ান্তকরণ বিষয়ে একাধিকবার নথি চালাচালি হলেও এ বিষয়ে দুই মন্ত্রণালয় একমত হতে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয় খসড়া বিধিমালায় আরো কিছু পরিবর্তন সুপারিশ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পুনরায় ফেরত পাঠায়।[৪৬] ফলে বিধিমালা পাস নিয়ে তৈরি হয় এক বিশাল অনিশ্চয়তা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ০২ ডিসেম্বর ২০১৪ তরিখে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বসে। বৈঠকে তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে আবারো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের জন্য ১৮ মাস সময় দাবি করা হয়।[৪৭] তামাক কোম্পানি এবং আইন মন্ত্রণালয়ের চাপে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের সময়সীমা ১০ মাস করার প্রস্তাব দিয়ে খসড়া বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। তবে সবশেষ আইন মন্ত্রণালয় এই

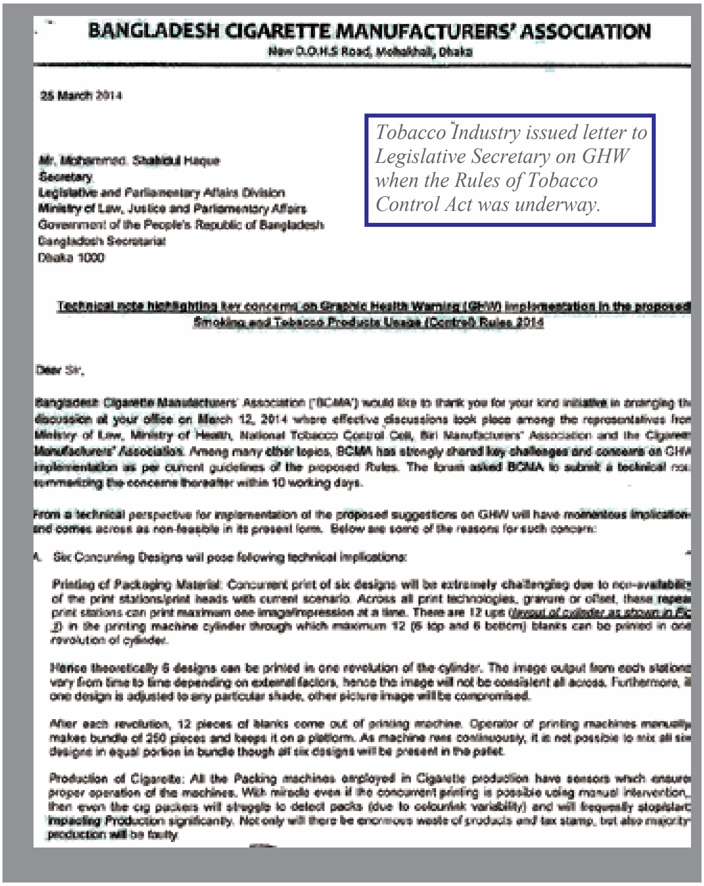

BANGLADESH CIGARETTE MANUFACTURERS' ASSOCIATION
New D.O.H.S Road, Mohakhali, Dhaka

25 March 2014

Mr. Mohammad Shahidul Haque
Secretary
Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat
Dhaka 1000

Technical note highlighting key concerns on Graphic Health Warning (GHW) implementation in the proposed Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Rules 2014

Dear Sir,

Bangladesh Cigarette Manufacturers' Association ("BCMA") would like to thank you for your kind initiative in arranging th discussion at your office on March 12, 2014 where effective discussions took place among the representatives from Ministry of Law, Ministry of Health, National Tobacco Control Cell, Biri Manufacturers' Association and the Cigaret Manufacturers' Association. Among many other topics, BCMA has strongly shared key challenges and concerns on GHW implementation as per current guidelines of the proposed Rules. The forum asked BCMA to submit a technical no summarizing the concerns thereafter within 10 working days.

From a technical perspective for implementation of the proposed suggestions on GHW will have momentous implication and comes across as non-feasible in its present form. Below are some of the reasons for such concern:

A. Six Concurring Designs will pose following technical implications:

Printing of Packaging Material: Concurrent print of six designs will be extremely challenging due to non-availabilit of the print stations/print heads with current scenario. Across all print technologies, gravure or offset, these repea print stations can print maximum one image/impression at a time. There are 12 ups (layout of cylinder as shown in Fi 2) in the printing machine cylinder through which maximum 12 (6 top and 6 bottom) blanks can be printed in one revolution of cylinder.

Hence theoretically 6 designs can be printed in one revolution of the cylinder. The image output from each station vary from time to time depending on external factors, hence the image will not be consistent all across. Furthermore, i one design is adjusted to any particular shade, other picture image will be compromised.

After each revolution, 12 pieces of blanks come out of printing machine. Operator of printing machines manually makes bundle of 250 pieces and keeps it on a platform. As machine runs continuously, it is not possible to mix all six designs in equal portion in bundle though all six designs will be present in the pallet.

Production of Cigarette: All the Packing machines employed in Cigarette production have sensors which ensure proper operation of the machines. With miracle even if the concurrent printing is possible using manual intervention, then even the cig packers will struggle to detect packs (due to colour/ink variability) and will frequently stop/start impacting Production significantly. Not only will there be enormous waste of products and tax stamp, but also majority production will be faulty.

Tobacco Industry issued letter to Legislative Secretary on GHW when the Rules of Tobacco Control Act was underway.

after passing the Rules and the images should be on the lower 50% of the packets. Partially acknowledging the demand, the Health Ministry extended time to implement the GHW on tobacco packs to nine months which was six months before and had sent the Rules to the Law Ministry for vetting. Later, the legislative secretary of the Law Ministry, on March 12, 2014, had arranged for a meeting over the issue with the participation of Health Ministry, National Tobacco Control Cell and tobacco company representatives[42]. In the meeting, tobacco company representatives again argued on extending time to 18 months with some excuses and according to the meeting decision, the tobacco companies urged to send the excuses in written to the legislative secretary of the Law Ministry. Accordingly, the BCMA submitted a letter to the legislative secretary on March 25, 2014. The Law Ministry had sent the draft to the Health Ministry without vetting and recommending the GHW implementation time by 18 months[43]. But the Health Ministry, without responding on the proposal, sent the draft Rules for vetting to the Law Ministry again in June, 2014 after nine months. In fact, the Law Ministry started wasting time after this event. A delegation of BATB met the Health Minister on July 23, 2014[44]. Actually, the representatives wanted to delay the GHW implementation through the meeting[45]. Later, both the Health and Law ministries exchanged documents but failed to reach any mutual agreement. After a certain stage, the Law Ministry sent back the draft to the Health Ministry with further recommendations [46]. Consequently, an uncertain situation was created on passing the Rules. To resolve the situation, the Health

Bangladesh Cigarette Manufacturers' Association (BCMA)

85, Suhrawardy Avenue, Baridhara, Dhaka-1212

২৩ ডিসেম্বর ২০১৫

জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
মাননীয় সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিল্ডিং নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

বিষয়: সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ) বাংলাদেশের সিগারেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে আসছে। বিসিএমএ সর্বদাই বাস্তবসম্মত এবং প্রয়োগযোগ্য আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এর সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে আইন মান্য করতে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্ব বোধ করি এ কারণে যে, ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন হওয়ার সময় হইতে আমরা সরকারের সাথে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। এরই ধারাবাহিকতায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য এতদসংক্রান্ত জটিলতা তুলে ধরে বিসিএমএ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়নের আগে থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে (সংযুক্তি ১ ও ২)।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ প্রবর্তিত হওয়ার পর বিসিএমএ সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল (CD) চেয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে চিঠি প্রদান করে। উক্ত চিঠিতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১৫-এর বিধি ৯(১)(চ) এবং মূসক আইন ১৯৯১ এর অধীন প্রণীত এস আর ও নং-২৪৭-আইন/২০০১/৩২৪-মূসক, তারিখ-০৩/০৯/২০০১খ্রীঃ এর মধ্যকার সাংঘর্ষিকতা তুলে ধরে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর অবস্থান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা স্পষ্টীকরণ ও দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ২৮ অক্টোবর ২০১৫, এবং ০২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এই বিষয়ে আরও তিনটি চিঠি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর দেওয়া হয় (সংযুক্তি ৩, ৪, ৫ ও ৬)।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশে, সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিসিএমএ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

Tobacco Industry sought permission issuing letter to Health Secretary to print GHW on lower side of tobacco packs.

সময়-সীমা আরও দুই মাস বাড়িয়ে তামাক কোম্পানিগুলোকে আইন বাস্তবায়নের জন্য ১২ মাস সময় বেধে দেয়।[৪৮] অবশেষে আইন সংশোধনের প্রায় দুই বছর পর ২০১৫ সালের ১৯ মার্চ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের জন্য ১৯ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সময় পায়। সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের সময় ০৬ মাস বাকি থাকতেই তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের সময় বাড়ানোর জন্য আবারো নানাধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকে। বিসিএমএ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানায়, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের জন্য ছবি চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টি তারা পত্রিকা মারফত (০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, দ্য ফ্যাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস[৪৯]) জেনেছে। তবে এসব ছবির ইলেক্ট্রনিক কপি তারা এখন পর্যন্ত হাতে পায়নি। কাজেই, যেদিন তারা এসমস্ত ইলেক্ট্রনিক ফাইল হাতে পাবে সেদিন থেকে পুনরায় ১২ মাস সময় প্রদান করতে হবে। একইসাথে মূসক আইন ১৯৯১ (ট্যাক্স স্টাম্প ও ব্যান্ডরোল সংক্রান্ত এসআরও) অনুযায়ী সিগারেটের প্যাকেটে ব্যান্ডরোল লাগানো ঠিক রাখতে প্যাকেটের নিচের অংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের দাবি জানানো হয়।[৫০] তবে এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ব্যবহার করে তারা রাজস্ব প্রদানের যুক্তিকে সামনে নিয়ে আসে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও সিগারেট

Ministry had a meeting with the tobacco company representatives. In the meeting, tobacco company representatives again demanded 18 months to implement the GHW on tobacco packets[47]. With the pressure from Law Ministry and tobacco company, the Health ministry sent the draft again to Law Ministry recommending to implement the GHW by 10 months. Finally, the Law Ministry set the law implementation deadline to 12 months for the tobacco companies[48]. At last, after two years of the law amendment, the Rules were published in Gazette on March 19, 2015. Now the tobacco companies got time to implement GHW by March 19, 2016. But before six months of the law implementation deadline, the tobacco companies started following ill tactics to extend the GHW implementation date. The BCMA issued a letter to the Health Ministry, on September 13, 2015, that it has come to know about the image finalization process on newspaper (The Financial Express on September 6, 2015[49]) but they did not get the electronic copy of the images to be published. So, again they should be allowed 12 months from the date they will get the images. By the same time, they demanded for printing the GHW

কোম্পানিকে প্যাকেটের নিচের ৫০ শতাংশ জায়গাজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের অনুমতি প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে দাবি জানায়। জোরালো ও অব্যাহত চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে আরও ৪টি চিঠি প্রদান করে। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে তামাক কোম্পানি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন করে। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্যাকেটের নিচের অংশে মুদ্রণসহ তামাক কোম্পানি উত্থাপিত প্রতিটি দাবির পক্ষে মত প্রদান করে। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের দাবি আরও জোরালো করতে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে দেশের একজন প্রথিতযশা আইনজীবীর সহায়তায় স্বাস্থ্য সচিব বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করে যেখানে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের দাবি জানানো হয়। কারণ তামাক কোম্পানি জানে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত তাদের পক্ষেই আসবে। তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো এই পুরো বিষয়ের উপর তাদের নজরদারি ও প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে। এছাড়া ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রভাবশালী সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বিষয়ে নিজের উদ্বিগ্নতা এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় (স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল প্যাকেটের পার্শ্বদেশে লাগানো) উল্লেখ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করেন।[৫১] স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল প্যাকেটের পার্শ্বদেশে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের পক্ষে মত দিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য নথি প্রেরণ করে। তবে আইন মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতামত আমলে না নিয়ে রাজস্ব আহরণের খোঁড়া যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোর দাবি অনুযায়ী প্যাকেটের নিচের অংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পক্ষে মত প্রদান করে। এভাবে বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনগুলোর অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপের কারণে তামাক কোম্পানিগুলো আইনের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটিয়ে হলেও নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে বাধ্য হয়।

on the lower part of the packets to comply with the VAT Act 1991 ((Tax Stamp and Band roll related SRO)[50] so that the band roll is attached rightly with the packets. But the tobacco companies had to change their strategies for the stringent anti-tobacco roles of mass media and anti-tobacco activists. They started highlighting the revenue collection problem with the GHW on upper 50% of tobacco packs. The NBR also demanded to the Health Ministry to allow tobacco companies to print the GHW on lower 50% spaces. To create a strong and continuous pressure on the Health Ministry, they also submitted four more letters. Besides, the NBR arranged for a meeting with the representatives of tobacco company and Health Ministry on November 15, 2015. At the meeting, the NBR provided biased opinion with the demand from tobacco company. To make the demands further stronger, the tobacco companies appointed a reputed lawyer, on December 23, 2015, to issue a letter to Health Secretary to solve the issue by admitting the opinions from the Law Ministry as the tobacco companies are aware that the Law Ministry opinion will favor them. Anti-tobacco platforms continued their reactions and monitored the entire events. Besides, the Inter-Parliamentary Union (IPU) chairman and influential MP, Saber Hossain Chowdhury[51] sent a letter to the Health Minister informing his concern over interference of tobacco company on the GHW implementation and solutions of the problem (attaching stamps and band rolls on the packet sides). The Health Ministry also recommended to use the stamps/ band rolls on the side of the packets and sent the draft to law Ministry for its opinion. But ignoring the Health Ministry recommendation, Law Ministry opined the same opinion underscoring the lame excuses of tobacco company – to implement the GHW on the lower 50% space of tobacco packets. Tobacco companies apply all their powers to hamper the GHW formulation and implementation passage in Bangladesh but for the brave attempts of mass media and immediate steps taken by the anti-tobacco organizations, they were compelled to print the GHW on tobacco packets though there were some alterations of the law.

BCMA published poster on GHW on the lower part of packs before Law Minister's approval

৩য় অধ্যায়
বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল

Chapter 3
Tobacco Company Ill tactics in Bangladesh

বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রম: একটি নিবিড় অনুসন্ধান
Child labor in Bidi Industry: an investigation

আইন অনুযায়ী বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রম ব্যবহার নিষিদ্ধ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশু অধিকার রক্ষা করবে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম অর্থাৎ শিশুর স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর অথবা ব্যাঘাত ঘটায় অথবা বিপদের আশঙ্কা আছে এমন সব কাজে যেন শিশুদের ব্যবহার করা না হয় তার ব্যবস্থা নেবে'।[৫২] উক্ত সনদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিশুদের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে।[৫৩] এ তালিকার চতুর্থ নম্বরেই রয়েছে বিড়ি ও সিগারেট কারখানার কাজ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন নং ১৮২ অনুসমর্থন করেছে। শিশু অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত এসব বিধি-বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিড়ি কারখানার মালিকেরা ঝুঁকিপূর্ণ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে শিশুশ্রম ব্যবহার করছে।

একটি বেসরকারি গবেষণা মতে দেশে মোট বিড়ি কারখানার সংখ্যা ১১৭টি[৫৪]। এসব কারখানায় তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৬৫ হাজার। কারখানাগুলোতে মাসিক ও বাৎসরিক মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৪০৫ ও ৪,৮৬২ কোটি শলাকা। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)[৫৫] এর গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে মোট বিড়ি কারখানার সংখ্যা ১৯৫টি এবং এ খাতে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৫ হাজার। যদিও কারখানার মালিকেরা তাদের নিয়োগকৃত গবেষক, লবিস্ট ও ফ্রন্ট গ্রুপের মাধ্যমে এ খাতে ২৫ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে বলে দীর্ঘদিন যাবত অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তবে তথাকথিত এসব গবেষক ও শ্রমিক হিতৈষীরা বিড়ি কারখানায় নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বলতে নারাজ! অথচ বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট, মিডিয়ায় প্রচারিত খবরাখবর এবং প্রজ্ঞার টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিমের সদস্যদের সরেজমিন বিড়ি কারখানা পরিদর্শন প্রভৃতি থেকে উঠে

Child labour in bidi industry has legally been banned in Bangladesh. Following the Section 32 of the UN Charter on Child Rights, 'States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.'[1] Based on the Charter, the Government of Bangladesh has introduced a list of 38 hazardous jobs and banned children engagement with those tasks[2]. Working at bidi and cigarette factory is on the fourth of the list. Besides, Bangladesh has ratified International Labour Organization (ILO) Convention no 182 in 2001 that deals with the hazardous child labour. Since the rules and policies regarding child rights are not enforced properly, bidi factory owners are deploying children in different stages of hazardous tobacco processing and bidi production.

According to a study, there are 117 bidi factories in Bangladesh[3] and about 65,000 workers are employed. They produce monthly and annually 405 and 4,865 crore sticks, respectively. The research of the National Board of Revenue (NBR)[4] shows that there are 195 bidi factories in the country and 75,000 workers are engaged with the factories, although the factory owners have long been publicizing fabricated information with their deployed lobbyists, researchers and front groups that there are around

এসেছে বিড়ি কারখানায় শিশুশ্রম ব্যবহারের ভয়াবহ চিত্র। এসব তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী বিড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নিয়োজিত অধিকাংশ শিশুর বয়স ৪ থেকে ১২ বছর[৫৬]। হারাগাছ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং কারখানার শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে হারাগাছে প্রায় ৩৫টি (যা দেশের মোট বিড়ি কারখানার প্রায় ৩০%) বিড়ি কারখানা চালু রয়েছে এবং এসব বিড়ি কারখানায় কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। উক্ত ৪০ হাজার শ্রমিকের ২০ হাজারই (৫০%) শিশু। বাকী ২০ হাজারের মধ্যে ১২ হাজার (৩০%) নারী এবং ৮ হাজার (২০%) পুরুষ। শিশুশ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে স্কুলে যায়, বাকিরা কখনই স্কুলে যায় না। কোমলমতি এসব শিশুরা জানেই না প্রতিনিয়ত তারা কি পরিমাণ স্বাস্থ্যঝুঁকি বহন করছে অথবা এ শ্রম তাদের কোন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয়দের মতে বিড়ি কারখানায় কাজ করা ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ায় বেশিদূর যেতে পারে না। পঞ্চম শ্রেণিতে গিয়েই অধিকাংশের পাঠ চুকাতে হয়। একইভাবে লালমনিরহাট জেলার সাংবাদিক এবং বিড়ি শ্রমিকদের সাথে আলাপে জানা গেছে এ জেলার ৯টি বিড়ি কারখানায় (যা দেশের মোট বিড়ি কারখানার প্রায় ৭.৭%) প্রায় ২১ হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছে, যাদের প্রায় ৭০ শতাংশই (১৪,৭০০) শিশু। বিড়ি তৈরির বিভিন্ন ধাপে নিয়োজিত এসব শিশুদের বয়স ৪-১৪ বছরের মধ্যে। সরেজমিনে এলাকার বেশ কয়েকটি বিড়ি কারখানা ঘুরে শিশুশ্রম ব্যবহারের এ সত্যতা মেলে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শ্রমিকদের ৬০-৭০ ভাগই শিশু। অন্যদিকে গৃহস্থালি পর্যায়ে বিড়ির খালি ঠোস বা শলাকা তৈরির সাথে যুক্ত শিশু শ্রমিকদের চিত্র আরও ভয়াবহ, এখানকার শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিকই শিশু।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শিশুরা সাধারণত বিড়ি তৈরির ৪টি ধাপ যথাঃ (১) বিড়ির খালি ঠোস তৈরি (২) খালি ঠোসে গুঁড়া তামাক ভরা (৩) তামাক ভরা ঠোসের মাথা মোড়ানো এবং (৪) বিড়ির প্যাকেট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কাজের মধ্যে ঠোস তৈরির কাজ গৃহস্থালি পর্যায়ে এবং বাদবাকি কাজ কারখানাতে সম্পন্ন হয়। সাধারণভাবে শিশুরা সকাল ৯টা থেকে

2.5 million workers currently working in bidi factories. The so-called researchers and lobbyists disagree to publish the exact number of child workers in the factories. But research, media reports and investigations by Tobacco Industry Watch Team at bidi factories have found shocking scenarios. It has been found that most of the children are aged from 4 – 12 years old[5] and are engaged in different stages of bidi production process. After discussions with Haragaach bidi labour leaders and bidi factory workers it has been uncovered that there are 35 bidi factories in the district, which represents 30% of the total bidi factories in Bangladesh and the number of bidi workers in the factories are about 40,000. Among them, half are children (50%). Among the rest, 12,000 are females (30%) and 8,000 are males (20%). Among the children, 15,000 regularly or irregularly attend school and the rest do not attend at all. The children are unaware about the health hazards or about their uncertain future for working with the bidi factories. According to the locals, the boys and girls who work in the bidi factories cannot cross the primary education boundary and majority of them drop out when they are at the fifth grade. Similarly, discussions with bidi labourers and the journalists of Lalmonirhat reveal that there are nine bidi factories in the district, which is 7.7% of the national total; there are around 21,000 labourers engaged with the factories, and 70% (14,700) of them are children aging from 4 – 14 years. The information has been validated through direct observations in some of the bidi factories of the region. Investigations have also found that 60-70%

দুপর ১২টা পর্যন্ত বিড়ি কারখানার কাজ এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত বাড়িতে ঠোস তৈরির কাজ করে থাকে। বাড়িতে তৈরি বিড়ির ঠোস কারখানায় নিয়ে তামাক ভরা এবং মাথা মোড়ানোর কাজ শেষ করে প্যাকেটজাত করা হয়। প্যাকেট তৈরির কাজ সাধারণত বয়স্করা করে, তবে শিশুরাও একাজ করে থাকে। শিশু শ্রমিকদের মজুরি প্রাপ্তির পরিমাণও খুবই নগণ্য। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা কাজ করলে একজন শিশুশ্রমিক গড়ে সাড়ে চার হাজার ঠোস তৈরি করতে পারে। প্রতি হাজার ঠোস তৈরির মজুরি গড়ে ৭.৫০ টাকা। একইভাবে কারখানায় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত একজন শিশু গড়ে ৫ হাজার বিড়ির মুখ মোড়ানোর কাজ করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রতি হাজারে গড় মজুরি ৭.৫০ টাকার বেশি নয়। অর্থাৎ দিনে একজন শিশুশ্রমিকের গড় মজুরি প্রায় ৩৫ টাকা। স্থানীয়দের মতে, বেশিরভাগ কারখানায় গড়ে ১২ দিন কাজ থাকে। সে হিসেবে একজন শিশুশ্রমিকের মজুরি বাবদ গড় মাসিক আয় মাত্র ৪২০ টাকা। দৈনিক হিসেবে এই আয় মাত্র ১৪ টাকা।

স্থানীয়দের মতে শিশুরা বিড়ি তৈরির কাজে একবার জড়িয়ে পড়লে সহজে বের হতে পারে না। অধিকন্তু বেশিরভাগ শিশুই তামাক সেবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা, তামাক সেবন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে বেশিরভাগ শিশুই মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার হয়। জীবন চলার শুরুতেই কোমলমতি এসব শিশুর শরীরে বাসা বাঁধে নানারকম অসুখ-বিসুখ। শিশু শ্রমিকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে তারা খুব ঘনঘন জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং সর্দি-কাশি প্রায় নিয়মিতই লেগে থাকে। কিছুদিন পর পরই মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, পেট ব্যথা, হাত-পা ব্যথা ও পাতলা পায়খানা প্রভৃতি অসুখে আক্রান্ত হয় তারা। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ব্রঙ্কাইটিস ও এজমা রোগে আক্রান্ত অনেক শিশু বিড়ি কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। হারাগাছ ৩১ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি হাসপাতালের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের সাথে আলাপ করে উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতা পাওয়া গেছে। মেডিকেল অফিসারের তথ্য মতে, হাসপাতালে যে পরিমাণ রোগী আসে তার অর্ধেকই এজমা আক্রান্ত বাদবাকিরা ঠাণ্ডা-কাশি, জ্বর ও অপুষ্টিজনিত অসুখসহ নানাবিধ অসুখে আক্রান্ত। তার মতে, এজমা রোগীদের বেশির ভাগই বিড়ি কারখানায় কাজ করে। রোগীদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নারী, ১০ ভাগ শিশু এবং ১০ ভাগ পুরুষ। শিশু ও পুরুষ রোগীদের প্রায় সবাই ধূমপান করে। শিশুদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে এধরনের অসুখে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে

of the labours are children in the factories, and the scenario is more alarming at domestic level where around 90 % of the children are engaged with bidi shells or sticks preparation.

Investigations have also found that usually children are engaged in the four stages of bidi production – (1) preparing empty bidi shells, (2) inserting chopped tobacco into the shells, (3) closing the shell tops, and (4) preparing bidi packets. Among the tasks, bidi shell preparation is done at household level and the remaining are in the factories. Usually children work in factories from 9am to 12am and make bidi shells from 4pm to 9pm at their residences. The bidi shells prepared at homes are taken to the factories for inserting processed tobacco and packaging. Although the adults are responsible to prepare the packets, children are also found participating in the process. Payment for the children to prepare bidi shells is very poor. A child, if works at a factory from 4pm to 9pm, can make in average around 4,500 shells and they are paid only Tk 7.50 per thousand shells. By the same way, a child from 8am to 12am can close on average around 5,000 shell tops and the wage is same, Tk 7.50 per thousand that means a child earns Tk 35 a day on average. Following the locals, in most of the factories there are 12 working days in a month, and accordingly a child can earn only Tk 420 in a month on average, i.e. Tk 14 a day.

The local people have informed that children cannot get out the bidi processing trap once they are involved and most of the children turn into tobacco users. Children also suffer from malnutrition as they work in the unhealthy environment for years, use tobacco and do not get balanced meals. They face different diseases in the very beginning of their lives. Discussion with the child workers unveils that they suffered from frequent fevers and coughs, and were very common. They also suffer from headaches, abdominal problems, diarrhea and muscle pain. Besides, chronic bronchitis and asthma affected children are becoming the worst sufferers for the unhealthy environment inside the bidi factories. A medical officer of Haragaach Government Hospital has acknowledged the issue and said that half of the patients who come to the medical suffer from cold, coughs, fever and malnutrition. The medical officer has also informed that most of the asthma patients work in the bidi factories and 80% of the patients are females, while 10% is children and remaining 10% is adult male. The guardians of the children said that they used the local pharmacies to get medication for their children

ওষুধ ক্রয় করে শিশুদেরকে খাওয়ান। মাসে গড়ে চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় ৩০-৪০ টাকা। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় চিকিৎসা বাবদ খরচ হওয়া এই সামান্য ক'টি টাকাও শিশু শ্রমিকদের খানার উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে।

শিশুশ্রমিক খানাগুলির আয়-রোজগারের চিত্র খুবই ভয়াবহ এবং অমানবিক। শ্রম বিক্রিই তাদের আয়-রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। আবাদি জমিজমা, গবাদিপশু এমনকি বসতভিটাও নেই অনেক খানার। বেশির ভাগ খানা প্রধানই বিড়ি শিল্পের কাজের সাথে যুক্ত, কোন কোন খানা প্রধান কৃষি/পরিবহণ শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। বিড়ি শিল্পের সাথে জড়িত শিশুশ্রমিক খানাগুলির মাসিক গড় আয় প্রায় ৩০০০ টাকা। ৫/৬ জন সদস্য বিশিষ্ট এসব খানার পক্ষে এই সামান্য টাকায় মাস পার করা রীতিমত অসাধ্য সাধন করার মতো। খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ (HIES-2010) এর তথ্যানুযায়ী ২০১০ সালে একটি ভূমিহীন খানার মাসিক গড় আয় ছিল ১১৪৭৯ টাকা, ২০০৫, ২০০০ ও ১৯৯৫/৯৬ সালে এটা ছিল যথাক্রমে ৭২০৩, ৫৮৪২ ও ৪৩৬৬ টাকা।[৫৭] অর্থাৎ দেড় যুগ আগে একটি ভূমিহীন খানার গড় আয় যে পরিমাণ (৪৩৬৬ টাকা) ছিল তার চেয়েও অনেক কম বর্তমান বিড়ি শ্রমিকদের খানার গড় আয়।

বিগত কয়েক দশকে প্রায় সবধরনের শ্রমজীবী মানুষের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি বরং প্রকৃত মজুরির মূল্যমানে তা খানিকটা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। ফলে খানাগুলি ক্রমবর্ধমান আয় ঘাটতির চাপ সামলাতে কোমলমতি শিশু-কিশোরদেরকে এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জরিপ 'ওয়েজ রেট অফ ওয়ার্কিং পুওর ইন বাংলাদেশ, ২০০৯-১০' এর তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিড়ি ও জর্দা তৈরির সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। বর্তমানে বিড়ি খাতে নিয়োজিত শিশুদের মজুরির চিত্র আরও ভয়াবহ, মাত্র ৩৫[৫৮] টাকা। তবে বিড়ি কারখানাগুলোতে সপ্তাহে যে পরিমাণ কাজ হয় সে হিসেবে একজন শিশুশ্রমিকের মজুরি বাবদ প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় থেকে দৈনিক গড় আয় বের করলে, শিশু মজুরির অমানবিক

in such cases and it costed around Tk 30 – 40 a month. Since they lack financial solvency, they even cannot bear the meager amount, which is a kind of burden for them.

The earning of households where children are the main sources of income is horrific, since selling labour is the only source of income and most of the households do not own any cultivable lands, livestock and even a small piece of homestead lands. Majority of the household members are engaged in bidi industry, and some of them are engaged as agriculture labourer, transport worker or petty traders. The households where child labourers for bidi factories live earn around TK 3000 on average a month. Meeting the costs of a household for a month with such scanty amount is almost similar to execute something impossible. Following the household income and expenditure survey (HIES 2010), a landless household earned Tk 11479 on average in 2010. The same was Tk 7203, 5842 and 4366 in the year of 2005, 2000 and 1995/96, respectively[6]. So, it is evident that earning of a landless household around one and a half decades ago are higher than what the bidi labourers are earning at present.

During the past few years, wage of all types of day laborers have increased significantly, but the wages of the bidi laborers have not been increased and it might have reduced a bit in terms of real wages. Therefore, to cope with income disparity, households are deploying their children to work at bidi factories. Survey of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 'Wage Rate of Working Poor in Bangladesh, 2009-10' shows that the wages of bidi

চিত্র পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। হিসেব অনুযায়ী এই আয় মাত্র ১৪ টাকা। এই টাকায় কি একটা ছোট্ট শিশুরও পেট ভরে? এভাবেই দারিদ্র্য আর অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করছে। মরণ ফাঁদে আটকে রাখছে জাতির এসব অবুঝ শিশু সন্তানদের।

and zarda industry workers are the lowest compared with any other sector in economy. Scenario of current wages of child labourer in the bidi factories is more terrible as they get only Tk 35[7] on average. The inhumane face of scanty wages to the children

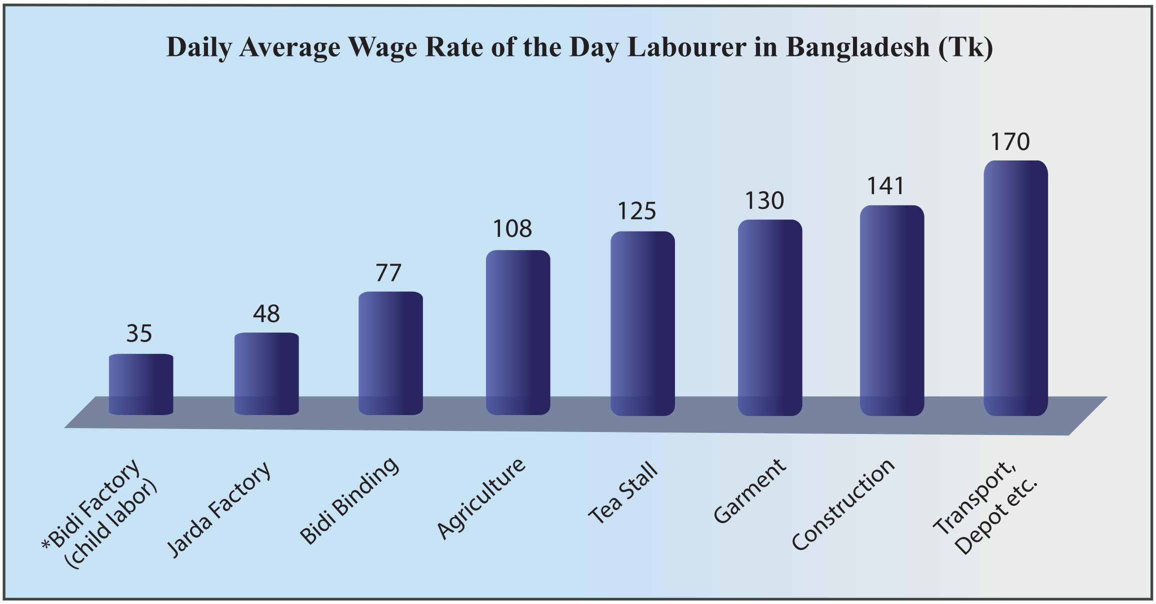

* *Based on Focus Group Discussions (FGDs) and Key Informant Interviews (KII) with bidi laborers at Haragach (Rangpur) and Khuniagach (Lalmonirhat).*

becomes clearer when the daily income distribution is calculated from the monthly average wage. According to calculation it is only TK 14 a day. Is this enough for a child to meet his/her daily needs? Tobacco companies are exploiting the poor and unaware people and children, and are entrapping the innocent kids with the death-traps.

কেস ১: মৃত্যুফাঁদে ডলারের শৈশব

ডলার, বয়স ১৪ ছুঁই ছুঁই। বিড়ি শিল্পের মরণ ফাঁদে আটকা পড়া এক দরিদ্র শিশু। হারাগাছ গফুর বিড়ি কারখানার পাশে গড়ে উঠা সারাই কলোনির ছোট্ট ঘরে খানার আরও পাঁচ পাঁচজন সদস্যের

Case 1: Dollar caught in deathtrap

Dollar is a boy of about 14. The poor kid is entrapped by the bidi industry's deathtrap. The malnourished boy lives with the other five family members at a small room beside Gafur Bidi factory in Haragaach. He studied in the first grade and could not continue like the other bidi factory child labours. To support his family, he started working at Aziz Bidi Factory at the age of seven. In the factory he is responsible for inserting tobacco in bidi shells, closing the shell tops and packaging bidi. He works from 8am to 4pm. Besides, he helps his mother and other family members in his house to prepare empty bidi shells. It is to be noted that the children who

সাথে মানবেতর ভাবে বেড়ে ওঠা এক অপুষ্ট শিশু। ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে সে। আর দশজন শিশুশ্রমিকের মতো বিড়ি কারখানায় কাজ শুরুর পর তার পক্ষেও লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই মাত্র ৭ বছর বয়সে সে আজিজ বিড়ির কারখানায় কাজ শুরু করে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কারখানার ভিতরে বিড়ির খালি ঠোঁসে তামাক ভরা, বিড়ির মাথা মোড়ানো এবং বিড়ি প্যাকেটজাত করতে হয় তাকে। এছাড়া বাড়িতে খালি ঠোঁস তৈরির কাজে মা, বোন ও ভাইয়ের পাশাপাশি সে নিজেও যুক্ত থাকে। উল্লেখ্য, ঠোঁস তৈরির সাথে সম্পৃক্ত শিশুদের বয়স সবচেয়ে কম, বেশিরভাগই ৫-৯ বছরের মধ্যে। ডলার জানায় তার বাবা বর্তমানে বিড়ি তৈরির সাথে যুক্ত না থাকলেও এক সময় বাবার কাজে সহযোগিতা করতে করতেই তার বিড়ি শ্রমিক হয়ে ওঠা। 'বাবার সাথে একটু একটু কাজ করতে করতে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে পড়ছি'- ডলার বলে। হারাগাছ এলাকার প্রায় সব শিশু শ্রমিক এভাবেই প্রথমে পারিবারিক শ্রমের অংশ হিসেবে ঘরে বসে অন্যান্য সদস্যদের সাথে বিড়ির ঠোঁস তৈরি করে তারপর একদিন বাবা-মায়ের হাত ধরে বিড়ি ফ্যাক্টরির অস্বাস্থ্যকর প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ে। সাত বছর যাবৎ ডলার বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে নিয়মিতভাবে কাজ করছে। সপ্তাহে সে ৩ দিন কাজ করে এবং প্রতিদিন ৬ হাজার বিড়ির ঠোঁস তৈরি, খালি ঠোঁসে তামাক ভরা, মাথা মোড়ানো এবং প্যাকেটজাত করার কাজ করে। ৬ হাজার বিড়ির জন্য মজুরি হিসেবে সে পায় ১৪৩ টাকা। এই ১৪৩ টাকার মধ্যে তার নিজস্ব মজুরি ১০৩ টাকা আর বাড়িতে বিড়ির ঠোঁস তৈরি বাবদ তার মা-বোন ও ভাইয়ের অংশ ৪০ টাকা। এই হিসেবে ডলারের সাপ্তাহিক গড় মজুরি আয় ৩০৯ টাকা এবং প্রতিমাসে সে গড়ে ১২৩৬ টাকা উপার্জন করে। খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ (HIES-2010) এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০১০ এ মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ছিল ২৫৫৩ টাকা, ২০০৫ এ ছিল ১৪৮৫ টাকা, ২০০০ এ ছিল ১১২৮ টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে এই ছিল ৮৩০ টাকা।[৫৯] ডলারের বর্তমান আয় ২০০৫ সালের জাতীয় মাথাপিছু আয় থেকে কম এবং ২০০০ সালের আয় থেকে একটু বেশি।

ডলারের চোখ-মুখ কেমন শুষ্ক, বয়স্কদের ভাঁজপড়া ত্বকের ছায়া এখনি ওর মুখাবয়ব জুড়ে। হাত-পা সরু পাট খড়ির মতো। ফ্যাকাশে ফোলা ফোলা ত্বক, কোন লাবণ্য নেই যেন। এখন সে প্রায়ই অসুখে পড়ে। মাঝে মাঝেই জ্বর আসে। কখনও কখনও হাত-পা ভীষণ ব্যথা করে, পাতলা পায়খানা হয়। সর্দি কাশি যেন তার নিত্যদিনের সঙ্গী। এজন্য সে কোন ডাক্তারের কাছে যায় না, নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খায়। পরিবারের লোকজনেরও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই, অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে এসব তাদের কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, টাকা। ক্ষুধা নিবারণের জন্য টাকা। সংসারের ঘানি টানতে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে এই ছোট্ট শরীর। সংসারে বাবার আয়-রোজগার যথেষ্ট নয়, আবাদি কোন জমিজমা নেই তাদের। ডলারের বাবা জানালেন, সংসারে ছেলের আয় যুক্ত হওয়ায় কোন রকম চলে যাচ্ছে তাদের। ডলারের আশা, অন্য কোথাও একটা কাজ জুটে গেলেই ছেড়ে দিবে বিড়ি কারখানার কাজ। তার স্বপ্ন সে একদিন এলাকার বাইরে গিয়ে কাজ শুরু করবে। অনেক টাকা রোজগার করবে, দূর করবে সংসারের অভাব।

ডলারের ধারণা আজিজ বিড়ি কারখানায় বর্তমানে ১৪-১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করছে, যার মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭-৮ হাজার (ছেলে শিশু ২-৩ হাজার এবং মেয়ে শিশু ৫-৬ হাজার)।

prepare shells are usually the younger ones aged from five to nine years. Dollar said that once he was an associate of his father at the bidi factory and gradually turned into a bidi worker. But his father is no longer continuing the work. Majority of the children in Haragaach start helping their family members in bidi processing as a part of helping parents. Consequently, they enter the unhealthy bidi factories. Dollar has been working at the bidi factory for seven years. He works thrice a week and prepares 6000 bidi shells a day. He earns Tk 143 for preparing 6000 sticks of bidi from the factory. His share is Tk 103 and the rest Tk 40 is for making bidi shells by his family members (sister, mother and brother). Thereby, he earns Tk 309 on average a week and Tk 1236 a month. Household Income and Expenditure Survey (HIES 2010) data shows that the monthly average (per capita) income of a person was Tk 2553 in 2010, Tk 1485 in 2005, Tk 1128 in 2000 and Tk 830 in 1995 – 96[8]. The current earning of Dollar is less than the average per capita income of the year 2005 and slightly higher than that of the year 2000.

Rough and pre-matured facing Dollar has skinny limbs. His complexion turns fade with no mildness. He frequently falls sick, suffers from fever, muscle pain and diarrhea. Coughs and colds are his regular companion. In such cases, he does not go to doctor rather takes medications from the local drug stores. Even his family members are not worried about his sickness. They have coped up with the situation. In fact, the family needs money more than anything to fill their hunger. So, they barely have any time to look over him. The premature body is being used as an earning source for his family. His father alone cannot bear all the expenses since he does not own any croplands to grow food crops. His father said that the family is being maintained with the additional earnings of his son. Dollar has a plan to leave bidi factory, if he gets a job elsewhere. He dreams to start working at another place someday to earn enough money to improve his family condition.

Dollar opined that there were around 14000 – 15000 workers at Aziz bidi factory and around 7000 – 8000 of them were children (two to three thousand are boys

অবশ্য স্থানীয়দের মতে, এ কারখানার প্রায় ৬০/৬৫ ভাগ শ্রমিকই শিশু। গবেষণা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ১৯৫টি বিড়ি কারখানায় ৭৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে। মোট শ্রমিকের অর্ধেকও যদি শিশু হয়,তাহলে সারা দেশে ৪২,৫০০ হাজার শিশু শ্রমিক ডলারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বিড়ি কারখানায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ কিন্তু সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় তামাক কোম্পানির মৃত্যুবিপণন কৌশলে প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

কেস ২: মুক্তার মুক্তি কিসে?

মুক্তা, বয়স ৯। হারাগাছ সাহেব পাড়ায় বসবাস। বাবা ট্রাক হেলপার। পরিবারের মাসিক আয় ২৫০০-৩০০০ টাকা। এই আয়ে ৫ জনের সংসার চলে না। মুক্তা ও তার বড় বোনকে তাই মায়ের সাথে বিড়ি তৈরির কাজ করতে হয়। মাত্র ৭ বছর বয়সই সে বিড়ির কাজ শুরু করে। সপ্তাহের বুধ ও শনিবারে সে মায়ের সাথে বিড়ি কারখানায় যায়। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কাজ করে। এ সময়ে সে ৫ হাজার বিড়ির মাথা মোড়ানোর কাজ করতে পারে যার মজুরি প্রতি হাজারে ৭ টাকা। মায়ের কাজের অংশ হিসেবে সে এই কাজ করে। মূলত তার মা সপ্তাহে ১৮,০০০ হাজার বিড়ি তৈরির অর্ডার পায়। বুধবারে জমা দিতে হয় ৯ হাজার এবং বাকি ৯ হাজার জমা দিতে হয় শনিবার। মুক্তার বোন ও মা বাড়িতে বসে ৪ দিনে এই ১৮,০০০ বিড়ির ঠোস তৈরি

and five to six thousand are girls). But the locals said that 60 – 65 percent of the workers of the factory were children. Research argues that 75,000 workers are engaged in 195 bidi factories across the country, and if half of the workers are children then there are 42,500 child workers who are leading inhumane and hazardous lives like Dollar. Child labour is prohibited in the bidi factories. Since there is no application of the policies, a significant portion of the future cohort of the country is being destroyed by the death selling traps of the tobacco companies.

Case 2: Bidi making chains Mukta

Mukta is a nine years old girl living at Saheb Para of Haragaach. Her father is a truck helper who earns Tk 2500 – 3000 a month. The earning is barely enough to maintain the five-member household expenses. So, Mukta has to make bidi with her elder sister and mother. She started bidi making when she was seven and started to go to the bidi factory in every Saturday and Monday with her mother. She works from 8am to 11am and locks around 5000 bidi shell tops. She gets Tk 7 per thousand. She is an assistant of her mother. Her mother receives an order of preparing 18,000 bidi a week and she produces 9000 bidis each Wednesday and Saturday. Her mother and sister makes 18,000 bidi shells in four days and fills tobacco in the shells, locks the tops and packaging is done when Mukta

করে। সপ্তাহের দুই দিনে (বুধ ও শনি) কারখানায় ঠোসগুলিতে তামাক ভরা, মাথা মোড়ানো এবং প্যাকেটজাত করার কাজ করে মুক্তা আর তার মা। এক সপ্তাহে এই ১৮ হাজার বিড়ির জন্য মুক্তার মা মজুরি হিসাবে কারখানা থেকে পায় মাত্র ৩৩০ টাকা যার মধ্যে মুক্তার আয় ৭০ টাকা। অর্থাৎ মজুরি থেকে তার মাসিক গড় আয় মাত্র ২৮০ টাকা। মুক্তা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়লেও নিয়মিত স্কুলে যায় না। দিনে দিনে রোগা হয়ে পড়ছে সে। জ্বর, কাশি প্রভৃতি কারণে তাকে মাঝে মাঝেই স্কুল ও কারখানার কাজ কামাই করতে হয়। এই কাজ করতে কেমন লাগে, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি মুক্তা। হয়ত প্রশ্নটাই তার কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে অথবা আগেও সে এ প্রশ্ন অনেকবার শুনেছে। কিংবা নিঃশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, তোমরা যাই বল মুক্তাদের মুক্তি হয় না !

কেস ৩: ছোট্ট কাঁধে সংসারের ঘানি, এ কেমন শৈশব!

লালমনিরহাট জেলার কালমাটির মণ্ডল পাড়ার শিশু শ্রমিক রোখসানা, বয়স ৮। ৫ বছর বয়স থেকেই মা শিউলি বেগমকে বিড়ির ঠোস তৈরির কাজে সহায়তা করে আসছে সে। বর্তমানে সপ্তাহে ৫-৬ দিন বিড়ির ঠোস তৈরির কাজ করে রোখসানা। তার মা সপ্তাহে ১০ হাজার ঠোস তৈরির অর্ডার পায়। রোখসানা তৈরি করে ৪ হাজার এবং বাকি ৬ হাজার ঠোস তৈরি করে তার মা। প্রতি হাজার ঠোস তৈরির মজুরি ৮ টাকা। এ কাজে রোখসানা সপ্তাহে আয় করে ৩২ টাকা এবং সে হিসেবে তার মাসিক আয় মাত্র ১২৮ টাকা। মা শিউলি বেগম বিড়ি কারখানার কার্ডধারী শ্রমিক নয়। উল্লেখ্য, লালমনিরহাট এলাকায় যেসব শ্রমিকের কার্ড নেই তারা বাড়িতে বসে চুক্তিভিত্তিক ঠোস তৈরি করে। এদেরকে চুক্তিভিত্তিক কাজে যুক্ত করে কার্ডধারী শ্রমিক। কার্ডধারী শ্রমিক বিড়ি কারখানা থেকে প্রতিদিন (১০-১৮ হাজার) যে পরিমাণ বিড়ি তৈরির অর্ডার পায় তার সবটা তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে, তারা চুক্তিভিত্তিতে ঠোস তৈরি করিয়ে নেয়। কার্ডধারী শ্রমিকরা বাড়িতে বাড়িতে ঠোস তৈরির উপাদান অর্থাৎ সাদা কাগজ ও আঠা সরবরাহ করে এবং ঠোস তৈরি শেষে নিয়ে আসে।

মায়ের ঠোস বানানো দেখে দেখেই একাজ শিখেছে রোখসানা। এখন অভাব তাড়ানোর দায়ভারও পড়েছে তার ঘাড়ে। রোখসানা এখন ২য় শ্রেণির ছাত্রী কিন্তু কাজের জন্য নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, এমনকি খেলাধূলার সময়ও নেই তার হাতে। গত তিন বছর ধরে এভাবেই চলছে রোখসানার শৈশব। তার মতো কয়েক হাজার শিশু নিয়মিত স্কুলে যায় না, অভাব নামক দানবের কাছে মাথা হেঁট করে কাজ করে চলেছে তারা। এ অবস্থার অবসান হবে কবে?

goes into the factory with her mother. Her mother receives Tk 330 for 18,000 bidi altogether and Mukta gets Tk 70 for her participation. She earns Tk 280 on average a month. Although she is in her second grade, she is irregular to school. Moreover, she has been becoming thin gradually and suffering from fever and coughs. At times she cannot attend school or the bidi factory for her sickness. When she was asked about how she felt in this job, she remained tight lipped. Might be the question was irrelevant to her or she was too familiar with the question that it is unnecessary for her to answer it. Whatever the fact is, such children are never unchained.

Case 3: Family shouldered on childhood!

Eight years old Rokhsana is a child labour from Kalmatir para under Lalmonirhat district. She is engaged with bidi shell preparation with her mother since the age of five. Currently she works five or six days in a week. Her mother gets order to prepare 10,000 bidi shells a week. She prepares 4,000 and the rest is done by her mother. They get Tk 8 only for preparing a thousand of bidi shells. Rokhsana earns Tk 32 a week on average and hence, Tk 128 a month. Her mother is a non-card holder of bidi factory. She works on sub-contract from the card-holding workers. It is the rule of the locality that the workers who do not possess cards will prepare bidi shells sitting at their residences under sub-contract arranged by the card-holders. Card holders get order to prepare 10,000 – 18,000 bidi a day. But since it is huge within tight timeline, they employ the non card-holders to make bidi shells on their behalf. The card-holders supply the shell preparing materials and a deadline, and later collect the shells when done.

Rokhsans has learnt bidi shell making from her mother. She is now responsible to help in the household income by her skills. Although a student of class two, she cannot attend school for the work. She even does not have enough time to spend for sports. She has been passing her childhood the same for the last three years. Thousands of children of the poverty-stricken households do not go to school. Isn't there any end of such situations?

রোখসানার বাবা দিনমজুর। সারা বছর নিয়মিত কাজ থাকে না। চাষাবাদের কোন জমিও নেই তাদের। বাবার অল্প আয়ে সংসার চলে না। যে কারণে মা ও মেয়েকে বাধ্য হয়েই বিড়ির কাজ করতে হয়। শিউলি বেগমের সাথে কথা বলে জানা গেল এই এলাকার বেশির ভাগ গরিব মানুষই বিড়ি তৈরির কাজে নিয়োজিত। যাদের নিজেদের চাষের জমি নেই, সহায়সম্পদহীন অথবা দিনমজুরিই যাদের একমাত্র সম্বল তাদের বেশির ভাগ মানুষই বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

কেস ৪: স্কুলে যাওয়া হলো না শুকির

শুকির বয়স ১১। দ্বিতীয় শ্রেণির পর আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। এখন সে বিড়ি কারখানার নিয়মিত শ্রমিক। প্রতিদিন ভোর ৫টায় চোখ মুছতে মুছতে বাবার সাথে বিড়ি কারখানায় যায় এবং কাজ শেষে বিকাল ৫টায় বাড়ি ফেরে। লালমনিরহাট জেলার কালমাটির বানিয়াপাড়ার ভেড়িবাঁধে শুকিদের বসবাস। শুকির বাবা কার্ডধারী শ্রমিক। কারখানা থেকে সে প্রতিদিন ১০ হাজার বিড়ি তৈরির অর্ডার পায়। প্রতি হাজার ২৪ টাকা হিসেবে ১০ হাজার বিড়ি তৈরির জন্য সে মোট পায় ২৪০ টাকা । ৮ টাকা হাজার চুক্তিতে বাইরের শ্রমিক দিয়ে ১০ হাজার ঠোস তৈরিতে তার খরচ হয় ৮০ টাকা। ঠোস তৈরির খরচ বাদ দিয়ে যে ১৬০ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাই শুকি ও তার বাবার দৈনিক আয়। তারা ১ মাসে গড়ে ২০ দিনের মতো কাজ পায়, যা থেকে তাদের মোট আয় হয় ৩২০০ টাকা এর মধ্যে শুকির আয় ৮০০ টাকা। শুকি সপ্তাহে ৫ দিন কারখানায় যায়। প্রতিদিন সে ৫ হাজার বিড়ির মাথা মোড়ায় যার মজুরি হাজারপ্রতি ৮ টাকা হিসাবে ৪০ টাকা। অর্থাৎ শুকির সাপ্তাহিক মজুরি থেকে আয় ২০০ টাকা যা মাসে দাঁড়ায় ৮০০ টাকায়। উল্লেখ্য, শুকির আয় অন্য যেকোন শিশু শ্রমিকের গড় আয়ের চেয়ে বেশি, দক্ষতা ও সপ্তাহে ৫দিন কাজের সুযোগ থাকাই এর প্রধান কারণ।

শুকির সাথে কথা বলার সময় তার বাবা মা পাশেই ছিল। মেয়ে বিড়ি কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে, স্কুলে যায় না এসবে কোন অনুতাপ নেই তাদের। বরং মেয়ে যে টাকা আয় করছে সেটা বলার সময় তাদের চোখে-মুখে দারুণ তৃপ্তির ঝিলিক দেখা গেল। তার স্কুলে না যাওয়া পরিবারের কাছে বড় কোন ঘটনা নয়, সে যে টাকা আয় করছে সেটাই তার পরিবারের কাছে অনেক বড়। কারণ, তার পরিবারও নিঃস্ব, সর্বহারা। নদী ভাঙনের ফলে সবকিছু হারিয়ে গত ৬ বছর যাবৎ ভেড়িবাঁধে বসবাস করছে। কোন জমিজমাও নেই তাদের। শরীরই একমাত্র সম্বল। বাবার একার আয় দিয়ে পাঁচ জনের সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণেই শুকিকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তার বাবা। তবে বিড়ি কারখানায় কাজ করতে গিয়ে শুধু স্কুলে যাওয়াই বন্ধ

Rokhsana's father is a day labourer. He does not have work throughout the year. He also does not have any croplands. His scanty income is inadequate to bear all the household expenses. So, he engaged his daughter in bidi making. Rokhsana's mother, Sheuli Begum, said that most of the locals were engaged with bidi production. Sheuli added that people especially who did not have any croplands, wealth or helpless, were integrated with the hazardous bidi factory.

Case 4: Shuki deprived of education

Eleven years old Shuki attended school till her second grade. Now she is a regular worker of a bidi factory. She lives with her family at Beribandh (embankment) of Baniapara under Lalmonirhat district. Shuki wakes up at 5am to go at the bidi factory with her father and returns at 5pm. She is ordered to prepare 10,000 bidi a day and is paid Tk 240. She gets Tk 24 per thousand bidi preparation. She spends Tk 80 to prepare one thousand of bidi shells by sub-contract and she with her father receives Tk 160 which is their actual income. They work around 20 days a month on average and earn around Tk 3200 of which Tk 800 belongs to her. She goes to bidi factory five days a week and locks around 5,000 tops of bidi shells. She receives Tk 8 per thousand. Her weekly average income is Tk 200 and Tk 800 a month. It is to be noted that her income is more than any other child as she is privileged with five-day working opportunity and her skills to prepare bidi.

She was accompanied with her parents during the interview. Her parents are indifferent to the unhealthy bidi factory environment and her absence at school. Rather, their shining faces expressed satisfaction for the additional income of their daughter. Once they were a solvent family. But they are to live on the Beribandh area after they lost their belongings by river erosion. They also do not have any land or livestock. It was difficult for her father to maintain the five-member family expenses alone. So, her father has engaged her in bidi factory. However, not only she had to stop schooling, her health is also weakening after she has engaged with bidi factory. In line with fever and coughs, she developed eye sight problems. Being poor, she could not consult a doctor. When asked about how long

হয়নি তার স্বাস্থ্যেরও বেশ অবনতি হয়েছে। জ্বর, কাশি ছাড়াও বেশ কিছুদিন থেকে শুকির দুচোখ ফোলা ফোলা এবং চোখ ব্যথা করে। টাকার অভাবে এখনো ডাক্তার দেখানো হয়নি । আর কতদিন শুকি বিড়ি কারখানায় কাজ করবে? উত্তরে তার বাবা জানায়, "শুকি যে টাকা আয় করছে তা ওর জন্যই সঞ্চয় করছি, ওর বিয়ের সময় তো টাকা লাগবে।" শুকির কাছে প্রশ্ন ছিল, "বিড়ি কারখানায় কাজ করতে তোমার ভাল লাগে?" ও চুপ করেছিল। কারণ ওর মা-বাবা কাছেই ছিল। শুকির মতো অনেক শিশু তাদের বেড়ে উঠা সময় ব্যয় করছে বিড়ি কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে। যে সময় ব্যয় হওয়া উচিত ছিল শিক্ষা ও খেলাধুলায় সে সময় চলে যাচ্ছে সংসারের আয়-উপার্জনের ঘানি টানতে।

কেস ৫: কারখানার অভ্যন্তরে

উৎকট ঝাঁঝালো গন্ধের তীব্রতা ভেদ করে কারখানার ভিতরে পা রাখতেই চোখে পড়লো এক অন্যরকম দৃশ্য। গুদামসদৃশ বিশাল ঘরের মেঝেতে শত শত কচি হাত একমনে কাজ করে চলেছে, কারো কোন দিক তাকাবার ফুরসত নেই। সারা মেঝে জুড়ে তামাকের গুঁড়া আর ধূলো-ময়লার আস্তরণ, ঘরময় দূষিত বাতাস। প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন জীবনি শক্তি খেয়ে ফেলছে। এরমধ্যে গোল হয়ে বসে কাজ করছে ২-৫ জনের এক একটা দল, এক একটি পরিবার সাথে বিড়ি তৈরির সরঞ্জাম। মায়ের পাশে আনমনে খেলা করছে অনেক দুধের শিশু, ঘুমিয়ে আছে কেউ কেউ চরম অনাদর আর অবহেলায়। মায়ের সাথে আসা এসব শিশুর বেশিরভাগের বয়স ৬ মাস থেকে ৪ বছরের মধ্যে। ভীষণ স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে বাধ্য হয়েই সারাদিন মায়ের সাথে থাকতে হচ্ছে তাদের। তামাকের গুঁড়া নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করছে অনবরত। কারো কোন বিকার নেই। অবশ্য কারখানা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্বিকার, '১৪ বছরের নিচে শিশুদের বিড়ি ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ নিষেধ' সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড প্রধান ফটকের সামনে সাটিয়ে দিয়ে খালাস, যেন শিশু অধিকার আইন পালন করে ফেলেছে।

she will work in the bidi factory, her father replied that all the earnings of Shuki have been being saved for her marriage in future. When Shuki was asked how she feels working in bidi factories, she remained silent as her parents were sitting next to her. Many of the children of the locality are spending their childhood in the hazardous environment of the bidi factories. The childhood that was supposed to be invested in sports and education, is being spent for maintaining their families.

Case 5: Inside the Factory

Acute sharp stench was filled in the air. Hundreds of tender hands were carefully working on the floor of a storehouse like space and they even did not have time to look around for the deadlines of finishing their respective tasks. The air, heavily polluted and filled with tobacco powder and dusts, was flying across the room and it appeared that life span was decreasing with each breath. In such a condition, teams were made consisting of 2-5 members sitting in a circle with bidi making materials. Usually household members were used to form teams. Many children were found sleeping on the floor aged from six months to four years with extreme negligence. The children are bound to stay at the factories for long hours until their mothers complete their tasks. Tobacco dusts were entering into their mouth and nose, which was a serious health threat, but nobody

চৈত্রের দাবদাহ, প্রায় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। টিনের ছাদ বেয়ে নামছে দগদগা গরম, কোন ফ্যান নেই। অনেকে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে কাজ করছে। কেউ কেউ উদাম শরীরে হাত চালাচ্ছে দিনের কোটা পূরণ করতে। খালি গায়ে থাকা শিশুদের হাড্ডিসার শরীর দেখে, মনের অজান্তেই স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করা শিশুদের সাথে এদের তুলনা মাথায় এসে পড়ে। কি নির্মম বাস্তবতা। সারা শরীরে তামাক গুঁড়ার আস্তরণ, শুষ্ক চোখ-মুখ। চোয়ালের হাড় জেগে উঠা। চোখদুটো গর্তে বসানো, নিস্প্রভ। শিশুর চাঞ্চল্য নেই ওদের চোখে-মুখে, যেন সংসারের সবার ভাত-কাপড়ের দায়ভার তাদের ঘাড়ে চাপানো।

কারখানার ভেতরে অনেক প্রশ্ন মনে আসলেও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ ছিল না। শুধু পর্যবেক্ষণ। তবে কারখানার (১/২ জন) কর্তৃপক্ষের পক্ষে টিমের ৭/৮ জনকে (স্থানীয় সাংবাদিকসহ) সামলানো সহজ ছিলনা। ফলে, কৌশলে কারখানার অভ্যন্তরে কিছু কিছু ছবি তোলা সম্ভব হয়েছিল। শ্রমিকদের সাথে কথা বলার জন্য কারখানার প্রধান ফটকের বাইরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। কাজ শেষে বের

seemed worried about the issue. However, the factory authority is also callous and has finished their responsibilities by showing a signboard on the main entrance that describes that entry of children under 14 is restricted in the factory. But they are paying no heed on the issue and believe that all their responsibilities to protect child rights are done by the signboard.

The temperature was around 39^{o} Celsius which was almost similar to a heat wave. Hot weather pouring down through the tinned (CI) roof inside the factory and there was no ceiling or table fan found inside. Most of them were wearing undershirts and even some were working on bare body to adjust with the weather and fill their daily quota. All of a sudden, a comparison between the malnourished, poverty-stricken children in the bidi factory and children living in modern and healthy environment hit the mind. It is the cruel reality of life. The children in the bidi factory were covered with tobacco dusts, their eyes dimmed and small, dried faces, boney bodies and limbs, absence of childish activities prevailed among them. Poverty has made them wasting their childhoods to bear their households for a little longer.

Despite having lots of queries in mind, there was lack of scope to ask the questions to someone inside the bidi factory. Only observation was the way to realize the real condition of living of the children and their families with the meager income in exchange of the hardest labour. However, the authority of the bidi factory (one or two members who were present at the factory then) could not control over the team of seven to eight members including two local journalists. The images attached herein were taken very trickily by the team. Interviews were taken after their permission sitting

হলে, অনুমতি নিয়ে রাস্তার পাশে কোন স্টলে অথবা বাড়িতে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। লালমনিরহাটে একটি বিড়ি কারখানার বাইরে ৩ সদস্যের এক শ্রমিক পরিবারের মা সদস্যর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল- কারখানায় এত শিশু, শুধুই কি অভাব? তার উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, অভাব তো আছেই কিন্তু বিড়ি কোম্পানির স্বার্থও কম নয়। শিশুদের সরু সরু আঙুল কোম্পানির খুব পছন্দ। বড়দের তুলনায় শিশুরা সরু আঙুল দিয়ে বিশেষ করে খালি ঠোঁস তৈরি ও তামাক ভরা ঠোসের মাথা মোড়ানোর কাজ খুব দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করতে পারে। এছাড়া শিশুদের সহজে পাওয়া যায় এবং পুর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় শিশুদের মজুরি মুল্যের চাহিদাও কম। একপর্যায়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে তার ৮ বছরের মেয়ে ও ১০ বছরের ছেলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানান, তার ছেলে গত তিন বছর ধরে কাজ করছে আর মেয়ে কাজ করছে দেড় বছর ধরে। মেয়েটি সারাবছরই নানারকম অসুখে ভোগে বিশেষ করে কাশি থাকে সবসময়। তার কাছে আরও জানা গেল মালিক পক্ষ কেন টিমের লোকজনকে কারখানার অভ্যন্তরে একটি বিশেষ ঘরে যেতে আপত্তি করেছিল। কারাখানার ওই ঘরের বেশির ভাগই শিশু শ্রমিক। তার কাছে আরও জিজ্ঞেস করা হলো কারখানার একজন কর্মকর্তা বললো এসব শিশুরা স্কুলে যায়, কিন্তু কিভাবে? টিমের কাছে উন্মোচিত হলো কাখানা কর্তৃপক্ষের এক নতুন চরিত্র। কারখানার মালিক পক্ষ বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে এসব বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, ভর্তি শেষ হলে প্রথম এক-দুইমাস যারা স্কুলে পড়ে তাদের সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে সে নিয়ম শিথিল হয়ে আবার বিড়ি তৈরির কাজ চলতে থাকে সারাদিন। স্কুলে নিয়মিত যায় এমন শিশুর সংখ্যা খুবই কম। এটি কোম্পানির এক ভয়াবহ কৌশল, শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি কিন্তু কাজ করে সারাদিন কারখানায়!

by roadside or at their respective residences. In Lalmonirhat, a three-member team of bidi workers from a household, where the mother was the team leader, was asked that if there was only poverty to let people allow their children to work in bidi factories. She precisely replied that poverty was a fact but the bidi factory owners also had some interest if child workers were engaged into their factories. The bidi company prefers thin fingers of the children as they could quickly and perfectly prepare the bidi shells and close the shell tops. Besides, children were available and less demanding than the adult ones. Turning emotional she said that her son, aged 10 years old, had been working for three years and her daughter, aged eight, had been working for one and a half years at the bidi factory. Her daughter suffered from different diseases, particularly coughing. She also said why the factory authority forbade us strongly entering into a particular room because most of the workers of the room were children. She was also asked about the schooling of the children and how that was possible. The question revealed a new face of the factory authority. The factory owner became active to admit the children in schools in the beginning of a year and allows them leave from 9am to 12am for attending classes. But after some days,

the rule becomes slacked and day-long bidi preparation continued like the other days of the year. Only a few children regularly attended school and this was a deadly tactic by the factory owner. All the children of the bidi factory were enrolled with school but passed their time in the bidi factory by making thousands of bidi!

উপসংহার

বিড়ি কারখানার অভ্যন্তরে শিশুশ্রমের ব্যবহার সত্যিই আশঙ্কাজনক। রংপুরের হারাগাছে ২টি এবং লালমনিরহাটের খুনিয়াগাছে ১টি মোট ৩টি বিড়ি কারখানা পরিদর্শন শেষে একথা নিঃসন্দেহে বলাা যায়। কারখানাগুলোতে কর্মরত অর্ধেকের বেশি (শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ) শ্রমিক শিশু, যাদের আনুমানিক বয়স ৪-১৪ বছরের মধ্যে। পর্যবেক্ষণ, বিড়ি শ্রমিকদের সাথে কথা বলা এবং ছবি বিশ্লেষণ করে বিড়ি কারখানায় শিশুশ্রম ব্যবহারের এ অনুপাত অনুমান করা হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা রুগ্ন এবং শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়, ফলে সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন। তবে স্থানীয়দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাথে এই সংখ্যাগত মূল্যায়নের সাযুজ্য রয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন এই অমানবিক শ্রম বন্ধ হোক এটাই একমাত্র প্রত্যাশা।

Conclusion

Child labour inside the bidi factory is really shocking. After visiting two factories in Haragaach, and one in Khuniagaach under Lalmonirhat district, the six-member Tobacco Industry Watch Bangladesh team has come to an agreeable decision about the use of child labour in the bidi factories of the districts. The team members' finding shows that over half of the bidi workers (60 – 65%) are children aging from 4 – 14. Observations, discussions with the bidi workers and analyzing the photos, the Tobacco Industry Watch Bangladesh team members have agreed about the ratio of child labour in the bidi factories. Since most of the children are malnourished, their actual age could not be known. But the Tobacco Industry Team evaluation is almost similar with the information gathered from the locals and secondary literatures on child labour. Whatever the statistics is, Tobacco Industry Watch Bangladesh wants the inhumane child labour on bidi factory to be stopped soon.

তামাক কোম্পানির মৃত্যুবিপণন কূটকৌশল ও আইন লঙ্ঘন
Tobacco company death marketing strategy and law violation

মৃত্যু বিপণন কূটকৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বাংলাদেশে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তামাক কোম্পানির প্রলুব্ধকরণ কার্যক্রম ও হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন বিধান নেই। এ সুযোগে কোম্পানিগুলো দেশব্যাপী তামাক ব্যবসা বাড়াতে নিত্যনতুন কূটকৌশল অবলম্বন ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নেও তারা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে আইন থেকেও আইনের কাঙ্খিত সুফল চোখে পড়ছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জনস্বাস্থ্য। এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩[৬০] অনুসারে সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে মর্মে বাধ্যবাধকতা থাকলেও বর্তমান আইনে তার কোন প্রতিফলন নেই। উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে এফসিটিসি অর্থাৎ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এ স্বাক্ষর এবং ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে। বেশকিছু দুর্বলতা থাকায় আইনটি ২০১৩ সালে সংশোধন করে যুগপোযোগী করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত আইনের আওতায় বিধিমালাও চূড়ান্ত করা হয়, যা ১২ই মার্চ ২০১৫ থেকে বাস্তবায়ন উপযোগী বা কার্যকর রয়েছে। তবে সংশোধিত আইন ও বিধিমালা অর্জন মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তামাক কোম্পানিগুলো নানা কূটকৌশল ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে

Tobacco Industry Death Marketing Strategy: Bangladesh Context

Although advertisement and promotion of tobacco products are prohibited and sponsorships are strictly controlled by the tobacco control law, there is no such act to control the alluring activities and interferences of tobacco company in the country.

As a result, to expand their business, the tobacco companies are adopting and continuing different ill tactics and aggressive activities across the country and also hampering the implementation of tobacco control law. Thereby, the desired outcomes of the tobacco control law are not seen and public health is being damaged. Following the FCTC Article 5.3[60], the government was supposed to formulate tobacco control policies being free from tobacco company interferences. Unfortunately, there is no such provision in the current law. Remarkably, the government signed on Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) in 2003 and to control tobacco production, usages, selling and advertisement, had formulated law in 2005. The law accordingly got amended in 2013 due to some loopholes. Later, the Rules for the amended law was

সংশোধিত আইন পাশের প্রক্রিয়া প্রায় দেড় বছর এবং আইন পাশের পর বিধিমালা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া প্রায় ২ বছর ঝুলিয়ে রাখে এবং এ পর্যায়ে তারা আইন ও বিধিমালার বেশ কিছু গুরত্বপূর্ণ অংশ বাতিল এবং কিছু কিছু জায়গা দুর্বল বা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী, ২০১৩)[৬১] এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী দেশে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ি প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার; বিনামূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিতরণ; দান, পুরস্কার বা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন; প্রেক্ষাগৃহ বা ওয়েব পেজে বিজ্ঞাপন প্রচার; গণমাধ্যমে প্রচারিত সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন; তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেট সাদৃশ্য অন্য কোন পণ্যের উৎপাদন, বিতরণ; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার; সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অধীনে ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে শুধুমাত্র পুরোনো যেসব সিনেমায় কাহিনীর প্রয়োজনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে তা প্রদর্শন করা যাবে। বিধিমালায়[৬২] বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়ে কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে “ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়” শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে। টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ অংশটি দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ শুরু হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে “ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়” শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। একইভাবে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া “ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়” শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

সর্বোপরি আইনের ৫ নং ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম “তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে। কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব তিন (০৩) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক (০১) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুন: পুন: একই ধরনের অপরাধ সংগঠন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সংক্রান্ত উপরে উল্লেখিত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে কেবল এফসিটিসি'র এ সংক্রান্ত আর্টিকেল ১৩ অনুসরণ করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির কার্যক্রম

finalized which has been in effect from March 12, 2015. But, the achievement of the amended tobacco control law and Rules was not so easy. The tobacco industry applied various ill tactics and hanged up the law amendment process for one and half years and also delayed the Rules finalization process for almost two years. During the period, they were able to annul some of the important provisions of the law and Rules and also altered and weaned some provisions.

Legal bindings on tobacco advertisement, promotion and sponsorship

Following section 5 of Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act 2005 (Amendment, 2013)[61], all types of advertisement and promotion of tobacco products have been prohibited and sponsorship has been strictly controlled. As per the law, all types of advertisement on print/ electronic media or by any other means, distributing tobacco products for free; donation, reward or sponsoring events; advertising on cinema halls or on web pages; using scenes of tobacco product consumption on cinema, drama or documentary, production and distribution of any product similar to tobacco product packet or wrappers and their distribution, advertising tobacco products on point of sales, using tobacco company name, sign, trademark, symbol against sponsoring corporate social responsibilities etc. are completely prohibited. However, based on some rules and conditions, tobacco consumption scenes could be used on the older cinemas with the necessity of plot. The Rules[62] have indicated that anti-smoking warning, “Smoking/ tobacco use causes death”, should be used on one fifth space of the entire screen by white font on black background. Regarding the case of telecasting cinemas on television, between the two advertisement break, it means after the first advertisement and beginning of the smoking scene and before the second advertisement which refers that after the ending of the part, an anti-smoking waring, “Smoking/ Tobacco Use Causes Death”, should be screened on the entire screen for at least 10 seconds. Similarly, if there are smoking scenes on cinema, the same procedure should be followed before the cinema begins, before and after the advertisement and at the end of the cinema and the anti-smoking warning, “Smoking/ Tobacco Use Causes Death” and it should last for 20 seconds in Bengali language.

Over all, the explanation of Section 5 has indicated that all the direct and indirect commercial activities

তথা হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গাইডলাইন আর্টিকেল ৫.৩ অনুসরণ করা হয় নাই। ফলে আইনি দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের মৃত্যু ব্যবসা দাপটের সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল

আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশব্যাপী তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তামাকের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকলেও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না থাকায় এবং আইনের এ সংক্রান্ত ধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো ক্রমশ আগ্রাসী হয়ে উঠছে। আইন লঙ্ঘন ও ব্যবসা বৃদ্ধির অভিনব কূটকৌশল ব্যবহার করে তারা নতুন নতুন তামাক ব্যবহারকারী সৃষ্টি তথা মৃত্যু ব্যবসা সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। দেশব্যাপী তামাক কোম্পানির আইন লঙ্ঘনের কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকপণ্যের প্রচারণা

আইন অনুযায়ী প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তামাকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ থাকায় তামাক কোম্পানি বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এই প্রচার-প্রচারণা চালানোর জন্য বাজারজাতকরণ খাতে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। যার প্রমাণ মেলে কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক রিপোর্টে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) গত পাঁচ বছরে ব্রান্ড বাজারজাতকরণ খাতে প্রায় ৩৩০ কোটি টাকা খরচ করেছে।[৬৩] সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশব্যাপী নানা কৌশলে তামাকের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। তার মধ্যে বিক্রয়কেন্দ্রে আগত ক্রেতাদের কাছে লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিতরণ; সিগারেটের ছোট ছোট সুদৃশ্য পোস্টার দিয়ে দোকান সজ্জিতকরণ; ছোট ছোট পোস্টার সুতায় বেধে দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখা; সিগারেটের প্যাকেট সদৃশ্য বড় আকৃতির ডামি দোকানে ঝুলিয়ে রাখা; ছোট আকৃতির স্টিকার দোকানে সাটিয়ে রাখা; নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট সম্বলিত সুদৃশ্য বোর্ড দোকানে ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি অন্যতম।

to promote tobacco use will be considered as "advertisement of tobacco products". If someone violates the rule, the penalty will be a simple imprisonment for a term not exceeding three months or a monetary fine which may extend to Tk 100,000 or both. If the person commits the same offence again, the penalties will be doubled.

To formulate law and Rules on tobacco product advertisement and promotion, only FCTC article 13 has been followed but article 5.3 to control the tobacco industry interference has not been followed. Consequently, tobacco companies are continuing their death business with power exploiting the loopholes.

Tobacco company ill tactics on violation tobacco control law

Tobacco companies are continuing their advertisement and promotional activities ignoring the law. Investigations have found that though tobacco advertisement and promotion are prohibited, lacking of complete ban on sponsorship and effective implementation of TAPS related other provisions of the law tobacco companies are becoming aggressive day by day. By applying newer ill tactics and by violating the law, they are expanding their death business and creating new users. Some of the nationwide law violation of tobacco companies are pointed below.

Tobacco advertisement at point-of-sales

Since tobacco advertisement is banned after the law on print/ electronic media, tobacco companies are conducting strong advertisements on point-of-sales, and for these advertisement, the tobacco companies are spending thousands of crores of money which is proved on the annual reports of the tobacco companies. Only British American Tobacco Bangladesh (BATB) has spent around TK 330 crores for its branding[63]. Investigations have also found that tobacco companies are running their advertisement with tricky measures. Among the measures, distributing leaflet, handbill etc. to the consumers, decorating the selling points with small posters, hanging small posters before the store, exhibiting large dummy cigarette packs on the stores, exhibiting boards on the stores with new cigarette brands etc. are notable.

Moreover, to attract the youths, advertising tobacco products with decorating colorful tobacco packets on the stores is another common strategy for tobacco

এছাড়াও তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্যের সুদৃশ্য প্যাকেট সাজিয়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালানো তামাক কোম্পানির পরিচিত কৌশল। সব কোম্পানিই সিগারেট বাজারকরণে এই কৌশল ব্যবহার করে থাকে। গ্রাম-গঞ্জ-শহর, চায়ের দোকান থেকে সুপার স্টোর সর্বত্রই এই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। এছাড়াও সিগারেটের প্যাকেট সম্বলিত সুসজ্জিত বোর্ড সাজিয়ে রাখার জন্য দোকানিকে এলাকাভেদে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে, এমন খবর পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। অথচ বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৫নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (ছ) অনুযায়ী বিক্রয়স্থলে যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপরও তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘন করে এধরনের কর্মকাণ্ড চালায়, কারণ ব্যবসা সম্প্রসারণে এটি খুবই কার্যকর কৌশল। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস ২০০৯) অনুসারে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৮.৪ শতাংশ বিক্রয়স্থলে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখে এবং প্রায় ৩২.১ শতাংশ মানুষ বিক্রয়স্থল ব্যতীত অন্য স্থানে সিগারেটের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা দেখে প্রভাবিত হয়।

companies and almost all the tobacco companies follow this technique. The law is being violated everywhere including in rural areas, cities and towns, tea stalls to superstores. The shop owners are also being provided with TK 500-600 (depends on locality) to exhibit the decorated boards on the stores and such information has also been found in newspapers. However, the rule of sub-section 1 under Section 5 of the tobacco control law, advertising of tobacco products at the point-of-sales by any forms is completely prohibited, and it is also a punishable offence. Yet the tobacco companies conduct such activities as this is an effective way to expand the business. Following Global Adult Tobacco Survey (GAS 2009), around 38.4% population of Bangladesh see the advertisements of tobacco products at the point-of-sales and 32.1% people become influenced by tobacco products advertisements in other places.

ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে তামাকপণ্যের প্রচারণা

আবুল খায়ের টোবাক্যো তাদের উৎপাদিত মেরিস ব্রান্ডের সিগারেট এবং আবুল বিড়ির প্রচারণার জন্য তৈরি করেছে বিজ্ঞাপনসহ মিউজিক ভিডিও। বিভিন্ন জনপ্রিয় দেশি-বিদেশি গানের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সিগারেট ও বিড়ির বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন হোটেল-রেঁস্তোরা, তামাক বিক্রয়স্থল এবং জনসমাগমস্থলে তামাক কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিরা ল্যাপটপ কিংবা ডিভিডি সেটের মাধ্যমে এসব ভিডিও প্রদর্শন এবং বিনামূল্যে সিগারেট প্রদানের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ব্রান্ডের সিগারেট কিনতে ভোক্তাদের উৎসাহিত করে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘন করে পণ্যের প্রচারণায় এ ধরনের উদ্ভাবনীমূলক অবৈধ প্রচারণার পথ বেছে নিয়েছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

Tobacco advertisement by video exhibition

Abul Khair Tobacco has produced music video with advertisement for promoting its brand - Marise cigarette and Abul Bidi. The advertisement of cigarette and bidi has been inserted in popular local and international songs. The representatives of the company show the videos in different public places like hotel, restaurant, point-of-sales and other places using their laptops and DVD sets, and also distribute cigarettes for free to inspire them in consuming the brand. According to the law, tobacco advertisement and promotion are banned and thus tobacco companies are following the innovative ways to advertise for their products which is punishable offence.

Toll-free call center for tobacco promotion

Multinational tobacco company, British American Tobacco Bangladesh (BATB) has initiated a toll-free call center to provide services on inquiry or allegations which is an indirect form of marketing for its products. A toll-free number combined with a Benson & Hedges logo has been pasted in different tobacco selling shops where the consumers can make phone calls for free to know about any issues with Benson & Hedges. The advertisement aims to

তামাকপণ্যের প্রচারণায় নতুন মাধ্যম ‘টোল ফ্রি কল সেন্টার’

পণ্য সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান কিংবা অভিযোগ জানাতে বিনামূল্যের কল সেন্টার সেবা চালুর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তামাকপণ্যের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি বিএটিবি। ‘বেনসন এন্ড হেজেস’ লোগো সম্বলিত একটি টোল ফ্রি নাম্বার বিভিন্ন সিগারেট বিক্রেতারদের দোকানে লাগানো হয়েছে যেখানে ক্রেতারা ‘বেনসন এন্ড হেজেস’ সিগারেট সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বিনামূল্যে ফোন করতে পারবেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের কাছে কৌশলে তাদের ব্রান্ডের প্রচার করা। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩-এর ধারা ৫ অনুযায়ী “তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা নিষিদ্ধ। প্রচলিত আইনে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডের বিধান রয়েছে।

তামাকপণ্যের বিপণন ফাঁদে তারুণ্য

ফিলিপ মরিস এর সিগারেট Bond Street এর প্রচার প্রচারণায় এসেছে এক অভিনব মাত্রা। Bond Street আদলে তৈরি টি-শার্ট ও ব্যাগ নিয়ে দল বেঁধে তরুণদের দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে কোম্পানিটি। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের কাছে সুকৌশলে তাদের ব্রান্ডের প্রচার করা। আকর্ষণীয় এ সজ্জা বিভিন্ন বয়সের মানুষের পাশাপাশি কিশোর ও তরুণদের আকৃষ্ট করছে মারাত্মকভাবে। পণ্যের প্রচার ও ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল অবলম্বন আইনত নিষিদ্ধ থাকলেও অবাধে চলছে এ ধরনের প্রচারণা।

সাইকেলের পিছনে মিনি বিলবোর্ডে চলে তামাকপণ্যের প্রচারণা

তামাক কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিদের সাইকেলের পিছনে স্থাপিত মিনি বিলবোর্ডে চলছে নতুন ব্রান্ড ‘জাভা ব্ল্যাক’ সিগারেটের

promote the brand technically among the commoners. But, according to Section 5 of the Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act (Amendment) 2013, “Advertising for Tobacco Products” which refers a ban on both the direct and indirect types of advertisement aimed to promote tobacco use. The existing law orders a penalty of a simple imprisonment for a term not exceeding three months or a monetary fine which may extend to Tk 100,000 or both. If the person commits the same offence again, the penalties will be doubled.

Youths trapped in tobacco marketing

Bond Street, a Phillip Morris International (PMI) cigarette brand has added an innovative dimension in its promotional activities. The PMI has engaged youths to market the product wearing attires similar to the cigarette brand packets which aims to reach and publicize the brand to the commoners trickily. This attractive look is attracting teenagers and youths seriously. Though such techniques are legally banned after the law, they are found almost everywhere.

বিজ্ঞাপন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাইকেলে এরূপ বিজ্ঞাপনের দৃশ্য দেখা গেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এসব সাইকেলে চড়ে বিক্রয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন স্থানে দোকানে-দোকানে সিগারেট পৌঁছে দিয়ে থাকে আর প্রদর্শিত হতে থাকে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন। দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

Mini billboard behind bicycles

The advertisement of Java Black, a new brand, is going on by the mini billboards set behind the bicycles of the sales representative. Such advertising is found in different parts of the country including Dhaka. Investigations have found that the sales representatives ride on the bicycles to deliver the cigarettes in the selling stores and tobacco advertisement goes on. Following the tobacco control law, conducting any commercial activities aiming to promote tobacco use both in direct and indirect form is completely banned and a punishable offence.

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে 'ব্রাইটন' ব্র্যান্ডের সিগারেট বিতরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢাকডোল পিটিয়ে স্কুল পড়ুয়াদেরকে রাস্তা থেকে ডেকে এনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ধূমপানের সুফল দেখানো হয় এবং এর বিনিময়ে প্রত্যেককে এক প্যাকেট করে সিগারেট ও কোম্পানির লেভেল যুক্ত খাবার সরবরাহ করা হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা ঝালকাঠিতে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানি তাদের ব্রান্ড 'ব্রাইটন' সিগারেটের প্রচারণা চালানোর সময় এই পন্থা অবলম্বন করে।[৬৪] এসময় কোম্পানির ফেসবুক পেজে যারা লাইক দিয়েছে তাদেরকে দুই প্যাকেট করে সিগারেট ফ্রি দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে আসা এসব শিশু-কিশোরদের রাস্তায় সিগারেটের প্যাকেট হাতে ধূমপান করতে দেখা গেছে। বিদ্যমান আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী বিনামূল্যে তামাকপণ্য বিতরণ এবং ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিগারেট প্যাকেটের আদলে ইলেকট্রনিক সামগ্রী তৈরি ও ক্রয়-বিক্রয়

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সিগারেট প্যাকেটের মোড়কের আদলে সুদৃশ্য কম্পিউটারের স্পিকার, রেডিও, মিউজিক প্লেয়ার সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা গেছে। দূর থেকে এসব ইলেকট্রনিক সামগ্রী অবিকল সিগারেটের প্যাকেটের মত দেখতে। তামাকের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকায় কোম্পানিগুলো এভাবেই সুকৌশলে পণ্যের প্রচারণা চালাচ্ছে। বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (চ) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিড়ি-সিগারেটের খালি প্যাকেটের বিপরীতে লোভনীয় পুরস্কার প্রদান

তামাক কোম্পানির লাগানো 'খালি প্যাকেট জমা দিন, পুরস্কার বুঝে নিন' এমন স্লোগান সম্বলিত রঙিন পোস্টার দেশের প্রত্যন্ত

Distributing Briton cigarette among students for free

With huge enthusiasm, by inviting school-going students from different regions in the country, the benefits of smoking were shown using projectors and in exchange of viewing, a packet of cigarettes and a foods pack covered with the tobacco company levels were distributed among them. Dhaka Tobacco company used this advertisement in the southern districts of the country to promote their brand - Briton[64]. During the advertisement, who had liked their facebook page were awarded with two packets of cigarettes for free. The kids who attended the programme were seen smoking in their way back to home. Following the tobacco control law Section 5 Sub-section 1 (b) and (d), distributing of tobacco product for free and advertising of tobacco products on web pages is completely prohibited and punishable offence.

Producing and selling electronic gadgets resembling cigarette packs

Using of computer speakers, radio, music players and other devices resembling tobacco packets have been found in several parts of Dhaka city and other remote areas of the country. The gadgets look like cigarette packets from a distant view. Since tobacco product advertisement is banned after the law, the tobacco companies are trickily advertising for their products. Based on the Section 5, Sub-

অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে। এসব পোস্টারে লেখা থাকে কোন নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেটের খালি প্যাকেট কতটি জমা দিলে কি কি আকর্ষণীয় পুরস্কার পাওয়া যাবে (যেমন: কতটি খালি প্যাকেট জমা দিলে মগ, কতটিতে বালতি, ছাতা বা মোবাইল ফোন)। সম্প্রতি, ঢাকা টোব্যাকো'র নতুন ব্র্যান্ড 'ব্রাইটন' সিগারেটের প্রচারণায় এ ধরনের পোস্টার হাটে-বাজারে অহরহ দেখা যাচ্ছে। আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (গ) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিগারেটের প্যাকেটের রং এর আদলে দোকান রঙিন

রাজধানী ঢাকার বেশ কয়েকটি এলাকায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট প্যাকেটের রং এর আদলে পুরো দোকানের রং করা হয়েছে যাকে বলা হয় 'কালার ব্র্যান্ডিং'। দুর থেকে দোকানগুলো দেখলেই বোঝা

যায় এটি কোন ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটের আদলে রং করা হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিপরীতে তামাক কোম্পানি এসব দোকান সাজিয়ে দেয়। আর এভাবেই কালার ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে চলে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা। অথচ আইন অনুযায়ী তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

section 1 (f), production, sale or distribution of products similar to tobacco product packets or containers is completely banned and punishable offence.

Attractive prize against empty packs

Some posters are found in remote rural areas in the present days with the slogan, "Submit empty packs and get rewards". The posters contain details of the prize- how many packets will be needed to be

rewarded (like how many empty packets will be needed to have mug, bucket, umbrella or mobile phone etc.). Recently, a poster on Briton, a Dhaka Tobacco brand, is found across the markets. Following the tobacco control law, Section 5, sub-section 1 (c), rewarding to promote tobacco use is completely banned and punishable offence.

Colorful shop resembling cigarette pack

Some of the stores have been decorated like the color of a specific cigarette in different parts of Dhaka city which is known as color branding. A distant view of the stores helps to identify that the store is resembled to any specific cigarette brand. It is known that the stores are decorated in exchange of filling up any specific sales target for the stores. By this way, advertisement for tobacco products go on with this color branding whereas all sorts of commercial activities for increasing tobacco use is completely banned and punishable offence.

Attractive prizes for sellers

Tobacco companies provide some attractive prizes to the sellers if they can reach the specific selling targets. The prizes contain wrist watch labelled with cigarette packet, wall clock, mobile phone, radio, desk calendar, lighter, T-shirt and many other attractive prizes. The prizes are awarded based on filling up the targets set by the tobacco company

বিক্রেতাদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান

তামাকজাত পণ্য বিক্রির লক্ষমাত্রা পূরণে তামাক কোম্পানিগুলো দেশব্যাপী বিক্রেতাদেরকে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার প্রদান করে থাকে। সিগারেটের প্যাকেটের লেভেল যুক্ত হাত ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, মোবাইল ফোন, রেডিও, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, লাইটার, গেঞ্জিসহ হরেকরকম পণ্য সামগ্রী পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় । কোম্পানির বেধে দেওয়া বিক্রয় লক্ষমাত্রা পূরণ সাপেক্ষে বিক্রেতাদেরকে এসব আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে যা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিগারেট বিক্রির বাক্স সরবরাহ

সিগারেটে প্যাকেটের আদলে তামাকপণ্য বিক্রির বাক্স তৈরী করে সরবরাহ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সুদৃশ্য এসব বাক্স বা ডালা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিক্রেতাদের তথ্যমতে, তামাক কোম্পানি বিনামূল্যে এসব বাক্স সরবরাহ করে। দেশি-বিদেশি সব তামাক কোম্পানিই তাদের উৎপাদিত সিগারেট বিক্রির শর্তে এধরনের বাক্স সরবরাহ করে এবং বিক্রেতাদের নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রিতে বাধ্য করে। এভাবেই রঙিন বাক্স প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশব্যাপী তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন চালিয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলো যা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি।

নাটক, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্রে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত নাটক, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্রে অহরহ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। এসব দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। একটি টিভি নাটকে 'মার্লবোরো' লেখা জ্যাকেট পরে অভিনয়ের নামে অভিনেতাকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের টিভি নাটকে ধূমপান নিয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট বা টিআরপির ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রথম ছয়টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত এক সপ্তাহের (১৭-২৩ জুলাই, ২০১৫) ৭৬ টি নাটকের মধ্যে ১০টি নাটকেই ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই ১০টি নাটকে মোট ৫২ বার ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কেবল একটি নাটকেই দেখানো হয়েছে ৩০ বার।[৬৫] আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

which is banned after the law and a punishable offence as well.

Distributing cigarette selling boxes

Tobacco companies are distributing cigarette selling boxes resembling the cigarette packets. Investigations have found that such boxes or trays have been distributed across the country including Dhaka. The sellers informed that the boxes are provided by the tobacco companies. They supply the boxes with the condition to sell only their respective brands and compel them to sell the specific brands alone. By this colorful boxes, the tobacco companies are advertising for their products which is completely illegal.

Smoking scene on drama, cinema, documentary

Drama, cinema and documentaries on electronic media frequently show the smoking scenes which is inspiring the youths of the country to smoke. An actor is playing his role on a television drama wearing a jacket titled Marlboro which is an advertisement for the brand. A study on smoking scenes on television shows that 10 of 76 dramas, aired in a week (17-23 July, 2015) has shown smoking scenes on leading six private television channels based on Television Rating Point (TRP). The 10 dramas have 52 scenes with smoking and among them, only a single drama shown such scene for 30 times[65]. After the Section 5, Sub-section 1 (e) of the tobacco control law, exhibition of the scenes of using tobacco products on drama, cinema or documentary on television, radio, internet, or stage, either produced or made in Bangladesh or abroad is banned and punishable offence.

BATB's afforestation program `Banayan'

সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে কোম্পানির প্রচারণা

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে তামাক কোম্পানিগুলো মূলত তাদের নাম, সাইন, ইত্যাদি প্রচার করে থাকে। সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট স্থাপন, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষা বৃত্তি, পরিবেশ বান্ধব চুলা সরবরাহ, চিকিৎসা সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি এসব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সমাজে ভালো ইমেজ তৈরি, নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করে সুবিধা আদায়, তামাকচাষ বৃদ্ধি প্রভৃতি তাদের আসল উদ্দেশ্য। বিএটিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যমতে[৬৬], গত ২০১৩ সালে সিএসআর খাতে ৩১ কোটি ৬৯ লাখ টাকারও বেশি খরচ করছে প্রতিষ্ঠানটি। আগের বছর প্রতিষ্ঠানটি এখাতে আরও বেশি খরচ করেছিল যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ৩ অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারেনা।

Company advertisement in guise of CSR

Basically tobacco companies promote their name and sign in the name of corporate social responsibility activities (CSR). The notable activities are solar plan project, pure water plant, tree plantation, eco-friendly oven, medial facilities etc. The key aim of the activities is to create a positive image on the society and influence the policymakers. Based on BATB's annual report[66], in 2013 it had spent over TK 31.69 crores for CSR activities. In the previous year, it had spent more which is worth around Tk 39.86 crores. Based on the Section 5, Sub-section 3 of the law, tobacco companies cannot use their organizational name, sign, trademark and symbol to run its social responsibility activities.

'জব ফেয়ার' এর নামে সিগারেটের প্রচারণা

তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করতে দেশের নামকরা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জব ফেয়ার' এর মোড়কে কোম্পানির লোগো সম্বলিত সুদৃশ্য হেল্প ডেস্ক ও বুথ স্থাপন করে মূলত সিগারেটের প্রচারণা চালানো হয়েছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ফিলিপ মরিস বাংলাদেশে তাদের নতুন ব্র্যান্ড 'মার্লবোরো গোল্ড' বাজারজাতকরণে এই কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়।[৬৭] রাজধানীর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি (ইউআইইউ), ইউনির্ভাসিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটি (ইডব্লিউইউ) ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটিতে (এআইইউ) 'জব ফেয়ারের' মোড়কে তামাকপণ্যের প্রচারণা চালায় কোম্পানিটি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, পর্যায়ক্রমে রাজধানী ঢাকার সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জব ফেয়ারের পরিকল্পনা আছে তাদের, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

Cigarette ads in guise of job fair

To attract the youths in smoking, basically advertisement of tobacco products has been done in some reputed private universities in the name of 'job fair', where they installed decorative help desk and booths. Multinational tobacco company, Phillip Morris International (PMI) applied this ill trick to market its new brand Marlboro Gold in Bangladesh[67]. Private universities like United International University (UIU), University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), East West University (EWU) and American International University (AIU) were used for this promotion. Investigations have found that they have planned for the job fair in almost all the other universities which is completely illegal.

হাসপাতালের ওয়েবসাইটে তামাক কোম্পানির প্রচারণা

চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকেও তামাক কোম্পানির প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত আয়েশা মেমোরিয়াল স্পেশালাইজড হাসপাতালের বিরুদ্ধে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। বেসরকারি এই হাসপাতালটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিএটিবি'র প্রতীক/লোগো প্রদর্শন বা প্রচারণা চালালে এসংক্রান্ত খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৬৮] বিরূপ সমালোচনার মুখে অবশেষে এ প্রচারণা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে তামাকের প্রচারণা

কনসার্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুণীদের মাঝে তামাকপণ্যের প্রচারণা তামাক কোম্পানির একটি স্বীকৃত কৌশল। বিএটিবি'র নতুন ব্র্যান্ড 'বেনসন এন্ড হেজেজ ফাইন কাট' এবং ফিলিপ মরিসের নতুন ব্র্যান্ড 'মার্লবোরো গোল্ড' এর বাজারজাতকরণের অংশ হিসেবে এধরনের কনসার্ট আয়োজন করতে দেখা গেছে। ঢাকার চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিএটিবি এবং ফিলিপ মরিস রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে (লাইভ-২ রক সিটি কনসার্ট) কনসার্ট আয়োজন করে।[৬৯,৭০] আইন লঙ্ঘন করে কনসার্ট আয়োজন করায় পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার মুখে কর্তৃপক্ষ কনসার্ট দুটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে আকিজ গ্রুপ তরুণদের তামাকপণ্যে আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। তবে অনুষ্ঠানের আড়ালে তামাকপণ্যের প্রচারণার বিষয়টি প্রকাশ পেলে বেশ কিছু অনুষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসন বন্ধ করে দেয় এবং তাদের জরিমানা করে।[৭১] বিদ্যমান আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (গ) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন বা ব্যয়ভার বহন সম্পূর্ণ বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ব্যাটল অব মাইন্ড প্রতিযোগিতার নামে তরুণ-তরুণীদের মাঝে তামাকের প্রচারণা

ডিসেম্বর ২০১৫ এ ঢাকার হোটেল রেডিসনে দেশের শীর্ষ ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৫'[৭২] এর গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় নিবন্ধনের জন্য উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে তার আগের কয়েক মাস দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গিয়ে 'রোডশো' করেছে বিএটিবি। তরুণ প্রজন্ম রক্ষার্থে তামাক বিরোধীরা এই অবৈধ অনুষ্ঠান বন্ধের দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি দিলেও শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ করা সম্ভবপর হয়নি। ব্র্যান্ড প্রমোশন, তরুণ

Tobacco company ad on hospital website

Tobacco companies are also conducting their advertisements on hospital websites and the allegation was proved as the evidence was found on the website of Ayesha Memorial Specialized Hospital, in Mokhali, Dhaka. This private hospital used the logo of BATB which was published on mass media and social networking sites[68]. Experiencing negative remarks, the hospital authority finally removed the advertisement from its website.

Tobacco ads masked with concert and cultural events

Advertising tobacco products among the university youths through concerts is a popular technique of tobacco industry. Such concerts have been organized for Fine Cut, a new brand for Benson & Hedges and Marlboro Gold- a PMI brand. BATB organized the show at the Bangabandhu International Conference Center and PMI organized Live -2 Rock City Concert at Ramna Engineers' Institute[69,70]. The organizing authorities had to defer both the concerts after the criticisms on newspapers and social networking sites. On the other side, Akij Group took initiative to popularize its tobacco products among the youths in several districts. But when the issue of tobacco products' advertisement was exposed, the local authority annulled the event and fined them[71]. The section 5, Sub-section 1 (c) of the law has declared any events or sponsoring events to advertise or promote tobacco and its usages is completely illegal and punishable offence.

Tobacco ads by Battle of Mind

BATB organized the grand finale of 'Battle of Mind 2015'[72] at hotel Radisson with the participation of students from top 18 universities in Dhaka. To inspire on registering with the campaign, BATB has arranged for Roadshows in different university campuses. Though the anti-tobacco activists issued letter demanding the closure of this event to protect the youths, those attempts were in vain. The death-marketing competition is annually held to

প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই প্রতিবছর এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বিএটিবি। উল্লেখ্য, গত ১২ বছরে (২০০৪-২০১৫) বিএটিবি কর্মসংস্থানের নামে প্রায় ১৮ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ১০০ জনকে চাকুরি দিয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা ও অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা। অথচ, দেশে বিদ্যমান আইন অনুসারে তামাক কোম্পানি এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে পারে না।

জনসমাগমস্থলে তামাকের প্রচারণা

তামাক পণ্যের প্রচারে কোম্পানিগুলো এখন নিত্যনতুন কৌশল গ্রহণ করছে। মেরিস সিগারেটের আদলে তৈরি ছাতা মাথায় দিয়ে প্রচার ও বিক্রয় প্রসারের কাজে আগ্রাসীভাবে মাঠে নেমেছে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি। নানা ধরনের উপহার সামগ্রী হাতে নিয়ে বিক্রয়কর্মীরা দলবদ্ধভাবে হাট-বাজারসহ বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে সিগারেট বিক্রি করছে। ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে বিনামূল্যে সিগারেট বিতরণ, খালি প্যাকেট জমার বিপরীতে উপহার সামগ্রী প্রদানসহ নানা ধরনের আইন বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা। উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী এধরনের কাজের জন্য অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দিগুণ হারে দণ্ডনীয় করার বিধান আছে।

জনসচেতনতার নামে তামাকপণ্যের প্রচারণা

তামাকপণ্যের প্রচার-প্রচারণা বন্ধে এখন কঠোর আইন রয়েছে। অন্যদিকে, আইন লজ্ঘন করে তামাকপণ্যের প্রচারণা চালাতে তামাক কোম্পানিগুলো নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে। জনসচেতনতার নামে চলছে তামাকপণ্যের জমজমাট প্রচারণা। আকিজ বিড়ির বিক্রয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ হয়ে আকিজ বিড়ি কিনে পুরস্কার জেতার প্রচারণা চালানোর সময় 'আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান, জনস্বার্থে- আকিজ কিং, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লি:', 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, জনস্বার্থে- আকিজ কিং, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লি:' এধরনের ব্যানার ঝুলিয়ে রাখে। বিড়ির প্রচারণা নয় বরং জনসচেতনতা তৈরি তাদের উদ্দেশ্য, এটিই তাদের মূল বক্তব্য।[৭৩] এভাবেই তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত আইন ফাঁকি দিয়ে পণ্যের প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

Send your kids to school, with the courtesy of Akij King, Akij Bidi Factory Ltd.

promote brands, inspire the youths in to smoking and influencing the policymakers. It is important to mention that BATB has secured job for only 100 candidates in the last 12 years (between 2004 - 2015) among the 18,000 applicants by organizing the completion whereas they have spent funds worth crores to promote the events. But following the law, tobacco companies cannot organize or patron such events.

Tobacco ads in public places

Tobacco companies are adopting various ill tactics to advertise their products. Recently Abul Khair tobacco company has started its aggressive marketing to promote Marise cigarette using umbrella that resembling Marise brand. Sales representatives are selling the brand with different gift items for the consumers in markets and other public places. To inspire the consumers, they provide gifts against empty packets and other illegal

activities. However, for such offences, the existing law orders a penalty for term of simple imprisonment not exceeding three months or a monetary fine which may extend to Tk 100,000 or both and the penalties will be doubled if the crimes are committed again.

Tobacco ads guised in public awareness

There is a strict law to ban tobacco advertisement and promotion but on the other side, the tobacco companies are adopting different tricky measures to promote their products. A strong publicity is going on in the name of public awareness. Sales representatives of Akij Bidi, advertise for their bidi to win prizes and by the same time they hang some banners for public awareness like – Send your kids to school, plant trees and save environment etc. with the courtesy of Akij King, Akij Bidi Factory Ltd. They opine that they do not want to publicize the bidi rather want to create public awareness[73]. Tobacco companies are advertising their products by such manners which are punishable offence after the tobacco control law.

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি

সীমিত আকারে হলেও সারাদেশে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিজ্ঞাপন-প্রচারণা বন্ধে ঢাকাসহ দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হতে দেখা যাচ্ছে। আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষও (ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য 'কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'রা) দেশব্যাপী অবৈধ তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ, ক্ষেত্র বিশেষে বিজ্ঞাপনে কালো কালি লেপনসহ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করছে এবং এসবে সাবধান হয়ে অনেকেই সেচ্ছায় তাদের বিজ্ঞাপনের উপকরণ সরিয়ে ফেলছে। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এতটাই বেপরোয়া (বিশেষ করে সুপার স্টোরগুলো) যে প্রথম দফা জরিমানা সত্ত্বেও পুনরায় আইন লঙ্ঘন ও জরিমানা গুনতে দেখা গেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটির সভা মোটামুটি নিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নেওয়া হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও তামাকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ। তবে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সহজ কাজ নয়। সংশোধিত আইন ও বিধিমালার ধারাগুলো বিশেষত তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা নিষিদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধানগুলো এখনও জনগণের মধ্যে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেনি। আইনের অন্যান্য বিধান যেমন: পুরোনো সিনেমার ক্ষেত্রে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের নিয়মাবলী, তামাকজাত পণ্যের প্যাকেটের গায়ে ছবিসহ সতর্কবাণী চালু, "পাবলিক প্লেস" ও "পাবলিক পরিবহনে" ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব, ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা 'স্মোকিং জোন' রাখার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অবশ্য পালনীয় শর্তাবলী, আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' এবং তাদের দায়দায়িত্ব , আইন অমান্যে শাস্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো কাগুজেই রয়ে গেছে। একইভাবে সতর্কতামূলক নোটিশে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" এবং ১৮ বছরের কম বয়সী কারও কাছে বা দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো জনগণের মাঝে অবহিতকরণ ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই বললেই চলে।

Photo Source: http://bdnews24.com

Overall tobacco control law implementation progress

The implementation of the amended tobacco control law has been started in the country to a small extent at least which is hopeful. Mobile courts are on to stop tobacco advertisements in Dhaka and other parts of the country and the law enforcing authorities (magistrate and other authorized officials) are removing the nationwide tobacco advertisements, coating the advertisements with inks and fining the individuals or organizations who are violating the law. Being aware of the issues, many of them are removing the tobacco adverts. But some of the organizations are so reckless (particularly the superstores) that they have been fined twice for violating the law. Besides, the district and sub district level meeting of taskforce committees are being held regularly and different attempts and campaigns are being taken to implement the tobacco control law and raise awareness on detrimental use of tobacco. But this is difficult to impellent the law among the huge population of the country. Some of the sections of the amended law regarding prohibition of advertisement and promotion of tobacco products and control of sponsorship have not been popularized among the people. Some other provisions like anti-smoking warning for older cinemas, initiating pictorial warning on tobacco packets, responsibilities of authority in ensuring smoking-free environment in public place and public transports, the responsibilities of authority on keeping designated smoking zone, the authorized officials for implementing the law and their responsibilities, penalties for law violation etc. have remained in black and white only. Besides, there are no notable advancements on popularizing the important sections like anti-smoking signage – Abstain from smoking, it is a punishable offence, selling of tobacco products to or by minors (age under 18) etc.

সম্ভাব্য করণীয়

তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা বন্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি যথেষ্ট শক্তিশালী। সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আইনটির মাধ্যমে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা ধীরে ধীরে কমে আসবে। অন্যদিকে তামাক কোম্পানিগুলোও তাদের পণ্যের বাজার ধরে রাখতে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করবে, যা বিদ্যমান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় দুটি করণীয় সুপারিশ করা যেতে পারে, **প্রথমত:** দেশব্যাপী তামাকপণ্যের অবৈধ প্রচার-প্রচারণা বন্ধে বিদ্যমান আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং **দ্বিতীয়ত:** তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে তামাক কোম্পানির যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ এর গাইডলাইনের আলোকে রাষ্ট্র যন্ত্রের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

এছাড়াও নিম্নলিখিত **সুপারিশগুলো** সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আমলে নিলে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা বন্ধ এবং তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনে তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হতে পারে:

সংশোধিত আইনের নতুন ধারাগুলো বিশেষত বিজ্ঞাপন-প্রচারণা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারাগুলো জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নিতে পারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। একইসাথে আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা 'কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'দের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, যা আইন বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে।

বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, ও স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সাথে আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে 'আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা' করতে পারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম নজরদারির আওতায় এনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দিতে পারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

শেষকথা

জনস্বাস্থ্য সবার উপরে- এ নিখাদ সত্য উপলব্ধি করে সরকারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। আগামী প্রজন্মকে তামাকের ছোবল থেকে রক্ষা করতেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি তামাকজনিত এ বিশাল ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু মোকাবেলার দায়ভার কেবল সরকারের একার উপর ছাড়লে চলবে না, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলকে এ বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

Suggestions

The current law is strong enough to stop tobacco products' advertisement and promotion and control sponsorship. If the law is implemented effectively, such ill activities of tobacco industry will be reduced gradually. However, the tobacco industries will also innovate new tactics to sustain their business which might not be controlled by the existing law. In such case, two recommendations could be placed, **firstly:** the effective implementation of the existing law to stop nationwide illegal advertisement and promotion of tobacco products, and **secondly:** respective state machinery will formulate and implement policies as per the FCTC article 5.3 guideline to control commercial interest of tobacco company.

Besides, if the government considers the following **recommendations**, it would turn beneficial to stop tobacco advertisement and promotion and would useful to control commercial activities of tobacco industry to promote tobacco use:

The health ministry could attempt to popularize the sections of the amended tobacco control law banning tobacco advertisements and promotions. Simultaneously, it could train up the relevant person with the law implementation or authorized officials to implement the law which will accelerate the law implementation.

The Health Ministry can hold inter-Ministry meeting like meeting with the Home, Information, Law and LGRD Ministries may prove effective in speeding up the implementation of the existing law.

Ministry for Social welfare, Finance, Commerce and Industry can provide instructions to the relevant organizations to monitor the CSR activities by the tobacco company.

Conclusion

Public health is on top and the government has to move ahead to control the tobacco use realizing the importance. The attempts should be continued to prevent the future generation from the clutch of tobacco. Besides, the responsibility to reduce the losses and death prevention is not alone for the government, private organizations, civil society, mass media and relevant others should paly active roles here.

বাংলাদেশে তামাক চাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল
Tobacco company aggression and ill tactics in tobacco farming in Bangladesh

ভূমিকা

তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন নীতিমালা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নির্দেশনা যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তামাকচাষে ঋণ প্রদান বন্ধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, তামাকচাষে ভর্তুকি মূল্যের সার ব্যবহার বন্ধে কৃষিমন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা এবং কৃষিসম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে ছোট-খাটো কিছু উদ্যোগ প্রভৃতি থাকলেও দুর্বল তদারকি এবং তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপের কারণে এসব প্রচেষ্টা থেকে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বরং তামাকচাষ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে। অন্যদিকে তামাকচাষের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে গণমাধ্যম ও তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণে একটি সামগ্রিক নীতিমালা গ্রহণ ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি জানিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষের খুব একটা টনক নড়ছে না। এপ্রিল ২০১৩ তে পাশ হওয়া সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত একটি ধারা সংযোজিত হলেও নীতিমালার অভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, আইনের ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে "তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে"। তামাকচাষ রোধে কোন নীতিমালা না থাকায় বিগত কয়েক দশকে অরক্ষিত কৃষকদের ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো আগ্রাসীভাবে তামাকচাষ বাড়িয়ে চলেছে।

Introduction

Having no policy to regulate tobacco cultivation in Bangladesh, the minor office orders such as decision to stop loan facilities in tobacco farming by Bangladesh Bank, ban on using subsidized fertiliser in tobacco farming by the Agricultural Ministry and some other disjointed initiatives by the Department of Agriculture Expansion (DAE) etc. are almost of no use. Weak monitoring system and strong interferences by the tobacco companies is increasing tobacco farming shockingly in Bangladesh. On the other side, the anti-tobacco advocates and mass media have long been demanding overall policies discouraging tobacco farming by pointing out the damages caused by it. However, the respective authority appears to turn deaf ear to the claims. Although a section has been added on the amended tobacco control law that was passed in April 2013 to discourage tobacco farming, the Section cannot be implied for the want of necessary guidelines. It is notable that the Section 12 of the amended tobacco control law says, "The government shall make necessary guidelines to promote for discouragement of producing and using tobacco products, and

সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগও অনেকটা হাতগুটিয়ে বসে রয়েছে, যেন তাদের কিছু করার নেই। ফলে সারা দেশে এই বিষাক্ত ফসলের আবাদ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা অর্থনীতি বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, পরিবেশ- প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে।

সাম্প্রতিক তামাকচাষ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে গৃহস্থালি ভিত্তিক তামাক উৎপাদনের ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও কোম্পানির প্রণোদনায় বাণিজ্যিকভাবে তামাক উৎপাদনের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। বাংলাদেশে তামাক শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের হাত ধরেই ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিকভাবে তামাকচাষ শুরু। মূলত ৬০ এর দশক থেকে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই তামাকচাষের সম্প্রসারণ শুরু। পরবর্তী কয়েক দশক তামাক কোম্পানির অব্যাহত আগ্রাসনে তামাকচাষ আজকের এই ভয়াবহ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সূত্রানুযায়ী দেশে ২০১৪ সালে ১০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে, আগের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে যা ছিল ৭০,০০০ হেক্টর।[৭৪] অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ৩৮,০০০ হেক্টর নতুন জমি তামাক চাষে যুক্ত হয়েছে। তবে, তামাকচাষের এ পরিসংখ্যান পূর্ণাঙ্গ নয়। কেবল তামাকচাষের হটস্পট বা ঘাঁটিগুলোয় (কুষ্টিয়া ৪০ হাজার হে., বান্দরবান ২৮ হাজার হে., লালমনিরহাট ও নীলফামারী ৩০ হাজার হে. এবং রংপুর ১০ হাজার হে.) আবাদকৃত জমি নিয়ে এই হিসাব তৈরি করা হয়েছে।[৭৫] আবাদি জমির পরিমাণ নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, নাটোর (চলনবিল), নড়াইল, যশোর ও পার্বত্য জেলাসহ বেশকিছু এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিতে তামাকচাষ হলেও তা উক্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়নি। সুতরাং সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব তামাকের জমির পরিমাণ সঠিকভাবে হিসেব করলে তা ১ লক্ষ ৮

discouragement to set up industry of tobacco and tobacco related products, discouragement of producing tobacco related produces and farming". Since there is no tobacco cultivation regulating guidelines available, the tobacco companies have expanded tobacco plantations aggressively. The DAE has also been inactive with the stance that they have nothing to do in this case. Consequently, farming of the lethal crop has shockingly been expanded across the country. The entire economy, especially food security, public health, forest resources, ecology, environment, land fertility etc. is rapidly deteriorating.

Recent Trends of Tobacco Cultivation

Although the history of household level tobacco cultivation in Bangladesh is very old, but commercial tobacco farming with the inspiration of the tobacco companies is a recent phenomenon. Commercial production of tobacco products began gradually with the mechanizations of the tobacco industry. Basically tobacco expansion started from the 60s with direct and indirect motivations of the tobacco companies. It reaches to the current level due to the continuous aggression of the companies during the last couple of decades.

Following the DAE, in the current season (2014) tobacco has been grown on 108,000 hectares of lands, whereas it was 70,000 hectares in the last season (2013)[74]. It indicates that extra 38,000 hectares of lands have been used in the current

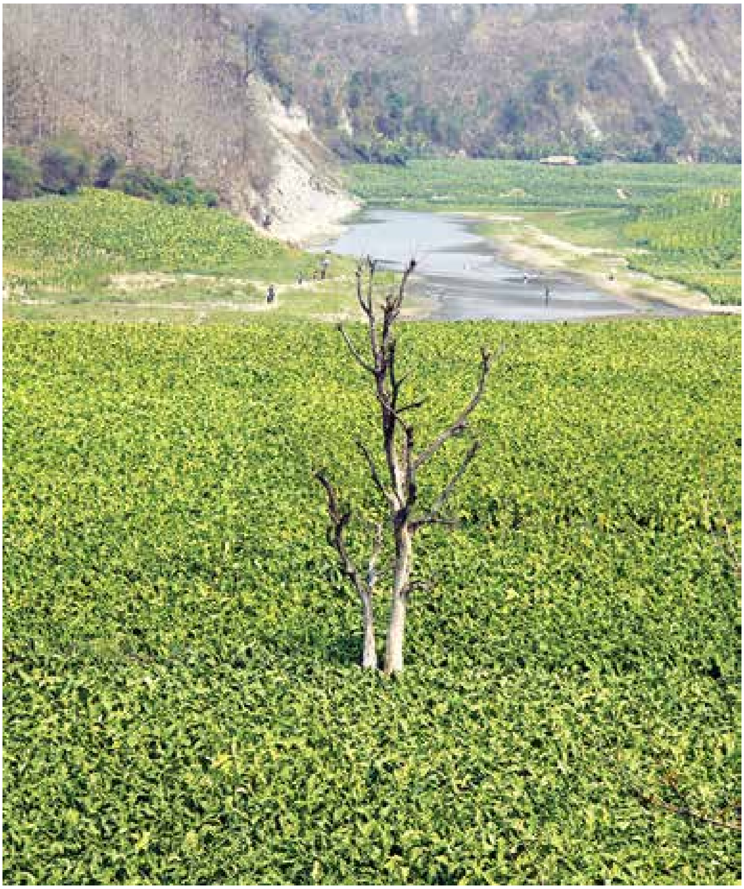

হাজার হেক্টর এর অনেক বেশি হবে। তবে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় তামাক চাষের ব্যাপ্তি এবং ক্রমবর্ধমানতা সর্ম্পকে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর থেকে যতটা জানা যায়, স্থানীয় কৃষিবিভাগের সাথে বড় বড় তামাক কোম্পানির সখ্যভাব থাকায় তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ সবসময়ই কম দেখানোর প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু তথ্য যতই অপর্যাপ্ত হোক না কেন অথবা তামাক কোম্পানি যতই অপপ্রচেষ্টা চালাক না কেন বিদ্যমান তথ্যানুসারেই তামাকচাষ বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমানতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিবিএস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এর তথ্যানুসারে ২০০৬-০৭ সালে দেশে তামাক চাষের মোট জমি ও উৎপাদিত তামাকের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০,৬৯৯.৪৫ হেক্টর ও ৩৯,১৮০ মে. টন এবং ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮,৮৬৭.৪১ হেক্টর ও ৭৯,২৩৪ মে. টন।[৭৬] অর্থাৎ ৪ বছরের ব্যবধানে তামাক চাষের জমি ও উৎপাদন উভয়ই বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এবং ২০১০-১১ (৪৮,৮৬৭.৪১ হে., বিবিএস) সালের তুলনায় ২০১৪ সালে (১০৮,০০০ হেক্টর, ডিএই) অর্থাৎ ৩ বছরের ব্যবধানে তামাক চাষ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত তামাক রপ্তানির ক্রমবর্ধমান প্রবণতাও স্পষ্ট বলে দেয় দেশব্যাপী তামাকচাষ ব্যাপক হারে বাড়ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র তথ্যানুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তামাক থেকে মোট রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৭০ লাখ ডলার। অথচ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই আয় ৮ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৮৬ লাখ ডলারে।[৭৭] রপ্তানি আয় বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় বাংলাদেশে তামাকচাষ কি হারে বাড়ছে!

tobacco farming season. However, the statistics is incomplete and been formed after the lands only used in the hotspots (Kushtia 40,000 hectares, Bandarban 26,000 hectares, Nilphamari and Lalmonirhat 30,000 hectares and 10,000 hectares in Rangpur district)[75]. Moreover, there are some doubts about the amount of lands used in tobacco farming as the land quantity has been falsified in most of the places. On the other hand, Manikganj, Tangail, Faridpur, Natore (Chalanbil), Narail, Jessore and some parts of the Hill Tracts have also been used for tobacco farming but are excluded in the list. So, it appears that if all the tobacco farming lands across the country are accumulated, undoubtedly it will exceed 108,000 hectares. As there is no exact public or private statistics on tobacco farming, it is almost impossible to illustrate any clear picture about the exact figure and increment rate of tobacco cultivation. The available media reports update that always there are initiatives to show the least lands used for tobacco cultivation as the tobacco companies have some ‘understanding’ with the local DAE officials. But despite the hide and seek, it is proved according to the existing information that tobacco farming is increasing indiscriminately. As per Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) information, in the year 2006 -07, 30,699.45 hectares of lands were used for tobacco cultivation and the produced stood 39,180 metric ton, and in 2010-11 that stood to 48,867.41 hectares and 79,234 metric ton respectively[76]. The statistics clearly indicates that tobacco producing lands and production both has doubled in four years. Comparing the year 2010-11 (48,867.41 hectares, BBS) to 2014 (108,000 hectare, DAE) it is seen that by the difference of three years, tobacco farming has been doubled as well. Besides, the export tendency of tobacco products also confirms the countrywide expansion of tobacco farming. Following the Export Promotion Bureau, tobacco export earned $7 million as revenue in 2005-06 fiscal. However, the revenue has increased eight times more to $5.86 crores in seven months of 2013-14 fiscal[77]. Only the export statistics is solely enough to indicate the alarming rate of tobacco farming of the country!

যেভাবে বাড়ছে তামাকচাষ

ক্রমবর্ধমান তামাক চাষ সম্প্রসারণে বহুজাতিক ও দেশীয় তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে নানাবিধ কূটকৌশল ও আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। তবে দেশের সব জায়গায় তাদের আগ্রাসী চরিত্র ও কৌশল একরকম নয়। বলা যায় তারা তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বে বিশ্বাসী। পার্বত্য জেলাগুলোতে কাঠের সুবিধা থাকায় সেখানে তারা চুল্লিতে কাঠ পুড়িয়ে চালাচ্ছে বন উজারের আগ্রাসন। আবার আগ্রাসন ঢাকতে বনায়নের নামে প্রহসন করছে এবং নানা কৌশলে পুরস্কার আদায় করে নিজেদের দেশপ্রেমিক বানানোর প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে তারা। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে বন নেই তাই কাঠ পোড়ানোর আয়োজনও নেই, রোদে শুকিয়েই মূলত গুদামজাত করা হচ্ছে তামাক পাতা। তারপরও পরিবেশ দূষণ থেমে নেই, কাঠ পুড়িয়ে বন ধ্বংস না করলেও স্থানীয় জ্বালানি তথা খড়-বিচুলি ব্যবহার করে এক ধরনের চুল্লি বানিয়ে তামাক পাতা শুকানোর কাজ অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। তবে এসব এলাকায় তাদের মূল আকর্ষণ অতি উর্বর খাদ্যশস্যের জমি। কৃষিবিভাগের সকল সুবিধা (সেচ, সার, বিদ্যুৎ) ব্যবহার করে কৃষকদের মাধ্যমে তামাকচাষ করানো এবং ক্রমান্বয়ে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গকে তামাকচাষের ঘাঁটিতে পরিণত করা। আরও একটি বিষয় তামাক কোম্পানিগুলো বিবেচনায় নেয়, তা হলো ঐ এলাকায় যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দরিদ্র কৃষকের বসবাস থাকে। কারণ, তারা কৃষক নিবন্ধনের নামে কার্ড প্রদান করে অল্প কিছু ধনী কৃষককে যারা ঐ এলাকায় একই সাথে প্রভাবশালী এবং যাদের চাষের জমির পরিমাণ বেশি। তামাক কোম্পানিগুলো এদের আবাদকৃত তামাক উচ্চমূল্যে কিনে নেয়া থেকে শুরু করে নানারকম লোভনীয় সুবিধা প্রদান করে, যা দেখে ঐ এলাকার ক্ষুদ্র চাষিরাও লোভে পড়ে তামাকচাষে জড়িয়ে পড়ে। এইসব প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষিরা তাদের আবাদে সরকারি সুবিধা (সেচ, সার ইত্যাদি) গ্রহণ করে যার চূড়ান্ত লাভ চলে যায় তামাক কোম্পানির পকেটেই। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে রোদে শুকানো তামাক পাতা রপ্তানি করে প্রতিবছর কোম্পানিগুলো ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছে।

তামাক চাষ সম্প্রসারণে কোম্পানিগুলো সাধারণত তামাকচাষিদের নগদ অর্থ সহায়তা, উপকরণ (সার, বিজ, কীটনাশক) সহায়তা,

How Tobacco Cultivation Increases

Domestic and multinational tobacco companies are continuing their aggression and evil tactics to spread out tobacco farming in the country increasingly. However, the nature of aggression and tactics are not similar across the country. The tobacco companies believe in 'Comparative Advantage Theory'. Having kindling facility in the Hill tracts, they are doing aggression by cutting trees to fuel tobacco furnaces in this area. At the same time, they are mockingly planting trees and grabbing awards to prove their patriotism. On the other side, as there is no forest in the Northern parts of the country, they dry tobacco leaves under sun and store the dried leaves. But environment pollution is still found although they do not burn woods. The tobacco companies use hay and other locally available materials as fuel to dry the leaves in locally produced furnaces. They are mainly attracted to the fertile arable lands in these districts and tactfully channeling all the benefits from the DAE (like subsidized irrigation, fertilser and electricity) to farmers for growing more tobacco and wish to turn the food croplands of Northern part into tobacco field. Regarding location selection, they usually prefer poverty stricken areas. They issue few cards to some rich and solvent farmers who are influential and have more arable lands in the areas. Then the companies buy the produced at higher price and also offer them (rich farmers) different incentives to allure the poor farmers to start tobacco farming. The marginal farmers use the facilities of the government (irrigation and fertiliser), but the tobacco companies finally reap the benefits from them. Locals of the Northern parts said that the tobacco companies gain huge profit every year by exporting the sun-dried leaves.

To expand tobacco cultivation, the companies have adopted different initiatives like providing hard cash support to the farmers, agro-inputs (such as fertiliser, seeds, insecticides) providing, assurance to buy tobacco leaves, field level monitoring to control leaf quality, assistance on having government agri-loan, higher level training through IPM club to the farmers, arranging government facilities like subsidized irrigation in association with the DAE, providing different facilities under CSR projects to the contracted and listed farmers only etc. Since there is no comprehensive countrywide research or data found on the ill activities of the tobacco companies to expand cultivation, the ill tactics of the companies' are

তামাকপাতা ক্রয়ের নিশ্চয়তা, মান নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায় তদারকি, সরকারি কৃষিঋণ পেতে সহায়তা ও আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে তামাক চাষের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সুবিধাদি (যেমন ভর্তুকি মূল্যের সেচের পানি তামাক চাষে ব্যবহার) গ্রহণ এবং সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) প্রকল্পের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সুবিধা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে তামাক চাষের বিস্তার ঘটাচ্ছে। তবে দেশব্যাপী তামাকচাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা না থাকায় গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং প্রজ্ঞা'র টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের সীমিত পরিসরে মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশে তামাকচাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

নগদ টাকা ও উপকরণ হিসেবে ঋণ সহায়তা

তামাক কোম্পানিগুলো দেশের বিভিন্ন এলাকার চাষিদের নানা রকম উপকরণ (যেমন: সার, বীজ ও কীটনাশক) এবং নগদ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে তামাক চাষে উৎসাহিত করে থাকে।[৭৮] কোম্পানিগুলো বিনা মূল্যে তামাকের বীজ ও বীজতলা সংরক্ষণের জন্য পলিথিন এবং অন্যান্য ছোট-খাটো কিছু সহায়তাও দিয়ে থাকে।[৭৯] প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঋণ সহায়তার নামে কোথাও কোথাও (বিশেষত পার্বত্য এলাকায়) কোম্পানি কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণফাঁদে আটকে ফেলেছে। ফলে তামাকচাষ অলাভজনক ও ক্ষতিকর জেনেও চাষিরা কোম্পানির ঋণফাঁদ থেকে বের হতে পারছে না। আবার কিছু কিছু এলাকায় কোম্পানি অসৎ উপায়ে তফসিলি ব্যাংক থেকে তামাক চাষিদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে বলেও জানা গেছে।

মান নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে তদারকি ও বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা

কোম্পানির লোকেরা তামাকের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি ও কৃষকদের নানা প্রকার প্রেষণা প্রদান করে। বছরের শুরুতেই প্রত্যেক তামাকচাষির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক পাতা ক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কোম্পানিগুলো। আবাদ শেষে কোম্পানির বেঁধে দেয়া দামে তামাকচাষিরা কোম্পানির গুদামে তামাক পৌঁছে দেয়। কোম্পানি তখন উপকরণ ও নগদ টাকা বাবদ দেওয়া ঋণের টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা চাষিকে দিয়ে দেয়। তবে গ্রেডিং মারপ্যাঁচে (বেশি দামের তামাক কমদামি হিসেবে দেখানো) কম দাম পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন এলাকার চাষিদের মধ্যে। কিছু কিছু এলাকায় কোম্পানি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তামাক ক্রয় না করায় চাষিরা লোকসানে পড়েছে বলেও প্রমাণ রয়েছে।[৮০]

briefly described here based on the information collected from media, private organizations and small scale observations of PROGGA's Tobacco Industry Watch BD Team.

Hard Cash and Inputs as Loan

Tobacco companies induce farmers across the country by offering them different inputs like fertilizer, seeds, insecticides, and hard cash as loans[78]. They also provide polythene and other materials to protect the tobacco seeds and seedbeds[79]. It has been found that in the name of loan, tobacco companies have entrapped farmers into long-term debts. Therefore, knowing that tobacco farming is unprofitable, the farmers cannot get out of the loan traps. In some of the areas, they have assisted farmers to get loans from the scheduled Banks illegally.

Marketing Assurance and Quality Control through Field Level Monitoring

Tobacco company agents monitor fields to control tobacco leaves quality and also provide different advices to the farmers. Usually, in the beginning of a year, the companies assure the farmers to buy a certain amount of tobacco leaves from them. After harvesting, the farmers send the leaves to the company storehouse by the pre-fixed price. Deducting the loan and price of the other materials, the company pays the remaining part of the price to the farmers. It has been alleged that that the companies exploit farmers in the name of grading (pricing higher grade leaves as lower grade) and in some areas, the companies did not buy the assured amount of leaves from the farmers that caused loss for them.[80]

আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত তামাক চাষের প্রশিক্ষণ

দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে চাষিদেরকে উন্নত চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের এসব কলাকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছে তামাক চাষে। একটি পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশব্যাপী আইপিএম ক্লাবের প্রশিক্ষিত প্রায় ২ লাখ কৃষক তামাক চাষে জড়িত রয়েছে। এবং এসব আইপিএম ক্লাবের পেছনে রয়েছে দেশের বৃহৎ তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক চাষিদের আয়ত্তে রাখার জন্য তারা এই ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করে থাকে। ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত তামাক চাষিরা কোম্পানির পক্ষে প্রচারণাসহ নানাবিধ কাজ করে থাকে।[৮১]

স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসকে প্রভাবিত করে তামাকচাষ সম্প্রসারণ

তামাক কোম্পানিগুলো তামাক চাষে উৎসাহিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে। পত্রিকার খবরাখবর অনুযায়ী, ক্ষতিকর তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে কৃষি অফিসকে তেমন কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। উল্টো তামাক কোম্পানির আমন্ত্রণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তামাকচাষ লাভজনক এবং তামাকচাষের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে এসব সরকারি কর্মকর্তারা।[৮২]

সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে তামাকচাষ সম্প্রসারণ

তামাক কোম্পানিগুলো সিএসআর প্রকল্পের নামে বিভিন্ন এলাকার চুক্তিবদ্ধ তামাক চাষিদের সৌর বিদ্যুৎ, সুপেয় পানীয় জলের সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করে থাকে। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে জানা গেছে, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার ৪টি গ্রামের ৫৭৬টি তামাক চাষি পরিবারকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) 'দীপ্ত' প্রকল্পের অধীনে সৌরবিদ্যুত প্রদান করেছে।[৮৩] এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের স্থাপনা তৈরির মাধ্যমেও তারা স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।[৮৪]

Training on Improved Tobacco Cultivation through Tobacco Farmers IPM Club Higher

Tobacco Companies are providing training to the farmers on improved tobacco cultivation by setting 'Tobacco Farmers Integrated Pest Management Club" across the country. A newspaper report reads that around 200,000 trained farmers are engaged into tobacco farming. Such clubs are run by giant tobacco companies in the country. To control over the tobacco farmers, they execute different inspirational activities as well through the clubs. Besides, the farmers listed with the clubs also promote the tobacco companies in different ways[81].

Manipulating Local DAE to Expand Tobacco Farming

To expand and inspire tobacco farming in districts, tobacco companies use the district level agricultural officials. According to the newspaper reports, the DAE officials are reluctant to provide any advice against tobacco farming. At times they are found participating at tobacco company events also. They also inspire the farmers by describing the usefulness of tobacco cultivation[82].

Tobacco Farming Expansion through CSR

Tobacco companies provide different facilities to the listed farmers in different districts like solar energy or drinking water supply. These activities aim only to allure them into tobacco farming. Different newspaper reports have disclosed that British American Tobacco Bangladesh (BATB) has provided solar power to 576 tobacco farmers of four villages in Bandarban and Khagrachharhi district under its 'Dipto' project[83]. Besides, they also try to influence the local administration and other quarters by installing drinking water facility[84].

ভর্তুকি মূল্যের সার ও সেচসুবিধা তামাক চাষে ব্যবহার

বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহকৃত সেচের পানি তামাক চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) বসানো গভীর নলকূপের পানি দিয়ে ধানের বদলে তামাক চাষ করা হচ্ছে।[৮৫] তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠান তামাক চাষিদের এই সুবিধা পেতে সহায়তা করছে। তাছাড়া কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সরকারিভাবে ডিলারের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সার তামাক চাষে ব্যবহার করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও উত্তরবঙ্গসহ দেশের সর্বত্র এই সার ব্যবহার করেই চলছে তামাক উৎপাদনের কাজ।[৮৬]

তামাকচাষ ক্ষতি করছে যেভাবে

তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, প্রতিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। কিছু খারাপ প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে/স্বল্পমেয়াদে চোখে পড়ে আবার এমন অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। বিদ্যমান তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট, খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি, বন উজাড়, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিশুশ্রম, শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। সংক্ষেপে এসব ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো;

তামাক চুল্লিতে কাঠ পুড়িয়ে বন উজাড়

তামাক পাতা শুকানোর কাজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবছর হাজার হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তামাকচুল্লিতে। আর এসব কাঠের যোগান দিতে গিয়ে উজাড় হচ্ছে বন। একটি গবেষণা মতে, দেশের মোট বন উজাড়ের ৩০ ভাগের জন্য দায়ী এই তামাক চাষ।[৮৭] দৈনিক যুগান্তরে (১২ এপ্রিল, ২০১৪) প্রকাশিত

Subsidized Fertilizer and Irrigation for Tobacco Cultivation

In different areas, subsidized fertilizers and irrigation is being used for tobacco cultivation. Mass media reports unveil that tobacco is being cultivated with the water from deep tube-well of Varendra Multipurpose Development Authority (BMDA) that was supposed to be used for paddy cultivation[85]. A few of the tobacco producing companies are helping the farmers to get the facility. The government distributes fertilizers for tobacco cultivation in different parts of the country through dealers. Use of those fertilizers is banned in tobacco cultivation. Violating the government ban, the fertilizers are being used in tobacco cultivation in Northern and other regions[86].

How Tobacco Cultivation Damages

Tobacco farming has different types of negative impacts including socio-economical, environmental, climatic, health, educational etc. Some of the damages are instantly identified and some need times. Currently, Bangladesh is experiencing fertility lose of lands, food insecurity, deforestation, health hazards, child labour, educational breaks etc. The damages are described in brief.

Deforestation as Woods Fuel Tobacco Ovens

Thousands of mounds of woods are being used each year to bake tobacco leaves in tobacco furnaces.

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০১৪ মৌসুমে শুধুমাত্র বান্দরবান জেলায় ৬ হাজারেরও বেশি তামাকচুল্লি নির্মাণ করা হয়েছে।[৮৮]

Countrywide deforestation is being occurred to serve the furnaces. A study says that tobacco cultivation is 30% responsible behind the entire deforestation[87]. Over 6,000 tobacco furnaces have been built in Bandarban district in the current season, after the daily Jugantor report (April 12, 2014)[88].

খাদ্য নিরাপত্তা

দেশের ফসলি জমি তামাক কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। ৬ বছরের ব্যবধানে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,২৪০ টন থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে ১,০৩,৬৫০ টনে দাঁড়িয়েছে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিরাট এক হুমকি।[৮৯]

Food Security

Gradually, the food croplands in the country are turning to tobacco lands. Tobacco production raised two and a half times more in the past six years from 40,240 tons to 1, 03, 650 tons which is a great threat for the country[89].

জমির উর্বরতা নষ্ট

তামাক চাষে মাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ ধানের চেয়ে তামাক চাষে তিনগুণ বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। তামাক চাষের জন্য একটি জমি ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করা যায়। তারপর এই জমিতে আর ভাল তামাক হয় না এবং অন্যান্য ফসলের ফলনও ব্যাপকভাবে কমে যায়। বেশি পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে।

Losing Lands Fertility

Tobacco farming cause damages of the lands more than the food crops as it needs three times more Urea and insecticides. A land cannot be used more than twice or thrice for tobacco cultivation. Then the land neither produces a fine quality tobacco nor grows food crops in plenty. Productivity and fertility of the land reduces for using more and more fertilizers and insecticides.

স্বাস্থ্যঝুঁকি

তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে মজুরি বেশি হওয়ায় কৃষকরা তাদের পরিবারের নারী, শিশু ও কিশোরদের ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে দেশব্যাপী হাজার হাজার তামাকচাষি বিশেষত নারী ও শিশু-কিশোর ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করছে। বিশেষ করে কাঁচা তামাক জ্বালিয়ে পরিশোধনের সময় যে গ্যাস বা ধোঁয়া বের হয় তা চাষিদের স্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি

Health Hazards

As payment in tobacco processing is better, tobacco growers engage their family members including their wives and children. Consequently, thousands of such workers are under serious health hazards.

স্বরূপ। দীর্ঘদিন তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার কারণে ক্যান্সারসহ পেট, বুক ও ঘাড় ব্যথা এবং অনেক নারী শ্রমিক পায়ে ব্যথা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাশাপাশি শিশু-কিশোররা গ্রিন টোব্যাকো সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।[৯০]

শিশুশ্রম ও শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

তামাক চাষ প্রবণ এলাকার অধিকাংশ শিশু-কিশোর তামাকচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ যেমন বীজতলা থেকে তামাক চারা উত্তোলন, চারারোপণ, আগাছা পরিষ্কার, বিষ ছিটানো, পাতা পোড়ানো/শুকানো এমনকি তামাক বাজার-জাতকরণের কাজে সম্পৃক্ত থাকে। তামাক চাষ মৌসুমে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেনা তারা। অভিভাবকদের বক্তব্য- টাকা দিয়ে শ্রম কেনার সামর্থ্য না থাকায় অনেকটা নিরুপায় হয়েই শিশু-কিশোরদের এ কাজে ব্যবহার করতে হয়।[৯১]

অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাব

দেশের বেশকিছু এলাকায় অবস্থিত নদ-নদী তীরের খাসজমিতে চলছে তামাকচাষের আগ্রাসন। কক্সবাজার জেলার চারটি প্রধান নদী বাঁকখালী, মাতামুহুরী, গর্জই ও দুছড়ীর দুই তীরে অন্তত ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তামাক চাষ হয়েছে, আগে যেখানে স্থানীয় কৃষকরা সবজি চাষ করতো।[৯২] এলাকাবাসীদের মতে, তামাকচাষের ফলে নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়ের পাশের জমিতেও চাষ হচ্ছে ক্ষতিকর এই তামাক। তামাকক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর সময় ঝাঁঝালো গন্ধে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসে থাকা কঠিন। কীটনাশক এবং তামাকের গন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারছে না।[৯৩] এছাড়াও বিদ্যালয়ের পাশেই তামাকপাতা পোড়ানোর জন্য তামাক চুল্লি নির্মাণ করায় বিদ্যালয়ের

Smoke emerged from burning of raw tobacco leaves to rectify is highly harmful for farmers' health. For their longer involvement with tobacco farming and processing they are affected with cancer, abdominal problems, chest and neck pain, reproductive problems and other health hazards. Besides, the children are also affected with Green Tobacco Syndrome for their involvement in tobacco processing[90].

Child Labour and Educational Problems

Children in tobacco farming areas are engaged into different tasks like seed collection, seedbed nurturing, weeding, planting, insecticides spraying, leaves baking or drying and even marketing of the leaves. Therefore, they cannot go to school and the guardians are to employ their kids as they cannot buy external labours[91].

Other damages and impacts

Tobacco aggression is being continued in some of the river banks and fallow lands as well. A report on March 1, 2014 on the Daily Banik Barta reads that at 50 kilometers of the banks of Bankkhali, Matamuhuri, Gorjoi and Duchharhi – the four rivers in Cox's Bazar district have been used for tobacco cultivation. Earlier, the farmers grew vegetables on the banks[92]. Locals alleged that the number and varieties of fishes from the rivers is declining gradually. Besides, tobacco is also being farmed in the adjacent lands of schools in the area. A photo feature on March 2, 2014 on the Daily Prothom Alo shows that tobacco is being cultivated in a land next to a school in Dighinala under Khagrachharhi district. During insecticide spray, the student rarely can sit inside the school and the teachers and students are being affected with different respiratory problems. Even some of the students cannot attend

Tobacco is being cultivated in a land next to a school in Dighinala under Khagrachharhi district. Source: The Daily Prothom Alo

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার যেমন ব্যাঘাত ঘটছে, তেমনি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে এসব কোমলমতি শিশুদের নিয়মিত পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ৫-১৫ ফুট দূরত্বের মধ্যে মোট ৯টি তামাকচুল্লি নির্মাণ করা হয়েছে। এ কারণে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে, শিক্ষার্থীরা আছে স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে।[৯৪]

classes regularly[93]. Moreover, tobacco furnaces have been built near to schools in different parts of the country. A report on the Daily Prothom Alo on April 7, 2014 says that 9 tobacco furnaces have been built from 5-15 feet distance of 2 educational institutions which is hampering the educational activities and posing health hazard for the students too[94].

লালমনিরহাটে তামাকের আগ্রাসন ও তামাক কোম্পানির কূটকৌশল: একটি নিবিড় অনুসন্ধান

Tobacco Aggression and Ill Tactics of Tobacco Company in Lalmonirhat: A Case Study

বর্তমানে সারাদেশে কি পরিমাণ জমি তামাকচাষের আওতায় রয়েছে এবং প্রতিবছর কি হারে অন্যান্য ফসলি জমি তামাকের জমিতে পরিণত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। একইভাবে তামাকচাষ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, পরিবেশ- প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য প্রভৃতি তথা সার্বিক অর্থনীতির উপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ক মানসম্মত কোন গবেষণাও হয়নি আজ পর্যন্ত। এসব দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নীতি-নির্ধারণী মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময়ে তাদের মনোনীত গবেষকদের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তামাকচাষ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কতটা অপরিহার্য। অন্যদিকে তামাকচাষের সঠিক পরিসংখ্যান যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য তারা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

দেশব্যাপী তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির সঠিক পরিসংখ্যান ও তামাকচাষের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত না পাওয়া গেলেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য এমনকি কৃষি বিভাগের বিদ্যমান পরিসংখ্যান প্রভৃতি থেকে অন্তত তিনটি বিষয় স্পষ্ট; ১. সারা দেশে তামাকচাষ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে, ২. তামাকচাষের ফলে এলাকাভেদে নানাবিধ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং ৩. এই উভয়ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও কূটকৌশল অব্যাহত রয়েছে।

Currently there is no exact statistics available over the quantity of lands being used for or turning into tobacco lands in the country. Simultaneously, there has been no standard researches conducted over the negative impacts of tobacco cultivation on food security, public health, forest resources, environment and ecology, land fertility and overall how it could have long and short-term negative impacts on the entire economy. Using the loopholes, the tobacco companies try to distract the policymakers in making policies against tobacco cultivation. They try to prove that tobacco production is essential for the economy by engaging some of their appointed researchers. Besides, they are also manipulating the DAE to hide the exact land units used for tobacco cultivation.

Although there is no solid information over tobacco cultivation and its damages, reports on newspapers and other media has made three issues clearer: 1. Tobacco farming is gradually increasing in the country, 2. Tobacco farming is damaging different areas with diverse scale and 3. Tobacco companies' aggression and evil methods are prevailing in both of the cases.

লালমনিরহাট জেলায় সাম্প্রতিক তামাক চাষ পরিস্থিতি

Recent Tobacco Farming Trends in Lalmonirhat

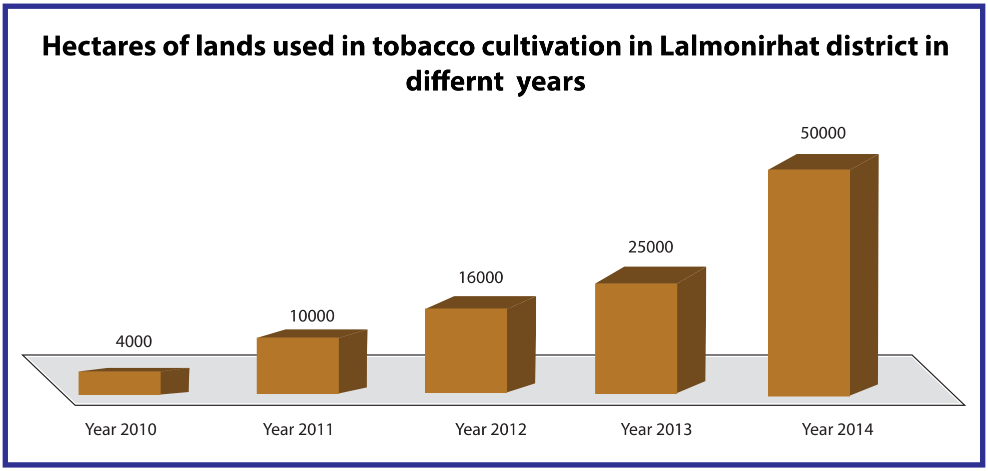

তামাকচাষের সার্বিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে প্রজ্ঞা'র টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম লালমনিরহাট জেলার তামাকচাষ সংক্রান্ত বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মাঠ পর্যায়ে গুণগত গবেষণা পরিচালনা করে। লালমনিরহাট জেলার মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৯৮,৮৭৫ হেক্টর। বিদ্যমান তথ্যানুযায়ী ২০১৩ সালে লালমনিরহাট জেলায় এককভাবে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হয়েছে, যা দেশের মোট তামাকচাষকৃত জমির প্রায় ৩২ ভাগ। কৃষি অধিদপ্তরের মতে ২০১৪ সালে লালমনিরহাট জেলার মোট আবাদি জমির অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হয়েছে, যা আগের মৌসুমের (২০১৩) তুলনায় দ্বিগুণ এবং ২০০২ সালের তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ (৪ হাজার হেক্টর)।[৯৫] সুতরাং সরকারি সূত্র থেকেই পরিষ্কার কতটা আগ্রাসীভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তামাকচাষ। যদিও বেসরকারি বা স্থানীয় মতানুসারে এই আগ্রাসনের চিত্র আরো ভয়াবহ। তবে তথ্য-উপাত্ত যাই হোক না কেন, সরেজমিনে না দেখলে তামাকচাষের ভয়াল বিস্তৃতি উপলব্ধি করা কঠিন।

মূলত মার্চ মাস থেকেই শুরু হয় তামাক পাতা সংগ্রহ। এসময় যে কোন গ্রামে ঢুকলেই তামাক পাতার তীব্র গন্ধের ঝাঁঝ এসে নাকে

To illustrate the overall situation of tobacco farming in Lalmonirhat district, PROGGA's Tobacco Industry Watch BD team analysed the existing information and conducted a qualitative field investigation. Accordingly, the quantity of total arable lands in the district is 98,875 hectares. In the last season (2013) around 25,000 hectares of lands have been used solely for tobacco cultivation which is 32% of all the tobacco farming lands of the country. The mass media reports say that the lands have been increased in the current season (2014) for tobacco cultivation. Following the DAE, in the current season about half of the arable lands have been used for tobacco cultivation. It indicates that about 50,000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation which is double (25,000 hectares) comparing to the last season (2013) and 13 times more comparing to 2002 that produced tobacco on only 4,000 hectares of lands[95]. It is clear from the government source that how aggressive the tobacco farming is in the district. But the scenario is more dreadful according to private sources. Finally, whatever the data or secondary information is, field observation is a must to comprehend the alarming expansion of tobacco cultivation.

Usually, March is tobacco harvesting period. Sharp smell from tobacco leaves hit the nose after stepping at any village. People start feeling intoxicated. Tobacco leaves are found everywhere including bedrooms, wall partitions, religious institutions and places where the leaves could be stored. Tobacco wraps the villagers. Even donations are also allowed using tobacco leaves. The local retailers also accept

লাগে। গা গুলিয়ে ওঠে। ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা। ঘরের বেড়ায়, শোবার ঘর, রান্নার ঘর, গোয়াল ঘর, মন্দির, মসজিদ, স্কুল- সব জায়গাতেই তামাক পাতা ঝুলছে। গ্রামগুলো যেন তামাক পাতায় মোড়ানো। দান-সাহায্য, ফকির-মিসকিনদের দান খয়রাত সবই চলে তামাক পাতায়। এলাকার মুদি দোকানিরাও টাকার পরিবর্তে তামাক পাতা নেয়। এলাকাব্যাপী এক তামাকময় পরিবেশ, কারো মুক্তি নেই। সবচেয়ে করুণ দশা শিশুদের, তাদের স্বাভাবিক শৈশব যেন তামাকের বিষবাষ্পে মৃত প্রায়। লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ, কালমাটি বানিয়া পাড়া, সাপ্টিবাড়ি এবং আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে চাষিদের সাথে কথা বলার সময় এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের।

যেভাবে লালমনিরহাটে বাড়ছে তামাকচাষ

ঋণ নয়, অন্য ফাঁদ

ইতিহাসে সিজার কিংবা নেপোলিয়ান এর বিভাজন ও শাসন/বিজয় নীতি, পরবর্তীতে ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশদের বিভাজন ও শাসন নীতি এবং বর্তমানে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর তামাকচাষে বিভাজন ও শাসন নীতি অনেকটা একইরকম। লালমনিরহাটের গ্রামাঞ্চলে কেবল কতিপয় প্রভাবশালী কৃষককে কার্ড সরবরাহ ও ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান তথা অঘোষিত এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে কোম্পানিগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ কার্ডবিহীন চাষিদের দিয়ে আবাদ করিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তামাক। অর্থাৎ কোম্পানিগুলো এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রভাবশালী কৃষকদের কার্ড সুবিধা দিয়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ কৃষকদের কার্ড সুবিধা না দিয়ে বিভাজন তৈরির মাধ্যমে তামাকচাষের আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে কাগজে-কলমে তাদের মোট সংগ্রহে দেখানো হচ্ছে কেবল কার্ডধারী কৃষকের উৎপাদন, বিষয়টি এরকম

tobacco leaves in exchange of commodities. Children are the worst sufferers. Tobacco is killing their childhood with the toxic air. Tobacco Industry Watch Team BD found the scenarios during farmers' interviews at villages of Khuniagaach, Kalmati Bania Para, Sapti Bari and Aditmari upazillas under Lalmonirhat district.

The way tobacco farming is increasing in Lalmonirhat

It's a trap not debt

The ruling strategies of the multinational tobacco companies are almost similar to the strategies of the Roman General Ceaser or the French emperor Napoleon's "divide and rule/ conquer strategy", latter the policy of the British during the colonial period. The tobacco companies provide cards or business gain to several influential farmers in the rural areas of Lalmonirhat who work for them as agents. They use the agents to grow necessary quantity of tobacco through the non-card holders. The Company's strategy is to create discriminations among the local farmers by 'providing cards to the fewer' (rich farmers), and not providing cards to the larger' (general poor farmers). They create documents that they buy tobacco leaves only from the card holding farmers to continue their aggression. They get their work done by hiding

দেখানো যে কার্ডবিহীন কৃষকের তামাক কোম্পানি ক্রয় করে না, সোজা কথায় '*ধরি মাছ, না ছুঁই পানি*'। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চলতি মৌসুমে 'ক' সংখ্যক কার্ডধারী কৃষক প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে কোম্পানিকে গড়ে 'খ' মে.টন তামাক দিয়েছে এবং কোম্পানি মোট ক X খ = 'গ' মে. টন তামাক সংগ্রহ করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো কোম্পানি তাদের মোট তামাকের সিংহভাগই ক্রয় করে কার্ডবিহীন কৃষকের কাছ থেকে কার্ডধারী অঘোষিত এজেন্ট এর মাধ্যমে। এভাবে তামাকচাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ নিয়েও তারা বিভ্রান্তি তৈরি করে থাকে। সংক্ষেপে কোম্পানির তামাক সংগ্রহের কৌশলকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়ঃ

themselves. For instance, in the current season, 'A' number of card holding farmers on average have supplied 'B' metric tons of tobacco leaves to the company and company has gathered A x B = 'C' metric tons of tobacco. But in reality, the tobacco companies basically gather cent percent of tobacco leaves from the non-card holding farmers using the card-holders. By this way, they also create confusion about the quantity of lands used for tobacco cultivation. The tobacco leaf collection technique can be described in this way:

Tobacco Leaf Collection Technique of Tobacco Company

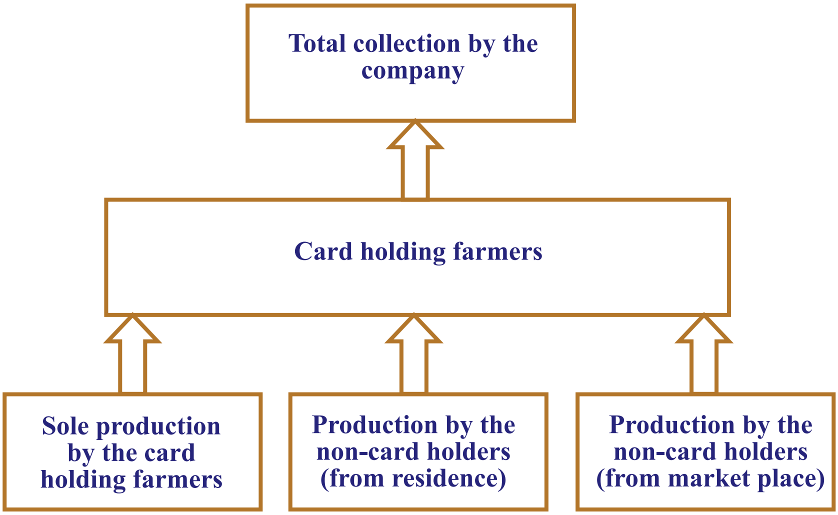

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের কার্ডধারী কৃষকের নিজস্ব উৎপাদন এবং গ্রাম ও হাট পর্যায়ে কার্ডবিহীন কৃষকের উৎপাদিত তামাক এজেন্ট/কার্ডধারী কৃষকের মাধ্যমে সংগ্রহ/ক্রয় করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কোম্পানি কর্মকর্তারা কেবল কার্ডধারী তামাকচাষিরদের বীজ-সার-কীটনাশক ও ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে কার্ডধারী কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, তাদের বেশিরভাগেরই এসব সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ নেই। কারণ যাবতীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করার সক্ষমতা তাদের আছে। সাধারণ কৃষক ও এলাকাবাসীদের মতে, কার্ডধারী কৃষকদের মূল আগ্রহ তামাক ব্যবসায়, তামাকচাষে নয়। কার্ডবিহীন কৃষকদের কাছ থেকে কমদামে তামাক কিনে বেশিদামে কোম্পানির কাছে বিক্রি করাই তাদের কাছে বেশি লাভজনক। একটি কার্ড পাওয়ার জন্য তাই গরিব চাষিদের মধ্যে চলে রীতি মতো লড়াই। চলে বেশি বেশি তামাক চাষ করে কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। পাশাপাশি নানারকম তদবির এমনকি ঘুষ দিয়ে হলেও একটা কার্ড চাই। কারণ একবার কার্ড পেয়ে গেলে তারা একই সাথে কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা পাবে, পণ্য বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা পাবে এবং এজেন্ট হিসেবে কার্ডবিহীন চাষিদের তামাক কিনে বেশি মূল্যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে পারবে। তবে বাস্তবতা হলো কোম্পানিগুলো এভাবে কৌশলে বছরের পর বছর প্রতিযোগিতা তৈরির মাধ্যমে তামাকচাষ বাড়ায় কিন্তু কার্ডের সংখ্যা ঐভাবে বাড়ায় না।

The tobacco companies buy the sole production of the card holding farmers and get the productions of the non-card holding farmers using the agent or card holding farmers. Observations have found that tobacco company officials provide assurance of agro-inputs only to the card holding farmers. But most of the leading farmers said that they are less interested in having such facilities as they are capable to buy those inputs. The locals said that the rich farmers are interested in tobacco trading, not farming. They buy tobacco leaves from the poor farmers and sell those to the companies at a higher rate. So, getting a card of the tobacco company is the apple of discord among the poor farmers. They try to attract the tobacco company officials and even engage into different sorts of lobbying with them including bribing. If they get a card, they will get all the advantages offered by tobacco companies like assurance of marketing facilities, and will make profit as an agent. But in reality, the tobacco companies create a competition among the farmer but they do not increase the card numbers likewise.

তারপরও এলাকার সাধারণ কৃষকেরা উৎসাহ হারাচ্ছে না কারণ অন্যান্য ফসলের তুলনায় তামাকচাষ এখনো তাদের কাছে আর্থিকভাবে লাভজনক। তামাকচাষিদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, বর্তমানের লাভ-লোকসানই তাদের জন্য আসল বাস্তবতা। দীর্ঘমেয়াদে এমনকি নিকট ভবিষ্যতে কি ধরনের লাভ বা ক্ষয়ক্ষতি হবে তা তারা বিবেচনা করতে চায় না। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি কৃষকই বলেছে তামাকচাষ ভাল না, ক্ষতিকর। তাদের মতে, কোন জমিতে ভার্জিনিয়া তামাক আবাদ করে পরবর্তীতে ধান আবাদ করলে ধানের ফলন অর্ধেক কমে যায়। ভার্জিনিয়া তামাকের শিকড় অনেক লম্বা বলে তা মাটির রস শুষে নেয়। কিন্তু যেহেতু এটা অন্যান্য ফসলের তুলনায় আর্থিকভাবে লাভজনক, তাই তারা ভার্জিনিয়া তামাক আবাদ করে। লালমনিরহাটে গ্রামের পর গ্রাম, হাজার হাজার কৃষক এখন তামাক চাষ করছে। গুটি কয়েক কোম্পানির পক্ষে মাঠ পর্যায়ে লোকবল নিয়োগ করে তামাকের গুণগত মান নিশ্চিত করা রীতিমত কঠিন এবং ব্যয়বহুল। কোম্পানিগুলো কৌশলে কেবল কার্ডধারী কৃষকদের দক্ষতা বাড়িয়ে, তাদের মাধ্যমেই বিনা খরচে গ্রামের কার্ডবিহীন কৃষকদের তামাকচাষে প্রশিক্ষিত করে চলেছে। গ্রামের সাধারণ কৃষকও খুশি, হাতের নাগালেই পাচ্ছে তামাকচাষ সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ। কার্ডধারী আর ঐসব এজেন্ট কৃষকরা নিজেদের অধিক মুনাফা নিশ্চিত করতে তামাকচাষে তাদের বিশেষায়িত জ্ঞান সাধারণ কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে চলেছে। গ্রামের পর গ্রামে বিনা পয়সার কৃষি পরামর্শক। যত ভালো তামাক, তত বেশি মুনাফা!

তামাকচাষিদের মতে, কোম্পানিগুলো বড়জোড় ২০ ভাগ তামাকচাষিকে কার্ড দিয়েছে, যাদের প্রায় সবাই ধনী। কেউ কেউ অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায়ও কার্ডের মালিক হয়েছে। তাদের মতে ধনী ও প্রভাবশালী চাষিরা সাধারণত ৫-১০

Nevertheless, the farmers are not frustrated as tobacco farming is still financially a profitable business for them. They said that the present loss and profit is the key reality for them. So, they do not want to bother about any long run negative impact even any near future perils at all. In the discussions, almost all the farmers told that after farming Virginia tobacco on the lands, paddy cannot grow well. The roots of Virginia tobacco is taller and absorbs lands energy. But being Virginia financially profitable than other crops, they grow it on their lands. Thousands of farmers in villages of Lalmonirhat district are engaged into tobacco farming. It is almost impossible and also expensive to monitor the farming by deploying company's own staff across the district. So, they are raising skills of the card holding farmers so that they could also train the non-card holding farmers at free of cost. The rural farmers are also happy as they get any kind of advices related to tobacco farming when needed. The card holding agents distribute their knowledge among the poor farmers to increase their profit. They turn free advisor for the tobacco farmers in villages. The motto is to produce more quality tobacco, and make more profit.

According to the local farmers, the tobacco companies have distributed cards among 20% of the farmers and all of them are solvent. Some of them

একর জমিতে তামাক চাষ করার জন্য কোম্পানির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু ঠিক যে পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করবে বলে তারা কোম্পানির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, শেষপর্যন্ত সেই পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করে না। যেমন: ৫ একরের জায়গায় ১ একর বা ২ একর জমিতে তামাক চাষ করে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পরিমাণ জমিতে তারা কখনোই তামাকচাষ করে না। উপরন্তু, কোম্পানির সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে অথবা বেশি দামে বিক্রি করে দেয়। আবাদ শেষে তারা কার্ডবিহীন কৃষকের কাছ থেকে কমদামে তামাক ক্রয় করে প্রতিশ্রুত কোটা পূরণ করে এবং এগুলো বেশিদামে কোম্পানির কাছে বিক্রি করে। কার্ডবিহীন চাষিরা জানান, গত মৌসুমে তারা কার্ডধারী কৃষকদের কাছে প্রতি মণ তামাক বিক্রি করেছে গড়ে ২,৫০০ টাকায়। অথচ কার্ডধারী কৃষকরা পরবর্তীতে ঐ তামাক কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে মণ প্রতি ৩,৮০০- ৪,০০০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি মণ তামাকে তারা গড়ে লাভ করেছে ১,৩০০-১,৫০০ টাকা। তামাকচাষ করে এই হারে লাভ পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে তামাক কোম্পানির লাভ হচ্ছে, কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব ছাড়াই গুটিকয়েক প্রভাবশালী কার্ডধারী এজেন্ট ব্যবহার করে তামাক সংগ্রহ করতে পারছে দিনের পর দিন। সাধারণ তামাকচাষিরা নিজ দায়িত্বে সরকারের ভর্তুকি মূল্যের সার, বিদ্যুৎ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকি মূল্যেও (বরেন্দ্র/বিএডিসি) সেচ সুবিধা ব্যবহার করে কোম্পানির জন্য তামাক উৎপাদন করে যাচ্ছে। একইসাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সমস্ত ঝুঁকিই বহন করছে তারা।

স্থানীয় জনগণ, সাংবাদিক, কার্ডধারী ও কার্ডবিহীন কৃষকদের সাথে আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে তামাক কোম্পানিগুলো সাধারণ তামাক চাষিদের (প্রায় ৮০% তামাকচাষি) ঋণ সুবিধা বা অন্য কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে না। এসব চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি কোন তামাকও ক্রয় করে না তারা। সব তামাক কার্ডধারী/এজেন্ট কৃষকের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। পত্র-পত্রিকা ও বেসরকারি সংস্থার তথ্যমতে দেশের পার্বত্য এলাকাসহ বেশকিছু জেলায় তামাক কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দামেই সব তামাকচাষি কোম্পানির গুদামে তামাক পৌঁছে দিতে বাধ্য। তামাক বিক্রির আলাদা হাট-বাজারও নেই সেসব এলাকায়। লালমনিরহাট জেলা (দেশের প্রায় ৪০% তামাক উৎপাদিত হয়) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে কোম্পানির কূটকৌশল একটু আলাদা। শুধু গৃহস্থালি পর্যায় থেকে নয়, তামাক মৌসুমে প্রভাবশালী কার্ডধারী কৃষকদের ব্যবহার করে সাময়িক হাট-বাজার তৈরি করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তামাক সংগ্রহ করছে তারা।

got cards on their social and political grounds as well. They alleged that the card holding farmers usually commit to farm tobacco on five or 10 acres of lands. But, they do not actually farm tobacco on the agreed lands. They usually grow tobacco on one or two acres of lands. Moreover, they sell the agro-inputs supplied by tobacco companies at a higher rate to the other farmers or use them in growing other crops. After the cultivation finishes, they buy tobacco from the non-card holder farmers to meet their quota and sell at a good price. In the last season, said the non-card holding farmers, they had to sell tobacco by Tk 2500 per mound to the card-holding farmers. However, the card-holding farmers sold that tobacco at a good profit, from Tk 3800 to 4000 per mound. It refers that they have profited Tk 1300- 1500 on average per mound. This amount of profit is impossible by cultivating tobacco. On the other side, the tobacco companies are also gaining profit without having any responsibility rather than using some of the card-holding agents. The non-cardholders, the larger section tobacco growers, are using the subsidized facilities like fertilizers, electricity and in some cases they are also applying subsidized irrigation of the government to grow tobacco for Company. Briefly, they take all responsibilities from investment to marketing.

The Local people, journalists, card holder and non-card holder farmers have opined that the tobacco companies do not provide any facilities to majority of the farmers/ non-cardholders (about 80% of the farmers). They do not collect tobacco from those farmers directly. They buy tobacco through the card-holding farmers or agents. According to newspaper reports and information from other sources, the farmers of the Hill tract and some other areas are to sell tobacco leaves on the prices fixed by the tobacco companies. Since there is no specific marketplace for tobacco trading in most areas, the farmers are to supply the produced at tobacco company storehouses. But the scenario is different in case of Lalmonirhat district that shares around 40% produces of all the tobacco leaves of the country. The ill tactics of the tobacco companies is different here. Not only from domestic level, temporary marketplaces are created in the district through influential card-holding farmers and the tobacco companies collect necessary tobacco from there.

তামাকপাতার হাট: এক প্রকার মনোপলি, বড় ফাঁদ

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলার ১৩-১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরে সপ্তাহে দুই দিন তামাকের হাট বসে। এসব হাট থেকে বিভিন্ন তামাক কোম্পানির এজেন্ট/কার্ডধারী কৃষক কোম্পানির জন্য তামাক ক্রয় করে। এছাড়া বিড়ি কোম্পানিগুলো মূলত এসব হাট থেকেই নিম্নমানের তামাক ক্রয় করে থাকে। ক্রেতাদের একটা অংশ দেশের অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকেও আসে। তবে বিক্রেতারা সবাই লালমনিরহাট জেলার তামাকচাষি। চাষিরা সাধারণত মতিহার, জাতি ও ভার্জিনিয়া প্রজাতির তামাকপাতা বাজারজাত করে থাকে। হাটগুলোতে সাধারণত প্রতিদিন ৩০০-৩৫০ জন তামাকচাষি/ বিক্রেতা এবং ৫০-৬০ জন বিভিন্ন তামাক কোম্পানির এজেন্ট কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিহাটে একজন তামাক চাষি ৫-২০ মণ পর্যন্ত তামাক বিক্রি করে থাকে। স্থানীয়দের মতে হাটে আসা মোট তামাকের ৬০ শতাংশ মতিহার ও জাতি এবং ৪০ শতাংশ ভার্জিনিয়া প্রজাতির তামাক। তবে ভার্জিনিয়ার অনুপাত দিন দিন বাড়ছে। তাদের মতে ভার্জিনিয়া পাতার ৬০ শতাংশই ক্রয় করে থাকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির এজেন্ট/ধনী কৃষক এবং বাদবাকিটা ক্রয় করে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানিসহ অন্যান্য কিছু কোম্পানি। উল্লেখ্য ভার্জিনিয়া তামাকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কোম্পানির এজেন্ট গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ কৃষককের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে। পত্র-পত্রিকার খবর ও স্থানীয় তামাক চাষিদের সাথে আলোচনা থেকে জানা গেছে, এসব অবৈধ তামাক হাটগুলি পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী কৃষক/এজেন্ট দ্বারা। এসব প্রভাবশালীরা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং স্থানীয়ভাবে টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি'র 'এজেন্ট' হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশই তামাক চাষের সাথে যুক্ত এবং তামাক কোম্পানির কার্ডধারী চাষি। সাধারণ কৃষকদের সাথে আলোচনা থেকে বোঝা যায়, যদিও তারা হাটে তামাক বিক্রি

Tobacco Leaves Market: Monopoly and Large Trap

From April to June every year around 13 – 16 educational institution premises are used twice a week as marketplace for tobacco leaves in Lalmonirhat district. Card-holding farmers or agents buy tobacco from there for Tobacco Company. Besides, bidi companies are also prominent buyer of the markets to buy low grade tobacco. Although all of the traders are from Lalmonirhat district, buyers belong to different parts of the country including Dhaka, Khulna, Kushtia, and Chittagong. Usually, Motihar, Jati and Virginia tobaccos are found at the markets. Around 350 tobacco farmers/ sellers and about 60 tobacco company agents actively participate in such markets. A farmer sells five – 20 mounds of tobacco in every market day. Locals said that among the all tobacco leaves that arrive in the market, 60% of them belong to Matihar & Jati, and 40% of them belong to Virginia. They also said that about 60% of the Virginia tobacco is bought by British American Tobacco agents or rich farmers and the remaining is bought by Dhaka tobacco and other companies. To be noted that, a part of the Virginia tobacco is bought by the agents from villages. Information from newspapers and local tobacco farmer reveals that the illegal marketplaces are run by some local influential farmers or agents. They are associates of the multinational and domestic tobacco companies and commonly known as agents. Most of them are involved in tobacco

The ground of Saptibari High School in Aditmari upazila under Lalmonirhat district remains virtually off limits to students as unscrupulous people are using it for selling tobacco. The callous act, disturbing classes and posing health hazards for students and teachers, is likely to continue for three months. Source: The Daily Star

করছে, দরকষাকষির খুব একটা সুযোগ নেই। এক প্রকার মনোপলি, বড় ফাঁদ। তাদের ভাষায় এগুলো কোম্পানির হাট। ৮/৯ বছর আগে এলাকার ৩/৪টি স্কুলে হাট বসা শুরু হয় এবং বছর বছর বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। একজন কার্ডধারী কৃষক জানালেন, ধান-চালের বাজার থাকলে তামাকপাতার বাজার থাকবে না কেন? কৃষক তামাকপাতা বিক্রির জন্য কোথায় যাবে? এসব প্রশ্নের খুব একটা সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিমের পক্ষে। হয়ত এটা কোম্পানিরই কৌশল, ধান-চালের হাটগুলোকেও ক্রমান্বয়ে তামাকপাতার হাট বানিয়ে ফেলা।

উৎপাদন খরচ রাষ্ট্র ও কৃষকের (কার্ডবিহীন), মুনাফা কোম্পানির

লালমনিরহাট জেলার কৃষি খাতে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা (ভর্তুকি মূল্যে সার, সেচ ইত্যাদি) কাজে লাগিয়ে এবং কার্ডধারী কৃষকদের ঢাল/এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। ২০১৪ মৌসুমে লালমনিরহাট জেলায় কি পরিমাণ ভর্তুকি মূল্যের সার (ইউরিয়া ও টিএসপি) তামাক চাষে ব্যবহার করা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উঠে আসে এক ভয়ংকর চিত্র। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালে লালমনিরহাটে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হয়েছে। তামাকচাষে প্রতি ৩৩ শতাংশ জমির জন্য গড়ে ৬০ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি টিএসপি লাগে। সে হিসেব উক্ত মৌসুমে প্রায় ৫ কোটি ৯৮ লাখ কেজি (ইউরিয়া-২২৪২৫২৩২ কেজি, টিএসপি-৩৭৩৭৫৩০০ কেজি) সার তামাক চাষে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে প্রতি কেজি ইউরিয়াতে ২৪, টিএসপিতে ১৮ টাকা হারে ভর্তুকি দিয়ে আসছে।[৯৬] উল্লেখিত ৫ কোটি ৯৮ লাখ কেজি সারে ১২১ কোটি টাকারও (ইউরিয়াতে-৫৩ কোটি ৮২ লাখ, টিএসপিতে-৬৭ কোটি ২৭ লাখ) বেশি ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। তবে কোম্পানিগুলো কার্ডধারী কৃষকদের সাধারণত তাদের নিজস্ব সার সরবরাহ করে থাকে। যদিও এসব সার কোম্পানির নিজস্ব না ভর্তুকিকৃত তা নিয়ে ব্যাপক সংশয় রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। পত্র-পত্রিকায়ও এর সত্যতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি চোখে পড়েছে।

farming and are card-holding farmers. The common farmers said that though they are selling tobacco on marketplace, they do not have chances for bargaining with the price. It is a kind of monopoly and a trap for them. They term such marketplace as company Hats (markets of companies'). About eight to nine years ago, the marketplaces held in three or four school premises and now it is gradually increasing in the area and reached current condition. One of the card holding farmer said that if there is market for food crops, there should be also markets for tobacco leaves. The tobacco farmers have nowhere to go to sell their products. Tobacco Industry Watch BD could not satisfy them with answers of such queries. Someday the food crops market will turn tobacco trading hub by this way with association of the tobacco companies.

Government and Farmers (card-less) Bears Cost, Companies Get the Cream

Exploiting the government facilities in Lalmonirhat district like subsidized fertilizers, irrigation, and using the card holding farmers as agents, the tobacco companies are benefitting themselves in different ways. The scenario for using subsidized fertilizers (Urea and TSP) is terrible. According to the district agri-office, around 50,000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation in the current season. To grow tobacco, per 33 decimals of lands need 60KG Urea and 100KG TSP on average. On that outline, in the current season, around 598, 000, 00 KG fertilizers (Urea 22425232 KG and TSP 37375300 KG) have been used for tobacco cultivation in the district. The government is currently subsidizing Tk 24 for per KG Urea and Tk 18 for per KG TSP[96]. The government has subsidized over Tk 121 crore on the stated 598, 000, 00 KG fertilizers (Tk 53.82 crore for Urea and Tk 67.27 crore for TSP). However, the tobacco companies provide fertilizer to the card-holding farmers only by their own initiative. The locals are on doubt that whether the fertilizers actually belong to the company or not. At times there were newspaper reports over the issue. Nonetheless, the government has subsidized over Tk 91 crore in the current season even if 25% of the subsidy is deducted considering 20% of the

এলাকার ২০ ভাগ কার্ডধারী কৃষক কোম্পানির সার ব্যবহার করে ধরে নিয়ে যদি মোট টাকা হতে ২৫ ভাগ টাকাও বাদ দেওয়া হয়, তাহলেও সরকার ২০১৪ সালে এ বাবদ প্রায় ৯১ কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিয়েছে। সরকার বা জনগণের দেওয়া এই বিপুল পরিমাণ টাকা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাক চাষে ব্যয় করা হচ্ছে। তবে এটি শুধু লালমনিরহাটের চিত্র। সমগ্র দেশের পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের আবাদ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ১২ কোটি ৯১ লাখ কেজি (ইউরিয়া-৪,৮৪,৩৮,৫০২ কেজি, টিএসপি-৮,০৭,৩০,৮০০ কেজি) সার ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সার বাবদ কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। এভাবে বছরের পর বছর তামাক কোম্পানি রাষ্ট্রীয় সুবিধা ব্যবহার করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে। দেশকে নিমজ্জিত করছে খাদ্য ঘাটতির অতল গহ্বরে। অবশ্য এভাবে মাছের তেল দিয়ে মাছ ভেজে পার পেয়ে গেলে, কেনই বা তারা চাষিদের সার, সেচ ও মূলধন সরবরাহ করার দায়িত্ব নিবে।

card-holding farmers use fertilizers provided by company. The huge subsidy provided by the government is being used for tobacco cultivation that is harmful for public health. But this is the scenario for Lalmonirhat district only. The countrywide scenario is more terrible. In the country 1, 08, 000 hectares of lands have been used for tobacco cultivation and accordingly 129, 100, 000 KG fertilizers (Urea 48438502 KG and TSP 80730800 KG) have been used. The government has subsidized millions of TK for the fertilizers. Tobacco companies are grabbing their profits every year by these ways. It is leading the country to food shortage. However, the tobacco companies will not take any responsibility for providing capital and other agro-inputs as long they are exploiting such options.

তামাকচাষ ক্ষতি করছে যেভাবে

ক্ষতি সবার, লাভ কোম্পানির

তামাক চাষভুক্ত অন্যান্য এলাকার মত লালমনিরহাট জেলাতেও তামাক চাষের ফলে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, প্রতিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এখানেও রয়েছে চুল্লির বিষাক্ত ধোঁয়া, রয়েছে বাড়ির উঠান থেকে শুরু করে ঘরের বেড়া, গরুর গোয়াল, রান্নাঘর, বাগান, রাস্তার দুইপাশ সর্বত্রই তামাক পাতা শুকানোর কার্যক্রম। পাতার বিকট গন্ধে কোথাও একটু নির্মল বাতাস পাওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া এজেন্ট কৃষকরা তামাক কোম্পানির সহায়তায় তামাকপাতা শুকানোর জন্য বিশেষ ধরনের ঘর নির্মাণ করেছে বিভিন্ন সরকারি জমিতে। স্কুল মাঠ এমনকি প্রার্থনালয় চত্বরও বাদ পড়েনি এ তালিকা থেকে।

How Tobacco Farming Damages

Prey Everyone, Company Benefitted

Due to tobacco farming, Lalmonirhat district is also experiencing different socio-economic, environmental, climatic, health and educational damages like the other areas. Apart from poisonous emissions of tobacco furnaces, tobacco leaves are found everywhere in the localities of the district and even yards, bedrooms, walls, cowsheds, kitchens, gardens, roads etc. are being used to dry tobacco leaves. There is hardly any place where you can breathe fresh air. Besides, the agents have prepared

জমির উর্বরতা নষ্ট, খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিশুশ্রম, শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাবতো রয়েছেই। সংক্ষেপে এসব ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো:

শিশুশ্রম

স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের মতে, লালমনিরহাট জেলার সর্বত্র তামাকচারা রোপণ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই ব্যাপকভাবে শিশুশ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে। তামাক মৌসুমে প্রায় সব শিশুই পারিবারিক শ্রমের অংশ হিসেবে বাধ্য হয়েই তামাকের কাজে জড়িয়ে পড়ে। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার সাপ্টিবাড়ি এবং লালমনিরহাট সদরের খুনিয়াগাছ এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে এইসব এলাকায় তামাক চাষের ব্যাপ্তি এতটাই যে প্রতিটি বাড়ির আনাচে-কানাচে বাঁশের তৈরি মাচার উপর বা গাছের ডালে তামাক পাতার সারি সারি লাইন আর সুশৃঙ্খল স্তূপ। গ্রামের ভেতর ঢুকলেই চারিদিক থেকে তামাকের উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে। রোদের তাপ যত বাড়তে থাকে উৎকট গন্ধের তীব্রতাও তত চারিদিক থেকে ছড়াতে থাকে। তামাক পাতার এই তীব্র গন্ধযুক্ত পরিবেশেই শিশুরা তামাক পাতা সংগ্রহ, বাছাই এবং তা লাঠির সাথে গেঁথে দিচ্ছে একের পর এক রোদে শুকানোর জন্য। এলাকার শিক্ষকদের মতে যেসব শিশুরা তামাকের ক্ষেতে কাজ করে তাদের গড়ন অন্য শিশুদের তুলনায় হালকা এবং রোগা। শিক্ষকরা এসব কোমলমতি শিশুদের তামাক ক্ষেতে কাজ করতে

special rooms in government lands with the help of tobacco companies. They also use school fields and even the premises of religious establishments. Tobacco farming reduces lands fertility, threat for food security, poses health hazards, inspire child labours, decreases education and more. Some of the damages are described concisely.

Child Labour

The Locals and school teachers of Lalmonirhat district have opined that children are being used in all of the steps of tobacco farming including planting to marketing. Most of the children are to involve into tobacco processing as part of their familial business. Investigations in Saptibari under Aditmari upazilla and Khuniagachh under Lalmonirhat district have found that tobacco farming has taken an expanded shape in the areas. Each and every of the houses are filled with tobacco leaves and even the surrounding places are also loaded with tobacco bunches. Sharp stench hits suddenly after entering into the villages. The stench spreads everywhere after the sun turns hot. In this stinky environment, children are found collecting tobacco leaves, sorting and pinning them on sticks to be dried on sun. Teachers, according to a report on the Daily Star on April 02, 2014, said that those children who work with tobacco processing are different from the common children regarding their health and shape. There is no result in forbidding them for working in tobacco processing[97]. The school goers are gradually getting involved with tobacco processing. They sort, bundle and place the leaves for drying under sun. Mostly they are seen working before and after their school and in the non-working days. They get a poor wage

children in school uniforms processing tobacco leaves at Aditmari upazila in Lalmonirhat. Source: The daily Dhaka Tribune

নিষেধ করলেও কোন ফল হয় না।[৯৭] স্কুলগামী এসব শিশুরা ক্রমবর্ধমান হারে তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ অর্থাৎ রোদে শুকানো, বাছাই ও বান্ডিল বাধার কাজে জড়িয়ে পড়ছে। স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুলের আগে-পরে এবং ছুটির দিনগুলিতে দিনব্যাপী শিশুরা এসব কাজ করে এবং বিনিময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দিনে ৩০-৪০ টাকা পায় তারা। টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় অল্পবয়সী মাদ্রাসা ছাত্রদের দান-খয়রাত হিসেবে তামাক পাতা সংগ্রহ করতে দেখেছে। অর্থাৎ এলাকার শিশুরা ভয়াবহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে তাদের শৈশব পার করছে। বাড়ি থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পর্যন্ত তামাকের ছোবল। প্রশ্ন জাগে, এসব শিশুর ভবিষৎ কি?

জমির উর্বরতা নষ্ট ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত

সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার লালমনিরহাট জেলার কৃষি জমির স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। কমে আসছে জমির উৎপাদনশীলতা। ধানের জমিতে তামাক চাষ হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। অন্যদিকে তামাকে ধানের চেয়ে ৩ গুণ বেশি সার লাগায়, জেলায় মাঝে মধ্যেই ধানের জন্য প্রয়োজনীয় সারের সংকট দেখা দেয়। স্থানীয় কৃষকরা ক্ষতি জেনেও তামাকচাষ করছে। তাদের মতে তামাকের জমিতে ধান আবাদ করলে ফলন অর্ধেকে নেমে আসে। কিন্তু তাদের ঐ একই কথা, সারা বছরে একবার ভার্জিনিয়া আবাদ করলেই যথেষ্ট। বছরে দুই ফসলের চেয়ে এক ফসলই বেশি লাভ থাকে। এভাবে কোম্পানির প্রলোভনে সাময়িক লাভের ফাঁদে আটকা পড়ছে আমাদের কৃষক। নষ্ট হচ্ছে আমাদের মাটির উর্বরতা।

তামাকচুল্লির ধোঁয়ায় গ্রামীণ পরিবেশ হুমকির মুখে

কাঠ পুড়িয়ে বন ধ্বংস না করলেও স্থানীয় জ্বালানি তথা খড়-বিচুলি ব্যবহার করে এক ধরনের চুল্লি বানিয়ে তামাক পাতা শুকানোর কাজ অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের চুল্লির মাধ্যমে সাধারণত ৩০/৪০ মিনিটি ধরে তামাক পাতা চুল্লিতে রেখে মূলত ধোঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে তামাক পাতা শুকানোর কাজ করা হয়। গুণগত গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কৃষক, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, এই এলাকায় তামাক পাতা শুকানোর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পরিবারের নারী ও শিশু। ধোঁয়া সর্বস্ব এসব চুল্লির কালচে ধোঁয়ায় গ্রামীণ এলাকার পরিবেশ হুমকির মধ্যে পতিত হচ্ছে। তামাক চাষের অভয়াশ্রম লালমনিরহাট জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তামাক কোম্পানির আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে প্রায় ২০০-২৫০টি তামাক চুল্লি।

for their work, only Tk 30 – 40 for a day from the local tobacco traders. Tobacco Industry BD Watch Team, during its field investigation, has found that the students of religious institutions are taking tobacco leaves as donations. It indicates that the children are passing their childhood amid higher health and environmental risks. Tobacco aggression prevails from their home to educational institutions. Is there any future for them?

Damaging Lands Fertility and Hampering Food Security

Indiscriminate use of fertilizers and insecticides on Lalmonirhat lands is reducing fertility. Lands productivity is reducing gradually. Food shortage is a prominent issue now as the paddy growing lands are under tobacco clutch. Besides, tobacco farming needs three times more fertilizers than paddy which frequently creates fertilizer shortage in the district. Local farmers are aware of the negative impacts of tobacco on lands. They opined that paddy cultivation reduces on the lands if that was used for tobacco cultivation. But they also opined that growing Virginia for once a year is sufficient for them. It brings more profit for them than growing crops twice a year. In this way, our innocent farmers have been entrapping by the illusion of temporary profit offered by the tobacco companies. Lands fertility is being degraded.

Tobacco Oven Smoke Endangers Rural Environment

Though the tobacco companies do not use woods as fuel, they are making a kind of furnace using hay and other local materials as fuel to bake tobacco leaves. Locals said that smokes are created from the furnaces for around 30/ 40 minutes to bake tobacco leaves. Women and children of farmers' families are mostly used for the baking process, said participants

স্বাস্থ্যঝুঁকি

তামাক চাষের ফলে এলাকার কৃষকরা বিশেষ করে নারী ও শিশুরা নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। স্থানীয় ডাক্তাররা বলছেন, তামাক পাতার বিকট গন্ধ ও এ থেকে নির্গত নিকোটিন মানবদেহে প্রবেশের ফলে এ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এখানকার মানুষ। আর এসব রোগে বড়দের চেয়ে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। এছাড়াও তামাকচাষের ফলে হাজারো ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সেগুলো গবেষণার মাধ্যমে বের করা খুবই জরুরি। ক্ষতির সংখ্যা, মাত্রা ও তীব্রতা না জানা থাকলে সমাধানের লক্ষ্যস্থির করা সম্ভব নয়।

কিছু সুপারিশ, কিছু সতর্কতা

সুপারিশ

তামাকচাষ যেভাবে বাড়ছে তাতে এককভাবে কোন সরকারি সংস্থা বা মন্ত্রণালয় এমনকি সরকারের সকল মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করলেও সহসা এই আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। কাজেই তামাকচাষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে, নইলে শক্তিধর তামাক কোম্পানিগুলোর অপকৌশল বন্ধ করা যাবে না। কেবল স্বাস্থ্য বা আইন মন্ত্রণালয় উদ্যোগী হয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে তামাক কোম্পানির আগ্রাসনজনিত ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। দেখতে হবে কত ধরনের আগ্রাসন চালাচ্ছে তামাক কোম্পানি এবং এসবের ভুক্তভোগী কারা। একইসাথে দেখতে হবে প্রচলিত আইন দ্বারা কোম্পানির আগ্রাসন মোকাবেলা সম্ভব কিনা বা ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা। নতুন আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনাপূর্বক অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকর করতে হবে। নিচে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন/চাষের ক্ষতি, আগ্রাসন মোকাবেলা বা সুরক্ষাপ্রদানকারী সম্ভাব্য কর্তৃপক্ষ এবং আগ্রাসন মোকাবেলার সম্ভাব্য নীতি কৌশল সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

of the qualitative survey including farmers, local elites and mass media activists. The rural environment is being threatened for the smokes of such furnaces. In different villages of Lalmonirhat district around 200- 250 furnaces have been built with the sponsorship of tobacco companies.

Health Hazards

The locals who are engaged with tobacco farming are suffering from different physical disorder. The people are getting affected with asthma, bronchitis, cancer and other fatal diseases for their close interaction with tobacco and tobacco leaves, opined local doctors. The children are the easy prey of such diseases being the most vulnerable part of the society. Besides, there are also numbers of damages for tobacco cultivation happens and needs to be addressed through proper researches. If the damage severity and level is unknown, prevention is not possible.

Few Recommendations and Cautions

Recommendations

Tobacco cultivation has been increasing indiscriminately. Any government body, organization, ministry or the ministries altogether cannot get rid of the problem overnight. So, to stop the ill tactics of the tobacco companies, all the sufferers of tobacco farming should work together. Policy formulation and implementation by Health and Law Ministry is barely enough to control tobacco farming. In line with the policies formulated by Health Ministry, some researches should also be conducted for enlisting the other damages caused by tobacco cultivation. Types of aggressions by the tobacco companies and the victims should be identified. Besides, it should also be considered that if the existing law is sufficient to prevent the aggressions and protect the sufferers. Regarding new law and policy formulation, such issues should carefully be considered, listed and implemented. Some recommendations over preventing tobacco aggression, damages of cultivation, potential authority and policies to prevent the aggression etc. are pointed out:

Aggression/Damages **আগ্রাসন/ক্ষতিসমূহ**	**Authorities** **কর্তৃপক্ষসমূহ**	**Potential policy** **সম্ভাব্য নীতি কৌশল**
Deforestation and other related damages *বন উজাড় এবং এর ফলে বনজ সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসসহ নানাবিধ ক্ষতি*	*Environment and Forest Ministry, Ministry for Chittagong and Hill Tracts Affairs, Misintry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Disaster Management and Relief* *পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়*	*Forest Ministry and Ministry for Hill Tracts could formulate law banning tobacco cultivation in Hill Tracts as tobacco farming destroys forest resources.* *Forest and trees are useful for the coastal areas to prevent natural disasters. So the Ministry for Disaster could pass law banning tobacco cultivation in coastal areas.* *Chittagong Hill Tracts is an attractive tourist spot. Identifying tobacco processing as a barrier for the tourist industry, a law could be passed banning tobacco farming in the localities.* *তামাকচাষ বনজসম্পদ ধ্বংস করে তাই পাহাড় ও বন এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ মর্মে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন প্রণয়ন করতে পারে।* *বন ও গাছ-গাছালি ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জরুরি বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকার জন্য। ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় উপকূলবর্তী জেলায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করতে পারে।* *পার্বত্য জেলাসমূহ পর্যটকদের জন্যও একটি আকর্ষণীয় স্থান। তামাকচাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যটন শিল্পের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে এসব এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ মর্মে আইন পাশ করা যেতে পারে।*
Use of subsidized agro-inputs (fertilizer, irrigation, electricity) and croplands for tobacco farming, risk of food shortage *ভর্তুকিকৃত কৃষিউপকরণ (সার, সেচ, বিদ্যুৎ) ও খাদ্য উৎপাদনের জমি তামাকচাষে ব্যবহার এবং খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা*	*Agriculture Ministry, Food Ministry, Finance Ministry, Ministry for Industries and Commerce Ministry.* *কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়*	*Gradually banning of tobacco farming in the Northern part, Jessore, Kushtia and other important spots after declaring them as Food Production Zone.* *Ministries for Industry and Commerce could ban fertilizer production, import and marketing for tobacco cultivation. BCIC could mark words on each fertilizer sacks like 'Not for Tobacco Farming' etc.* *Electricity connection could be cut if any public or private irrigation facilities used for tobacco farming. The farming could be banned on BADC irrigation projects.* *Export duties for tobacco products should be raised gradually to discourage on production.* *উত্তরবঙ্গ, যশোর, কুষ্টিয়াসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলসমূহকে খাদ্য উৎপাদন জোন ঘোষণা করে ঐসব এলাকায় তামাকচাষ নিষিদ্ধ করা/পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা যেতে পারে।* *শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তামাকচাষের জন্য সারের উৎপাদন ও আমদানি এবং বিপণন নিষিদ্ধ করতে পারে। বিসিআইসি প্রতিটি সারের বস্তায় লিখে দিতে পারে 'তামাকচাষের জন্য নহে' ইত্যাদি।* *বিদ্যুৎচালিত সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেচপ্রকল্পে তামাকচাষ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থগিত করা যেতে পারে। বিএডিসি পরিচালিত সেচপ্রকল্পে তামাকচাষ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।* *তামাকজাতীয় পণ্যের রপ্তানিশুল্ক ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে।*

Aggression/Damages **আগ্রাসন/ক্ষতিসমূহ**	**Authorities** **কর্তৃপক্ষসমূহ**	**Potential policy** **সম্ভাব্য নীতি কৌশল**
Lands fertility reduction, hills, river banks and fallow-lands used for tobacco cultivation *ভূমির উর্বরতা নষ্ট, পাহাড়, নদ-নদীর তীরবর্তী সরকারি খাস জমি তামাকচাষে ব্যবহার*	*Land Ministry, Forest and Environment Ministry, Ministry of Fisheries and Livestock* *ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়*	*Tobacco farming reduces lands fertility. So, to discourage tobacco farming, a set of short and long run polices could be formulated and implemented.* *তামাকচাষ ভূমির উর্বরতা নষ্ট করে তাই সর্বত্র তামাকচাষ নিরুৎসাহিতকরণের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।*
Health hazards, particularly for women and children *স্বাস্থ্য ক্ষতি বিশেষত নারী ও শিশুস্বাস্থ্য*	*Health and family Welfare Ministry, Ministry of Women and Children Affairs* *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়*	*Considering the backward, ignored and dependent population, respective Ministries may formulate and implement policies declaring their use in tobacco farming hazardous.* *অনগ্রসর, অবহেলিত ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তামাকচাষে এদের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।*
Child labour and child education *শিশুশ্রম ও শিশু শিক্ষা*	*Ministry for Education, Law Ministry, Ministry for Women and Children Affairs* *শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়*	*Ban of child labour in tobacco farming. Discuraging tobacco export by declaring that child labour is prevailing in tobacco farming.* *তামাকচাষে শিশুশ্রম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। তামাকচাষে শিশুশ্রম ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে ঘোষণা দিয়ে তামাক রপ্তানি নিরুৎসাহিত করা।*
Pro-tobacco propaganda and mass confusion (research, CSR and media) *তামাক চাষের পক্ষে প্রোপাগান্ডা ও জনমনে বিভ্রান্ত তৈরি (গবেষণা, সিএসআর, মিডিয়া)*	*Ministry for Information* *তথ্য মন্ত্রণালয়*	*All forms of advertisements, confusing research, CSR activities should be banned.* *তামাক চাষের পক্ষে সবধরনের প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর গবেষণা, সিএসআর প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।*
Authenticity of the above aggressions/damage levels and other damages (if any) *উপরোক্ত আগ্রাসন/ক্ষতির সত্যতা ও মাত্রা এবং অন্যান্য ক্ষতি (যদি থাকে)*	*Should be identified through research* *গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে*	*Decisions should be taken on the research results* *গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে*

তবে এসব নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়ভার শুধু সরকারের উপর চাপালে হবে না। তামাক বিরোধী সংগঠন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, তৃণমূল সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এসবের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গবেষণা, সভা-সেমিনার, তথ্যভিত্তিক এডভোকেসি, গণমাধ্যমে তামাকচাষ বিরোধী প্রচার-প্রচারণা, কৃষকদের মধ্যে তামাকবিরোধী মনোভাব তৈরি, বিকল্প ফসল আবাদ ও বাজারজাতকরণের দিকনির্দেশনা প্রভৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে।

But, only the government cannot formulate or implement the mentioned rules and policies alone. Anti-tobacco organizations, mass media, civil society, root level private organizations should also come forward to solve the problem. Anti-tobacco attitude should be created among the farmers through research, meetings, evidence based advocacy. They should also be inspired on alternative crop cultivation and marketing of their produces through proper policy formulation and implementation.

সর্তকতা

দুর্বল ও অসত্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এডভোকেসি করা যাবেনা,

Cautions

Weak and twisted information cannot be used for

সঠিক ও গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হবে। যেমন:

বিভিন্ন সময় তামাক চাষের ফলে বন উজাড় হওয়ার বিভ্রান্তমূলক তথ্য উপাস্থাপন করতে দেখা যায় যেমন; ধরা যাক ১ মে. টন তামাকপাতা শুকাতে ১/২ মে. টন কাঠ লাগে, চলতি বছরে ১ লাখ মে. টন তামাক পোড়াতে কাঠ ধ্বংস হয়েছে ৫০ হাজার মে. টন। এরকম সরল ও অসত্য হিসাব দিয়ে এডভোকেসি করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ দেশে উৎপাদিত তামাকের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ তামাক শুকাতে কাঠ পোড়াতে হয় না, রোদে/বিশেষ ঘর বানিয়ে শুকানো হয়।

তামাকচাষের ফলে কোন এলাকায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ প্রভৃতি বেড়ে গেছে এধরনের বক্তব্য খুব সতর্কতার সাথে দিতে হবে। যেমন: অধিকার নামের একটি মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যমতে (২০০৭), বাংলাদেশে সবচেয়ে ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ সংঘটিত জেলাগুলো হলো সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বরিশাল।[৯৮] অথচ এসব এলাকায় তামাক চাষ হয় না বললেই চলে।

তামাকচাষের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে/ কমে যাচ্ছে, বিষয়টি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার দাবি রাখে। তামাকচাষ হয় না এমন এলাকাতেও যদি ঐসব প্রজাতির মাছের বিলুপ্ত প্রায় অবস্থা বিরাজ করে তাহলে বুঝতে হবে অন্যান্য কারণে এসব ঘটছে।

কৃষকদের জন্য তামাকচাষ স্বল্পমেয়াদে আর্থিকভাবে লাভজনক এটা সত্য, তামাকচাষিকে দিয়ে জোর করে উল্টোটা বলানোর দরকার নেই। বরং বিকল্প লাভজনক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কৃষকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে পথ দেখানো এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে (সরকার, দাতা অন্যান্য) রাজি করাতে হবে।

অঞ্চলভেদে তামাকচাষের ক্ষয়-ক্ষতির ধরন ও মাত্রায় তারতম্য রয়েছে। ঢালাও ভাবে সারা দেশের জন্য একই ধরনের নীতি কৌশল গ্রহণের দাবিতে এডভোকেসি করা যাবে না।

advocacy rather research based information should be used, such as:

Frequently, confusing information is found that tobacco farming causes deforestation. For instance, one (01) metric ton tobacco leaves baking needs ½ metric ton woods. In the current season, 100,000 metric ton tobacco leaves baking destroyed 50,000 metric ton of woods as fuel. Such simple calculation will certainly jeopardize the ongoing advocacies against tobacco farming because half of the produced tobacco in the country does not need any fuel woods to be baked. Those are mostly dried under sun or heat in a special type of room.

Statements like ‘Violence on women has increased for tobacco cultivation’ should carefully be delivered. Barisal, Khulna and Sirajganj is the areas where violence on women take place more than any other district, according to information (2007) of Adhikar, a humanitarian organization[98]. But in these areas, there is almost no tobacco cultivation found.

The gradual extinction of domestic fish species demands a scientific study. If the domestic fish species of non tobacco producing area extinct, there are some other causes behind the happening.

In the short run, tobacco farming is financially profitable and it is unnecessary to create an opposite scenario using the farmers. Rather they should be directed to alternative crop production and marketing, and the respective all including the donor agencies and the government should be convinced on executing the directives.

The level and intensity of damage caused by tobacco cultivation is regionally different. So, advocacy cannot say to adopt the same action plans in general across the country.

তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম
Bangladeshi Mass Media to Unveil and Combat Tobacco Company Ill Tactics

তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন ও মোকাবেলা একটি স্বীকৃতি পদক্ষেপ। বাংলাদেশের গণমাধ্যম বিশেষ করে এন্টি টোবাকো মিডিয়া এলায়েন্স-আত্মা* এর চার শতাধিক সদস্য এক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। বিগত অর্ধদশকে আত্মা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে তামাক কোম্পানিই বাংলাদেশে তামাকবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে এবং তামাকজনিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য মূল দায়ী তারাই।

বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল ও হস্তক্ষেপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অসম্পূর্ণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন (২০০৫), সংশোধিত (২০১৩) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ প্রলম্বিত করা ও চূড়ান্ত সংশোধনী থেকে ডিএসএসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাদ দেওয়া, সংশোধীত আইনের বিধিমালা (২০১৫) ২৪ মাস আটকে রাখা, ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সর্তকবাণী বাস্তবায়ন দুর্বল করা, তামাকে কার্যকর করবৃদ্ধি প্রতিহত করা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতমালা প্রণয়নে বাধাসৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি বিদ্যমান তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের প্রভাব/ফলাফল খাটো করতে তামাক কোম্পানি নানাবিধ কূটকৌশল অবলম্বন অব্যাহত রেখেছে। গণমাধ্যম কূটকৌশল উন্মোচনে বেশ সাফল্য দেখালেও, এসব মোকবেলায় তেমন একটা সাফল্য দেখাতে পারেনি। তবে গণমাধ্যমের অব্যাহত ইতিবাচক প্রচেষ্টার কারণে দুইটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির বড় দুইটি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান বন্ধ করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের এই সাফল্য নিচে কেস স্টোরি আকারে তুলে ধরা হলো:

বন্ধ হল তামাক কোম্পানির কনসার্ট

কেস স্টোরি ১: কনসার্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুণীদের মাঝে তামাকপণ্যের প্রচারণা তামাক কোম্পানির

Unveiling and combating tobacco industry ill tactics to control tobacco use is a proven tool across the world. Mass media of Bangladesh, especially over 400 members Anti-Tobacco Media Alliance (ATMA)* have been playing a strong and stringent role here. ATMA has proved in the last half decade that tobacco companies are the key culprits to hamper the tobacco control law formulation and implementation and they are mostly responsible for tobacco-related deaths and damages.

Analysing the ill tactics and interference of tobacco companies in Bangladesh shows that they have influenced to formulate incomplete tobacco control law (2005), delaying the approval of amended tobacco control law (2013), discarding some of the important sections from the final amendment including DSA, halting the Rules (2015) for the amended tobacco control law for 24 months, weakening the graphical health warning implementation, preventing an effective taxation on tobacco products, hampering on the formulation of National Tobacco Control Policy and Tobacco Farming Control Policy and overall hampering the implementation of the existing tobacco control law or undermining the outcomes of the law and still they are continuing such steps. Although the mass media has proved its success to unveil the tobacco company interference, there are less success in combating with these issues. However, for the proactive approach of mass media, two of the most promotional activities

** তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যমের নিবিড় সম্পৃক্ততা বাড়াতে ২০১০ সাল থেকে শুরু হয় গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারী গণমাধ্যম কর্মীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে শুরু হয় এই নেটওয়ার্কের পথচলা। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য।*

** To increase intense involvement of mass media, journalist training workshops on tobacco control began in 2010. Recommendations from the workshop participants for a coordinated effort for tobacco control resulted in the media network in 2011. It started journey naming – Anti Tobacco Media Alliance (ATMA). Primarily it aims ensuring effective role of mass media to create a tobacco-free Bangladesh.*

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী যেকোন উপায়ে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ। আইনের ৫ নং ধারার উপধারা ১ এর দফা (গ) অনুযায়ী 'তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন বা ব্যয়ভার বহন সম্পূর্ণ বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' ফিলিপ মরিস ও বিএটিবি কৌশলে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তাদের পণ্য প্রচারের চেষ্টা চালালে বাংলাদেশের গণমাধ্যম তা সফলভাবে উন্মোচন ও মোকাবেলা করে।

Following the tobacco control law, all sorts of advertisement and promotion of tobacco products is completely prohibited. After the section 5, Sub-section 1 (c) of the law, 'to arrange or sponsor any events to advertise or promote tobacco use is completely illegal and punishable offence'. When Philip Morris International and British American Tobacco Bangladesh tried to arrange the event strategically, the mass media in Bangladesh successfully unveiled and battled against the events.

কোম্পানির একটি স্বীকৃত কৌশল। বহুজাতিক তামাক কোম্পানিফিলিপ মরিস ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে একটি ধারাবাহিক কনসার্ট প্রতিযোগিতা শুরু করে এবং এই প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ০৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকার একটি হোটেলে জমকালো রক সিটি কনসার্ট 'রোড টু রক নেশন' আয়োজন করে। অনুষ্ঠানস্থলে Marlboro আদলে তৈরি সিগারেট কাউন্টার থেকে কয়েকজন তরুণী Marlboro সিগারেট বিক্রয় করছে সাথে ক্রেতাদের জন্য গিফ্‌ট হিসেবে রয়েছে ফিলিপ মরিস এর লোগো সম্বলিত লাল রং এর লাইটার। বদ্ধ ঘরে গানের সাথে সাথে চলছে তরুণ তরুণীদের ধূমপান। কনসার্ট আয়োজনের নামে ফিলিপ মরিস এর বিজ্ঞাপন প্রচারই অনুষ্ঠনটির আসল উদ্দেশ্য। বিষয়টি নিয়ে তামাকবিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা'র (প্রগতির জন্য জ্ঞান) ইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম ফেসবুক পেইজে ০৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে একটি উদ্বেগ বার্তা প্রকাশ করলে[৯৯] এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স- আত্মা'র সদস্যসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম অতি গুরুত্বসহকারে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে।[১০০, ১০১] ফিলিপ মরিসের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কনসার্টের পরবর্তী পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ছিল ১৪ নভেম্বর ২০১৪। তবে গণমাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে অনুষ্ঠান আয়োজনের খবর প্রকাশিত হওয়ায় আয়োজক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে তাদের ফেসবুক পেইজে সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করার ঘোষণা দেয়[১০২]। মূলত গণমাধ্যমের শক্তিশালী অবস্থানের কারণেই পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং শক্তিশালী তামাক কেম্পানি ফিলিপ মরিস বাংলাদেশে পণ্যের প্রসারে এই ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়।[১০৩]

of two multinational tobacco companies were stopped. This particular success of mass media in Bangladesh is pointed as a caste story below:

Stopped Tobacco Company Concert

Case story 1: Promoting tobacco products among the university youths through concert is a common tool of tobacco industry. Multinational tobacco giant, Philip Morris started for a continuous concert competition in April of 2014 and as part of this event, on November 7, 2014 organized for a stunning rock city concert – Road to Rock Nation at a hotel in Dhaka. At the event, a few girls were selling Marlboro cigarettes from a counter that was decorated resembling the red Marlboro cigarette while the buyers were gifted a red-colored lighter logoed with Philip Morris. Both the male and female youths were smoking inside the closed room with songs. In fact, the event aimed at advertising Phillip Morris. When the anti-tobacco organization, PROGGA (knowledge for progress), sent an alert on its Industry Watch Team BD facebook page on October 09, 2014[99], the ATMA members and other mass media started publishing continuous reports on this issue in particular which got highlighted massively[100, 101]. The following date to hold the event was on November 14, 2014. However, as the reports were published about the event, which was being organizing by violating the law, the organizers published a note on their faebook page on November 13, 2014 declaring to postpone the event[102].Basically, for the strict anti-tobacco approach from the mass media compelled Philip Morris International, one of the largest and strongest tobacco company over the globe, to stop its illegal promotional activities in the country[103].

কেস স্টোরি ২: বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) ২০১৪ সালে দেশের ছয়টি নামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কনসার্ট আয়োজন করে। এলক্ষ্যে ঢাকার বিভিন্ন নামি-দামি চেইন শপ এবং রেস্তোরাগুলোতে তরুণ ক্রেতাদের সাথে বিএটিবি মনোনীত বিক্রয় কর্মীরা ধূমপান বিষয়ে আলাপ করে এবং একটি ফর্ম পুরণ করে নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী আলাদা করে এসব তরুণ শিক্ষার্থীদের মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে কনসার্টে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ছয় দিনব্যাপী এই কনসার্ট আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বাজারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বিএটিবি'র নতুন সিগারেট ব্রান্ড 'ফাইন কাট' (Fine Cut) এর প্রচার-প্রচারণা চালানো। কনসার্টে ১৯ এবং ২০ সেপ্টেম্বর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ এর শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। ২১ সেপ্টেম্বর কনসার্টের তৃতীয় দিন আমন্ত্রণ জানানো হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। তবে ইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি টিম এই কনসার্টের খবরটি এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স- আত্মা'র সদস্যদের জানিয়ে দেয়। আত্মা'র সদস্যসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা এব্যাপারে বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা দেখতে পায় বিএটিবি তাদের নতুন সিগারেটের ব্রান্ড প্রচারের জন্য অনুষ্ঠানস্থল সিগারেটের প্যাকেটের আদলে সাজানো হয়েছে যা বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সম্পূর্ণ লংঘন। বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে এবং শেষ পর্যন্ত আয়োজক কমিটি কোনো বিশেষ কারণ দর্শানো ছাড়াই সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করে। এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স- আত্মাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীদের শক্তিশালী অবস্থানই সেদিন বিএটিবি'র মত ক্ষমতাধর বহুজাতিক তামাক কোম্পানির এ ধরনের কূটকৌশল রুখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।[১০৪]

Case Story 2: Multinational tobacco company, British American Tobacco Bangladesh (BATB) organized a concert in 2014 for the students of six renowned private University. Some of the designated sales representatives from BATB had discussion with the young cigarette buyers in famous chain shops and restaurants over smoking and filled up a form by the young buyers. Later, based on the university category, invitation SMSs were sent on the mobile number of the selected youths to attend the concert. The key aim to organize the six-day long concert (from September 19 – September 24, 2014) was to introduce and promote Fine Cut, a new brand of BATB. The students from North South University and American International University attended the concerts on September 19 and 20 respectively. The students of BRAC University were invited on September 21, the third day. However, the Industry Watch Team informs the issue to ATMA members and they appeared on the event spot with the other mass media representatives to gather detailed information. They found that the entire concert venue was decorated with the resemblance of the cigarette packets which is completely violation of the tobacco control law. The mass media activists reached the organizers several times and the organizers stopped the entire event without showing any further excuses. The strong anti-tobacco stance of ATMA and other mass media activists have played an important role to stop the ill tactics of a powerful multinational tobacco company like BATB[104].

References

[1] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[2] *Global Youth Tobacco Survey (GYTS): Bangladesh report, 2013. World Health Organization; 2015. Available from: http://www.searo.who.int/tobacco/data/ban_gyts_report_2013.pdf.*

[3]*Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD 2013. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2015. Available from http://www.healthdata.org/results/data-visualizations.Accessed on October 20, 2015.*

[4]*Alam DS, Jha P, Ramasundarahettige C, Streatfield PK, Niessen LW, Chowdhury MAH et al. Smoking-attributable mortality in Bangladesh: proportional mortality study. Bulletin of the World Health Organization. 2013 October;91(10):717-796. Available from: http://www.who.int/bulletin/volumes/91/10/13-120196/en/.*

[5]*Barkat A, Chowdhury AU, Nargis N, Rahman M, Kumar PkA, Bashir S, Chaloupka FJ. The economics of tobacco and tobacco taxation in Bangladesh. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease;2012. Available from: http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Bangladesh_tobacco_taxes_report.pdf.*

[6] *WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. World Health Organization (WHO), Geneva, 2011. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf [accessed 21 October 2012].*

[7] *WHO Framework Convention on Tobacco Control. See: www.who.int/fctc.*

[8] *UN Sustainable Development Goals. See: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs*

[9] *Zaman MM, Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds). Impact of Tobacco-Related Illnesses in Bangladesh. World Health Organization (WHO), SEARO, Delhi, 2007.*

[10] *Zaman MM, Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds). Impact of Tobacco-Related Illnesses in Bangladesh. World Health Organization (WHO), SEARO, Delhi, 2007.*

[11] *Shafey O, Eriksen M, Ross H, Mackay J. The Tobacco Atlas, 3rd Ed. Atlanta: American Cancer Society; 2009.*

[12] *Department of Agriculture Extension (DAE), 2014.*

[13] *Child Labour in Bidi Industries of Bangladesh: An Intensive Investigation, PROGGA, 2015. Available from: http://progga.org/wp-content/uploads/2011/04/Child_Labor_in_Bidi_Factory_in_Bangladesh.pdf*

[14] *S Dilip Roy with Andrew Eagle. Kids trapped in Tobacco Menace. The Daily Star, 08 February 2016. Available at: http://www.thedailystar.net/frontpage/kids-trapped-tobacco-menace-214288*

[15] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[16] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[17] *WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011: The MPOWER package. Geneva: World Health Organization; 2011.*

[18] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[19] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[20] *Eriksen, Michael et al. (2015): The Tobacco Atlas. Fifth edition. Atlanta. American Cancer Society.*

[21] *The Daily Prothom Alo, 31 may, 2011.*

[22] *Ocean Conservancy. International Coastal Cleanup 2013 Report.*

[23] *John S, Vaite S.Tobacco and poverty: observations from India and Bangladesh. Efroymson D, editor. Canada: PATH Canada; 2002*

[24] *National Board of Revenue (NBR).*

[25] *The Economic and Health Benefits of Tobacco Taxation, World Health Organization, 2015*

[26] *Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.searo.who.int/LinkFiles/Regional_Tobacco_Surveillance_System_GATSBAN_FullReport2009.pdf.*

[27] *The Economic and Health Benefits of Tobacco Taxation, World Health Organization, 2015*

[28] *Bill and Melinda GatesFoundation. http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Policy/G20-Report*

[29] *Financing for Development: Addis Ababa Action Agenda, United Nations, New York, 2015.*

[30] *HEALTH IS NOT NEGOTIABLE. Civil Society against the Tobacco Industry's Strategies in Latin America;FIC Argentina, 2012.*

[31] *Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. World Health Organization (WHO), Geneva, 2008. Available at: http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf [accessed 21 October 2012].*

[32] *Legacy Tobacco Documents Library (LTDL). University of California, Library and Center for Knowledge Management, San Francisco, 2002. Available at: http://legacy.library.ucsf.edu/ [accessed 21 October 2012].*

[33] *Big Tobacco: Exposing Its Deadly Tactics. Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Washington, DC, November 2010. Available at:*

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ExposeBigTobac_Final.pdf [accessed 21 October 2012].

[34] *HEALTH IS NOT NEGOTIABLE. Civil Society against the Tobacco Industry's Strategies in Latin America;FIC Argentina, 2012.*

[35] *Big Tobacco: Exposing Its Deadly Tactics. Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Washington, DC, November 2010. Available at:*

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ExposeBigTobac_Final.pdf [accessed 21 October 2012].

[36] *Tobacco industry interference: A Global Brief. World Health Organization (WHO), Geneva, 2012. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_NMH_TFI_12.1_eng.pdf [accessed 21 October 2012].*

[37] *Sebika Debnath. Anti-tobacco activists fear GHW implementation. The Daily Sangbad, 14 March 2016. Available at: http://www.thedailysangbad.com/last-page/2016/03/14/55880*

[38] *Nurul Islam Hasib. Health minister firm as tobacco industry resorts to new tricks. Bdnews24.com, 12 March 2016. Available at: http://bdnews24.com/health/2016/03/12/heath-minister-firm-as-tobacco-industry-resorts-to-new-tricks*

[39] *Hamid-uz-Zaman Mamun. GHW trapped in TC Rules. The Daily Janakantha, 15 January 2015. Available at: https://www.dailyjanakantha.com/details/article/106152/*বধিমিালায়-আটকে-আছে-তামাক-পণ্যরে-মে াড়কে-ছবসিহ

[40] *Opinions sought on draft rules of tobacco control act. The New Age, 01 November, 2013.*

[41] *Nurul Islam Hasib. Tobacco companies lobby hard. Bdnews24.com, 18 December 2016. Available at: http://bdnews24.com/health/2013/12/18/tobacco-companies-lobby-hard*

[42] *Furore as secretary meets tobacco bosses. Bdnews24.com, 13 march, 2014. Available at: http://bdnews24.com/bangladesh/2014/03/13/health-secy-meets-tobacco-bosses*

[43] *Jakia Sultana. GHW on tobacco pack: Law vs Health Ministry. Banglatribune.com, 27 August 2014. Available at: http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/article/articledetail/Resource/221*

[44] *BATB met with HM. Banglanews24.com, 23 July, 2014. Available at: http://www.banglanews24.com/national/news/309397/*আইন-লঙ্ঘন-করে-স্বাস্থ্যমন্ত্রীর-সঙ্গে-বিএটিবির-বৈঠক

[45] *BATB CSR Committee meeting Minutes. Available at: http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/contents/uploaded/BATB_Minutes-CSR%20Committee-6th%20Meeting.pdf*

[46] *Hamid-uz-Zaman Mamun. GHW trapped in TC rules. The Daily Janakantha, 15 January 2015. Available at: https://www.dailyjanakantha.com/details/article/106152/*বিধিমালায়-আটকে-আছে-তামাক-পণ্যের-মোড়কে-ছবিসহ

[47] *BATB Letter to Roxana Qader, 03 December 2014. Available at: http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/contents/uploaded/BATB%20letter%20on%20pack%20warning%20to%20Health%20ministry.pdf*

[48] *Tutul Rahman and Swapna Banarjee. GHW implementation deadline extended. The Daily Bhorer Kagoj, 25 February 2015.*

[49] *Graphic warning coming on cigarette packet in 2016. The Financial Express, 06 September, 2015. Available at: http://print.thefinancialexpress-bd.com/2015/09/06/106690*

[50] *Shekh Sabiha Alam. Tobacco Cos against GHW printing. The Daily Prothom Alo, 05 January, 2016. Available at: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/731257/*ছবিসহ-সতর্কবাণী-না-ছাপতে-নানা-যুক্তি-তামাক

[51] *Abu Bakar Siddique. Pictorial tobacco warnings might be delayed. The Daily Dhaka Tribune, 16 January, 2016. Available at: http://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2016/jan/16/pictorial-tobacco-warnings-might-be-delayed*

[52] *UN Convention on the Rights of the Child. See: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx*

[53] *S.R.O. No. 65- Law/2013 under Bangladesh Labour Law- 2006, Ministry of Labour and Employment, Government of Bangladesh.*

[54] *Bidi in Bangladesh: Myths and Reality; The Bidi Production sector in Bangladesh, Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK), 2012.*

[55] *http://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/03/30/26022 (Accessed 30 March 2014)*

[56] *http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=38&dd=2013-06-14&ni=138830*

[57] *Report of the household income & expenditure survey 2010, Bangladesh Bureau of Statistics.*

[58] *Based on Focus Group Discussions (FGDs) and Key Informant Interviews (KII) with bidi laborers at Haragach (Rangpur) and Khuniagach (Lalmonirhat).*

[59] *Report of the household income & expenditure survey 2010, Bangladesh Bureau of Statistics.*

[60] *WHO Framework Convention on Tobacco Control. See: www.who.int/fctc.*

[61] *Smoking and Usage of Tobacco Products (Control) (Amendment) Act 2013.*

[62] *Tobacco Control Rules 2015.*

[63] *http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53FZC?opendocument*

[64] *FB like rewards in cigs. TheReport24.com, 26 May, 2014. Available at: http://bangla.thereport24.com/article/36278/index.html*

[65] *TV dramas showing smoking scenes defying ban: Study. The Financial Express, October 18, 2015. Available at: http://print.thefinancialexpress-bd.com/2015/10/18/112366*

[66] *http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53FZC?opendocument*

[67] *PMI promo at Pvt Univ. banglanews24.com, 25 February 2014. Available at: http://www.banglanews24.com/economics-business/news/268949/*বশি্ববদি্যালয়গুলে াতে-ফলিপি-মরসিরে-অবধৈ-প্রচারণা

[68] *Aysha Memorial Hospital, banglanews24.com, 22 April 2014. Available at: http://www.banglanews24.com/health/news/284184/*তামাক-কে াম্পানরি-লে াগে া-সরালে া-আয়শো-মমে ারয়িাল-হাসপাতাল

[69] *Nurul Islam Hasib. BATB holds concert, violates tobacco control law. Bdnews24.com, 21 September 2015. Available at: http://bdnews24.com/health/2014/09/21/batb-holds-concert-violates-tobacco-control-law*

[70] *Anti-tobacco activists for ban on Marlboro campaign, The Financial Express, 11 November 2016. Available at: http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/11/11/65381*

[71] *Akij fined in Sherpur, The Daily Janakantha, 11 January 2016, Available at: https://www.dailyjanakantha.com/details/article/165253/*শরেপুরে-ধূমপানে-আকৃষ্ট-করায়-আকজি-গ্রুপরে

[72] *Myat Moe Khaing. Tailoring Towards Eminence, The Daily Star, 03 December 2015. Available at: http://www.thedailystar.net/shout/event/tailoring-towards-eminence-181453*

[73] *Abul Hossain Sabuj. Tobacco ads on in public place, transports, Sylhetexpress.com, 19 December 2015. Available at: http://www.sylhetexpress.com/news/detailsm.php?id=45016*

[74] *S Dilip Roy and Zahidul Naim Zakaria. Rapid increase in land used for tobacco cultivation, The Daily Star, 26 February 2014. Available at: http://www.thedailystar.net/rapid-increase-in-land-used-for-tobacco-cultivation-12995*

[75] *S Dilip Roy and Zahidul Naim Zakaria. Rapid increase in land used for tobacco cultivation, The Daily Star, 26 February 2014. Available at: http://www.thedailystar.net/rapid-increase-in-land-used-for-tobacco-cultivation-12995*

[76] *Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 2011, Bangladesh Bueeau of Statistics (BBS).*

[77] *Export Promotion Bureau (EPB), GOB, 2013. Available at: http://epb.portal.gov.bd/site/files/9efa4995-2501-4c9e-8ca6-8b8f7208c3a0/Statistic*

[78] *Tutul Rahman. Farmers entrapped with loan, tobacco grabs 60pc farmlands. The daily Bhorer Kagoj, 03 February 2015. Available at: http://www.bhorerkagoj.net/print-edition/2015/02/03/17214.php*

[79] *S Dilip Roy. Fresh areas targeted for tobacco cultivation. The Daily Star, 09 December, 2015. Available at: http://www.thedailystar.net/country/fresh-areas-targeted-tobacco-cultivation-184414*

[80] *Mizan Chowdhury. Endangered tobacco farmers. The daily Jugantor, 03 August, 2014. Available at: http://www.jugantor.com/old/economics/2014/08/03/129763*

[81] *Mizan Chowdhury.1mn IPM members trained by Tk 423cr, The daily Jugantor, 09 June, 2013. Available at: http://www.jugantor.com/old/economics/2013/06/09/3925/print*

[82] *Jhenidah farmers growing tobacco. The Daily Jaijaidin, 21 January, 2013. Available at: http://www.jaijaidinbd.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=21-01-2013&type=single&pub_no=365&cat_id=4&menu_id=16&news_type_id=1&index=1*

[83] *Majadul Nayan. BATB cheats on hill. Banglanews24.com, 18 March, 2013. Available at: http://www.banglanews24.com/cat/news/182255/url*

[84] *Majadul Nayan. Ads worth 10mn for 5lac CSR. Banglanews24.com, 07 October, 2012. Available at: www.banglanews24.com/economics-business/news/143819/*৫-লাখ-টাকার-সিএসআর-১-কে াটি-টাকার-বজ্ঞিাপন

[85] *Abul Kalam Mohammad Azad and Imam Hasan. Varind irrigates tobacco than paddy, The Daily Prothom Alo, 23 March, 2014. Available at: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/175084*

[86] *Lalmonirhat rice farmers decry tobacco farming. The daily Dhaka Tribune, 28 January, 2014. Available at: http://archive.dhakatribune.com/agriculture/2014/jan/27/lalmonirhat-rice-farmers-decry-tobacco-farming*

[87] *John S, Vaite S.Tobacco and poverty: observations from India and Bangladesh. Efroymson D, editor. Canada: PATH Canada; 2002*

[88] *98 percent agricultural land of Lama and Alikadam use for tobacco cultivation. The daily Jugantor, 11 April, 2014. Available at: http://www.jugantor.com/old/current-news/2014/04/11/87378*

[89] *Hamid-uz-zaman Mamun. Food security under threat. The Daily Janakantha, 22 July, 2015. Available at: https://www.dailyjanakantha.com/details/article/132506/*হুমকরি-মুখে-খাদ্যে-স্বয়ংসম্পূর্ণতা-অর্জনরে-সাফল্য[90] *Tobacco farming up in Jhenidah. The Daily Janata, 28 February, 2015. Available at: http://www.djanata.com/index.php?ref=MjBfMDJfMjhfMTVfMV8xN18xXzEwMjQ1Ng==*

[91] *S Dilip Roy with Andrew Eagle. Kids trapped in Tobacco Menace. The Daily Star, 08 February, 2016. Available at: http://www.thedailystar.net/frontpage/kids-trapped-tobacco-menace-214288*

[92] *M Ibrahim Khalil Mamun. Tobacco farming in Cox'sBazar river basin. The Daily Bonikbarta, 01 March, 2014. Available at: http://ebonikbarta.com/display.php?id=15_1&viewdate=2014-03-01*

[93] *Polash Badua. Tobacco farming beside school threatens kids The Daily Prothom Alo, 09 March, 2014. Available at: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/164263/*বদি্যালয়রে-পাশে-তামাকখতে-স্বাস্থ্যঝুঁকতিে-শশিুরা

[94] *Tobacco furnace beside school. The Daily Prothom Alo, 07 April, 2014. Available at: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/186571/*শকি্ষাপ্রতষি্ঠানরে-পাশে-তামাক-চুল্লি

[95] *Dramatic increase of Tobacco cultivation in Lalmonirhat. The Daily Dhaka Tribune, 08 February, 2014. Available at: http://archive.dhakatribune.com/agriculture/2014/feb/08/dramatic-increase-tobacco-cultivation-lalmonirhat*

[96] *Subsidy on fertilizer will be continued. The Daily Prothom Alo, 19 April, 2014. Available at: http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/196318/*সারে-ভর্তুকি-অব্যাহত-থাকবে-শলি্পমন্ত্রী

[97] *S Dilip Roy. Children exploited in tobacco fields. The Daily Star, 02 April, 2014. Available at: http://www.thedailystar.net/children-exploited-in-tobacco-fields-18328*

[98] *Annual Activity Report 2007, Odhikar. Available at: http://odhikar.org/wp-content/uploads/2012/09/Annual_activity_report_2007.pdf*

[99]*https://www.facebook.com/tobaccoindustrywatch.bd/photos/a.207559006103122.1073741828.203592083166481/321411038051251/?type=3&theater*

[100] *http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/11/11/65381*

[101] *http://www.banglanews24.com/national/news/339018/*ফলিপি-মরসিরে-মৃত্যুবপিণন-ফাঁদে-তারুণ্য

[102]*https://www.facebook.com/tobaccoindustrywatch.bd/photos/a.207559006103122.1073741828.203592083166481/322998471225841/?type=3&theater*

[103] *Phillip Morris International Forced to Cancel Youth-Focused Concerts in Bangladesh. The Daily Bhorer Kagoj, 14 November, 2014. Available at: http://www.bhorerkagoj.net/print-edition/2014/11/14/4507.php*

[104] *BATB holds concert, violates tobacco control law. Bdnews24.com, 21 September 2014. Available at: http://bdnews24.com/health/2014/09/21/batb-holds-concert-violates-tobacco-control-law*

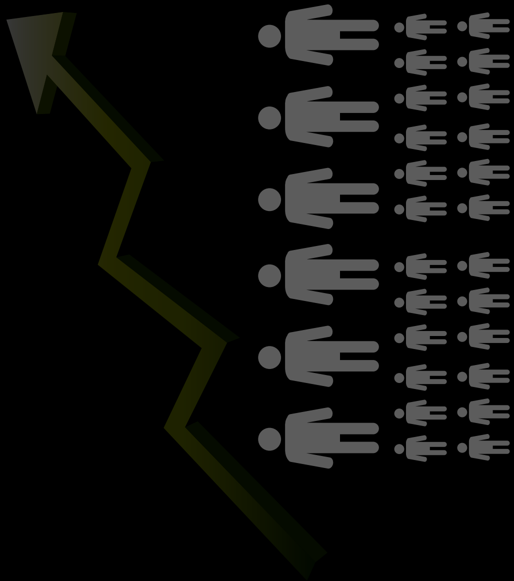

তামাক না টেকসই উন্নয়ন

Tobacco or Sustainable Development